

କ୍ରିକ୍ରିଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମୂତ ।

নিৰ্ঘণ্ট পত্ৰ ।

	পৃষ্ঠা
প্ৰথম বৃষ্টি—সামান্যতঃ পৰমার্থ ধৰ্ম্ম নিৰ্ণয়,-উপক্ৰম...	... ১-১৩
দ্বিতীয় বৃষ্টি—গৌণ বিধি বা ধৰ্ম্মাচাৰ	... ১৪-৪৩
১ম ধাৰা—গৌণ বিধিৰ সাধাৰণ বিভাগ	... ১৪-১৬
২য় ধাৰা—পুণ্যকৰ্ম্ম	... ১৬-২৭
৩য় ধাৰা—কৰ্ম্মাধিকাৰ ও বৰ্ণ বিচাৰ	... ২৭-৩২
৪র্থ ধাৰা—জ্ঞানম বিচাৰ	... ৩৩-৩৫
৫ম ধাৰা—আত্মিক	... ৩৫-৩৭
পাপ বিচাৰ	... ৩৭-৪৩
তৃতীয় বৃষ্টি—মুখ্য বিধি বা বৈধীভক্তি	... ৪৪-৭২
১ম ধাৰা—বৈধী ভক্তিৰ লক্ষণ	... ৪৪-৪৯
২য় ধাৰা—ভক্তি অনুশীলন বিধি	... ৫০-৫৭
৩য় ধাৰা—অনর্থ বিচাৰ	... ৫৭-৬৮
৪র্থ ধাৰা—গৌণ ও মুখ্য বিধিৰ পৰস্পৰ সম্বন্ধ বিচাৰ	... ৬৮-৭২
চতুৰ্থ বৃষ্টি—রাগানুগা ভক্তি বিচাৰ	... ৭৩-৭৬
পঞ্চম বৃষ্টি—ভাব ভক্তি বিচাৰ	... ৭৭-১২১
১ম ধাৰা—ভাব ভক্তি	... ৭৭-৮০
২য় ধাৰা—ভাবুক লক্ষণ	... ৮০-৮৩
৩য় ধাৰা—জ্ঞান বিচাৰ	... ৮৩-১১৭
৪র্থ ধাৰা—রতি বিচাৰ	... ১১৭-২১
ষষ্ঠ বৃষ্টি —প্ৰেমভক্তি বিচাৰ ভেদ	... ১২২-২৬
১ম ধাৰা—প্ৰেমভক্তি বিচাৰ	... ১২২-২৩
২য় ধাৰা—প্ৰেমোদয় ক্ৰম বিচাৰ	... ১২৩-২৬
সপ্তম বৃষ্টি—রস	... ১২৭-৪৪
১ম ধাৰা—সাধাৰণরস বিচাৰ	... ১২৭-৩৬
২য় ধাৰা—উপাসনা মাত্ৰেৰ রসত্ব বিচাৰ	... ১৩৬-৩৯
৩য় ধাৰা—শাস্ত রস বিচাৰ	... ১৩৯-৪০
৪র্থ ধাৰা—প্ৰীত ভক্তিৰস বিচাৰ	... ১৪১-৪৪
অষ্টম বৃষ্টি —উপসংহার	... ১৪৫-৫৮

বিবোধন ।

কি কারণে বলিতে পারি না, অনেকেরই শচীনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের উপদিষ্ট মত জানিতে বাসনা জন্মিয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার সমস্ত শিক্ষাই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকলের পক্ষে বোধ্য নয়। অতএব আমরা সরল গদ্যে বঙ্গভাষায় মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সংক্ষেপে সংগ্রহ করিলাম। অধিকন্তু তিনি ভক্তির সহিত নৈতিক ধর্মের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয় যে সকল কথা আভাসে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা কিছু স্পষ্ট করিয়া লেখা গেল। তাঁহার প্রকাশিত রসতত্ত্ব যে পরিমাণে সাধারণের জ্ঞাতব্য তাহাই লিখিত হইল। তন্মধ্যে যে সমুদায় ব্যাপার শ্রীগুরু চরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য তাহা এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না।

মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার অত্যন্ত কৃপা পাত্র রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘু নাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, কবিকর্ণপুর, বলদেববিদ্যাভূষণ ও বিশ্ব নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি আচার্য্য গণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর উপদেশ সকল সংগ্রহ করিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর আদেশ মতে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাকে গ্রন্থ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অতএব যে সকল মত ঐ সকল মহাত্মা গণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সকলই মহাপ্রভুর সম্মত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত গ্রন্থ সমূহ হইতে এই গ্রন্থের বিচার সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

- ১। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত ষট্ সন্দর্ভ।
- ২। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত সর্বসম্বাদিনী।
- ৩। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃত সিদ্ধি।
- ৪। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত উজ্জল নীলমণি।
- ৫। শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত বৃহত্তাগবতামৃত।
- ৬। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত লঘু ভাগবতামৃত।
- ৭। শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত হরি ভক্তি বিলাস।

- ৮। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্ত সূত্রভাষ্য।
- ৯। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত বেদান্ত সামন্তক।
- ১০। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত প্রমেয় রত্নাবলী।
- ১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী রচিত শ্রীভাগবত টীকা।
- ১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী রচিত শ্রীভাগবদগীতার টীকা।
- ১৩। শ্রীকবি কণপূর রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।
- ১৪। শ্রীকবি কণপূর রচিত কৌশলভালঙ্কার।
- ১৫। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্য চরিতামৃত।

প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ ও সেই সেই গ্রন্থের টীকা ও তদনুযায়ী নানা বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে মহাপ্রভু সামান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম কোন স্থলেই শিক্ষা দেন নাই। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রভুর জীবনটী সম্পূর্ণ রূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম শিক্ষা দেয়। মহাপ্রভু খ্রী লীলামৃত ও শিক্ষামৃত দ্বারা তাপিত জীব সকলকে সম্যক পরিভূক্ত করিয়াছেন। আদৌ গৃহস্থ ধর্মে অবস্থিতি কালে তিনি ধর্ম শাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটী পাঠ করেন:—

নগৃহং গৃহ মিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।

তয়্যাহি সহিতঃ সর্বান পুরুষার্থান্ সমশ্রুতে ॥

এই ধর্ম শাস্ত্র উপদেশ পূর্বক তিনি স্বয়ং উদ্বাহ কার্য স্বীকার করেন এবং জগৎকে তাহা শিক্ষা দেন। পিতা মাতার সেবা, আতিথা, পিতার দেহান্তে গয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, ক্রান্ত্রণ সম্মান, বিদ্যাভ্যাস, ন্যায় পূর্বক ধনোপার্জন, দয়া, সত্যপালন, ব্রতাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি গৌণ বিধি পালন পূর্বক মানব পক্ষে গৌণ বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করত আশ্রম নিষ্ঠাও সূষ্টরূপে শিক্ষা দেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে উপদেশ তাহা তাঁহার উদ্বাহত নিম্ন লিখিত শ্রীভাগবত শ্লোকদ্বয়ে বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে :—

অনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিহ রিতোষণং ।

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া যদি হরিতোষণকে লাভ করে তবে তাহার সংসিদ্ধি হয়।

ধর্মঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাঃ বিশ্বক্সেন কথাম্বযঃ ।

নোং পাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং ।

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম হরি কথায় শ্রদ্ধা উৎপত্তি না করে তবে অনুষ্ঠিতার কেবল অকর্মণ্য শ্রম মাত্র হয় ।

মহাপ্রভুর প্রিয়ঃ এবং শ্রীজীবের উদাহৃত উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে বিবেচনা করুন যে শরীর ও শরীরের অনুগত সমাজ যাত্রা নির্বাহের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম অবশ্য স্বীকার্য্য । মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ঐ ধর্মকে স্বীকার করিবে না, কিন্তু তদ্বারা দেহ যাত্রা নির্বাহ পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন রূপ ভক্তি সাধন করিবে । অতএব দ্বিতীয় বৃষ্টিতে যে ধর্মাদ্বয় সম্বন্ধে উপদেশ সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, সে সমুদায়ই ভক্তি সাধনের গোণ উপায় রূপে মহাপ্রভু কর্তৃক নির্দিষ্ট বলিয়া জানিবেন ।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বৃষ্টিতে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমুদায় মহাপ্রভু শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব দ্বারা হরি ভক্তি বিলাস, ভক্তি রসামৃত সিদ্ধ ও বট-সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন । ভাব ভক্তি বিচারের অন্তর্গত যে জ্ঞান বৈরাগ্য বিচার তাহা শ্রীজীব ও বলদেব স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে প্রভুর শিক্ষা স্বরূপে প্রচার করিয়াছেন ।

অষ্টম বৃষ্টিতে যাহা লিখিত হইয়াছে সে সমুদায় মহাপ্রভুর তত্ত্ব সমুদ্রের বৃহদ স্বরূপ আমরা বিচার দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়াছি । সেই সকল বিচার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অন্তর্গত করায় কোন দোষ হইতে পারে না ।

আজ কাল বঙ্গদেশে গ্রন্থ রচনার যে প্রণালী হইয়াছে এবং সে সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সেই প্রণালী ও শব্দ সমূহ ব্যবহার পূর্বক এই গ্রন্থ প্রণীত হইল । এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না, যে আমি মহাপ্রভুর উপদেশ কোন অংশে পরিত্যাগ করিয়াছি বা পরিবর্তন করিয়াছি । যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে আমার লিখিত সমস্ত কথার প্রমাণ উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ হইতে দিতে পারি ।

সংস্কৃত শ্লোক বা টীকা এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই । সংস্কৃত সংযুক্ত হইলে গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে হৃদ্বোধ্য হইয়া পড়ে । যদিও আমার সাধ্য মত সরল বাঙ্গালী ভাষায় গ্রন্থ থানি লিখিলাম, তথাপি বিচার্য্য বিষয় সমূহ বুঝিতে হইলে অনেকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন । যাহাদের চিহ্নজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা স্বল্প, তাহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি কঠিন হইলে আমার অপরাধ নাই । আমার প্রার্থনা

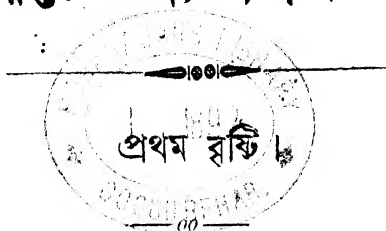
এই যে যত্নের সহিত ধীরে ধীরে বিচার পূর্বক তাঁহারা এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক বিচারে পটু হইবেন। পরে বিশেষ ফল এই হইবে যে কিছু সংস্কৃত আলোচনা করিয়া পূর্বোক্ত মহাত্মা দিগের বিরচিত বিচার পূর্ণ ও রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা বৈষ্ণব দিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতে এবং তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা প্রথমে এই গ্রন্থ খানি রীতিমত পাঠ করুন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দসদাসহৃদাস

শ্রীকেশব নাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত ।



উপক্রম ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাম্ নমঃ ।

ভ্রম-জনিত, অসম্পূর্ণ ও পঙ্কস্পর্ষ বিবদমান সিদ্ধান্ত সকল যে কৃষ্ণ ভক্তিতে পর্যাবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম ।

জগতে আমরা তিনটি পদার্থ লক্ষ্য করি । পদার্থ তিনটির নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড় । যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই তাহারা জড় । মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি । মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন । ইহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে । মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই । তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন । ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্তা । তাঁহার জড় শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা । তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতন পদার্থ । তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পাতা ও নিয়ন্তা । তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয় । তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্বনাশ হয় । তিনি ভগবৎ স্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে রাজ্য করিতেছেন । তিনি সমস্ত রাজার রাজা । তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের কার্য চলিতেছে ।

জড় পদার্থের যেরূপ একটি স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া উক্তি করিয়াছে।

সকল পদার্থেরই একটি একটি স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটি স্বরূপ আছে। জড় বস্তু মাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চৈতন্য পদার্থের স্বরূপ চৈতন্যময়। আমরা চৈতন্য পদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীর বিশিষ্ট। অতএব আমাদের চৈতন্যময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্যময়। অতএব তাঁহার চৈতন্যময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চৈতন্যময় স্বরূপটীই তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চৈতন্যময় চক্ষুে অর্থাৎ ভক্তি চক্ষুে দেখিতে পাই। জড় চক্ষুে দেখিতে পাই না।

কতকগুলি দুর্ভাগ্য লোক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড় চক্ষুে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্তর লোকেরা যেরূপ সূর্যের আলোককে উপলক্ষ্য করেনা, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। স্বভাবতঃ মলুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাংলা কাল হইতে অসৎ সঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে।

বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটি জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, পেরিস প্রভৃতি স্থান সকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড় শরীরের পদ চালন করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ স্থানি প্রদেś নয়। সমস্ত জড় জগতের অতীত একটি অবস্থান বিশেষ। তাহা চিন্ময়, নিত্য, ও নির্দোষ। তাহা চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্য ধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে ভুলে করিতে পারিলে আমরা তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিব। এখানে আমরা বাহ্যকে স্নেহ বলি তাহা নিত্য নয়, অল্প ক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহা-রাদিব দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহা-রাদিব অভাব ক্লেশজনক।

পীড়া সর্বদাই আছে। শীত উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে, অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয়। গৃহ নির্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্যে অনেক যত্ন হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ সংসারে অমিশ্র সুখ বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাব সকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধাম পাইলে আর অনিত্য সুখ দুঃখ কিছুই থাকিবে না। অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করাই আমাদের কর্তব্য।

যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয় সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়। আপাততঃ আমরা সংসারের সুখভোগ করি, পরে বুদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিব এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবেনা। সময় অতি দ্রুত। যে দিন হইতে কর্তব্য বোধ হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে মত্ত পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানব জীবন অত্যন্ত দ্রুত ও অস্থির। কোনদিন মৃত্যু হইবে তাহা বলা যায় না। বালক কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারেনা এরূপ মনে করা অসুচিত। আমরা ইতি-হাসে দেখিতেছি যে দ্রাব ও প্রাসাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তবে মানব মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য সাধন করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায় তাহা ক্রমশঃ স্বভাব স্বরূপ হইয়া পড়ে।

পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করিবার জন্য অবস্থান্তরে মানবগণ যে যত্ন করেন তাহার চারিটা কাণ দেখা যায়;—ভয়, আশা, কর্তব্য-বুদ্ধি ও রাগ। নরকভয় অর্থাভাব, পীড়া ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া পরমেশ্বরের যাহারা ভজনা করেন তাহার ভয় দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন। যাহারা সংসারে উন্নতি লাভ করত বিষয় সুখ প্রার্থনা পূর্বক হরি ভজন করেন তাহার আশা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর সাধন করেন বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর সাধনে এতই পবিত্র সুখ আছে যে প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অব-

শেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ ভজনে অহরন্তর হন । ষাঁহার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহার কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন । ষাঁহার ভয়, আশা, বা কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বর সাধনে প্রীতি লাভ করেন, তাঁহার রাগদ্বারা তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন । কোন একটা বিষয় দেখিবা মাত্র চিন্তা তাহার প্রতি যে প্রবৃত্তি ক্রমে বিচারের পূর্বে ধাবিত হয় তাহার নাম রাগ । পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবা মাত্র সেই প্রবৃত্তি ষাঁহার চিন্তে উদ্ভূত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর ভজন করিয়া থাকেন ।

ভয়, আশা, ও কর্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন বিগুহ্য নয় । রাগ-মার্গে ষাঁহার ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত তাঁহারাই যথার্থ সাধক । জীব ও ঈশ্বরের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে । রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় । সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়-বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে । স্রবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয় । দেশালাই ঘষিলে অথবা চক্ৰমকি কাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ভয়, আশা, ও কর্তব্য-বুদ্ধি ক্রমে ভজনা করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । ঐ প্রথমে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় হরি ভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র সম্বন্ধ-জনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক স্মৃতি-জনক বস্তুর গ্রহণ করিলেন না ।

ভয় ও আশা নিতান্ত ছেয় । সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয়, তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্তব্য-বুদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হয় । পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে পর্য্যন্ত উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করেন না । কর্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয় । পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষেরা পরমেশ্বর সাধন করিবার যে সকল পদ্ধতি বিচার দ্বারা সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই নাম বিধি । কর্তব্য-বুদ্ধির শাসন হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে ।

দেশ বিদেশ ও দ্বীপ দ্বীপান্তর নিবাসী মানব বৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব জাতির একটা সাধারণ ধর্ম্ম । অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস সেবন

দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি স্বর্ষ্য ও চন্দ্র ও বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল, তথা বড় বড় নদ নদী এবং প্রকাণ্ড উদ্ভিদ সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করেন। ইহার কারণ কি? জীব নিত্যন্ত বদ্ধ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাহার চেতন আচ্ছাদিত হয়নাই সে পর্য্যন্ত চেতন ধর্ম্মের পরিচয় স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশ হইবে। সত্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কৃত্তক দ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা নয় অভেদ বাদের অন্তর্গত নির্বাণ বাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্ত-বল চেতনের অসাহায্য লক্ষণ ইহাই বুঝিতে হইবে। নিত্যন্ত অসত্য অবস্থাও সূক্ষ্মর ঈশ্বর বিশ্বাস উপযোগী। অবস্থার মধ্যে মানব জীবনের তিনটি অবস্থার অবস্থা লক্ষিত হয়। সেই তিন অবস্থাতেই নাস্তিক বাদ, জড়বাদ, সন্দেহ বাদ, ও নির্বাণ বাদ রূপ গীড়া সকল জীবের উন্নতির প্রতিবন্ধক রূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্য্যাবস্থায় নীত করে। সেই সেই অবস্থায় সকল লোকেই যে উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে এমত নয়। যাহারা ঐ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহারা সেই সেই অবস্থায় বদ্ধ হইয়া উচ্চ জীবনের অধিকার লাভ করেন। অসত্য বন্য জাতিগণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যানৈপুণ্য বলে অতি শীঘ্রই বর্ণাশ্রম রূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করত ঈশ-ভক্তি সাধনোপযোগী ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মানব জাতির নৈসর্গিক উন্নতি ক্রম। প্রতিবন্ধক রূপ রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়া পড়ে।

মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। মানবের মুখ্য প্রকৃতি সর্বত্রই এক। গোণ প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্। মানবের মুখ্য প্রকৃতি এক হইলেও, জগতে এমত দুইটী মানব পাওয়া যাইবেনা যে সমস্ত গোণ প্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। এক গর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যখন দুইটী ভ্রাতা প্রকৃতি প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্ব প্রকারে এক হয়না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করত মানব সকল কিরূপে ঐক্য লাভ করিবে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্বত বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্য দ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদ উপযোগী দ্রব্য সকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্বারা তত্তদ্রদেশ-জাত মানব গণের প্রকৃতি, বর্ণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহার নিসর্গ বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া

উঠে। মনের ভাবও তদ্রূপ দেশ বিদেশে পৃথক্ হয়। তদন্তর্গত ঈশ্বর ভাব ও মুখাংশে এক হইলেও গোণাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এতন্নিবন্ধন দেশ বিদেশে যে কালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয় তখন ক্রমশঃ ভাষা ভেদ, পরিচ্ছদ ভেদ, ভোজ্য ভেদ, মনোভাব ভেদ ক্রমে ঈশ্বর ভজন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গোণ ভেদ সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য ভজন বিষয়ে এক্ষা থাকিলেই ফল কালে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞা এই যে বিগুহ সত্ত্ব স্বরূপ ভগবানের ভজন কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজন প্রণালীর নিন্দা করিবে না।

উপরোক্ত কারণ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানব গণের প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নিম্নলিখিত কএক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয় যথা:—

- ১। আচার্য্য ভেদ।
- ২। উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অনুরাগ ভেদ।
- ৩। উপাসনার প্রণালী ভেদ।
- ৪। উপাস্য তত্ত্বের সম্বন্ধে ভাষা ও ক্রিয়া ভেদ।
- ৫। ভাষা ভেদানুসারে নাম ও বাক্যাদিভেদ।

আচার্য্য ভেদক্রমে কোন দেশে ঋষিগণ, কোন দেশে মহামুনিগণ প্রচারক গণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মানুগণ, এবং দেশ বিদেশে অনেক বিদ্বজ্জনের বিশেষ বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়। সেই সেই আচার্য্য সকলের যথাযোগ্য সম্মান করাই সেই সেই দেশের নিত্যন্ত কর্তব্য। কিন্তু এক দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সর্বদেশের আচার্য্যের পক্ষে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠা লাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেই রূপ বিবাদ জনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।

উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অনুরাগ ভেদ ক্রমে কোন দেশে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ন্যাস প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া সহকারে ভজন হইয়া থাকে, কোথাও বা মুক্ত কন্ড হইয়া দ্বীপ ভজনের মুখ্য মন্দিরাভিমুখে দণ্ডায়মান ও পতিত হইয়া দিবা রাত্র মধ্যে পঞ্চ বার উপাসনা হয়, কোথাও বা ঠাঁটু গাড়িয়া করযোড় পূর্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর বশ গমন পূর্বক ভজন মন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়া থাকে। ইহাতে ভজন কালে বিশেষ

বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা প্রভৃতি নানা প্রকার স্থানীয় বিচার লক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উপাসনা দেখিলেই উপাসনা প্রণালীর ভেদ লক্ষিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে উপাস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়া ভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবি রূপ শ্রীমূর্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য বোধে অর্চন সম্পাদ করেন। কোন কোন ধর্মে অধিকতর তর্ক প্রিয়তা নিবন্ধন মনে মনেই একটী দৈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতে উপাসনা করেন। প্রতিমূর্তির স্বীকার নাই।

ভাষা ভেদানুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধর্মেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। ভজন কালীন বাক্য সকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এই পঞ্চ প্রকার ভেদ ক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সমূহ পরস্পর অভ্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়ে। পৃথক্ হইবে, ইহা নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পার্থক্যবশতঃ পরস্পর বিবাদ করিবে ইহা নিতান্ত অনৈসর্গিক ও ক্ষতিজনক। অপরূপ ভজন সময়ে তাহার ভজন-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এই ভাবে থাকা উচিত, যে আমার উপাস্য পরম তত্ত্বের কোন ভিন্ন প্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক্ অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রণালীতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হইতে পারি না; কিন্তু এতদৃষ্টে আমার নিজ প্রণালীতে অধিকতর ভাবোদয় হইতেছে। পরমতত্ত্ব এক বই দুই নন। এ স্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্দিতা এবং আমি এই ভিন্ন লিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমার উপাদেয় স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন।

যাঁহার একরূপ ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন প্রণালীর ভেদে ঘেঁষ, হিংসা, অস্বাভাবিক বা নিন্দা করেন, তাঁহার নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভাল বাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।

ইহার মধ্যে কেবল একটা বিষয় বিবেচনীয়। ভজন প্রণালী-ভেদের নিন্দা করা অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহাকে কদাচ আদর করা যাইবেনা; বরং তাহার উচ্ছিন্নির বিশেষ যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, বৌদ্ধ, জৈন ও নিকির্শেশবাদীদিগের সহিত : বিচার করিয়া তাহাদিগকে সৎ পথে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুর চরিত্র সমস্ত প্রভু-ভক্তের সর্বত্র আদর্শ-স্বরূপ হওয়াই উচিত।

যে ধর্ম নাস্তিকবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাস্ত্রবাদ, স্বভাববাদ ও নির্কি-
শেষ বাদরূপ অনর্থ সকল আছে, তত্ত্বগণ সে ধর্মকে ধর্ম-জ্ঞান করিবেন না।
সে ধর্মকে বিধর্ম, ছল-ধর্ম, ধর্মান্ধতা বা অধর্ম বলিয়া জানিবেন। তাহাদের
উপাসকগণের অবস্থা শোচনা করিবেন। জীবকে যতদূর পারেন ঐ সকল
অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

বিমল প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম। প্রাপ্ত পক্ষ প্রকার ভিন্নতা লক্ষিত
হইলেও, বিমল প্রেম যে ধর্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্মই ধর্ম। বাহ্য ভিন্নতা
লইয়া বিতর্ক করা অহুচিত। ধর্মের উদ্দেশ্য যদি বিমল হয়, তবে সমস্তই
সম্বলক্ষণ যুক্ত। নাস্তিকবাদ, সন্দেহবাদ, বহীশ্বরবাদ, জড়বাদ, অনাস্ত্রবাদ অর্থাৎ
কর্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্কিশেষবাদ স্বভাবতঃ প্রেম বিরুদ্ধ। ইহা গ্রন্থের অন্য
স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

কৃষ্ণ প্রেমই বিমল প্রেম। প্রেমের ধর্মই এই যে উহা কোন একটী তত্ত্বকে
আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কোন একটী তত্ত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে।
বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকেনা। জীব হৃদয়ই প্রেমের আশ্রয়।
এক মাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। পূর্ণ বিমল প্রেম উদ্ভিত হইলেই উপাস্য বস্তুর
ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে পর্যাবসিত হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থ
সমুদায় পাঠ করিয়া যত প্রেমের আলোচনা করিবেন ততই ইহার প্রতীতি
জন্মিবে।

কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্ব
হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক। নাম যে বিষয়কে উদ্দেশ্য করে
তাহারই বিচার জ্ঞাতব্য।

সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা
বিদ্বদ্বর শ্রীবাস দেবের সাক্ষাৎ সমাধি-লব্ধ তত্ত্ব। নারদের উদ্দেশ্যক্রমে
বাসদেব যখন ভক্তি-রূপ সহজ সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ
স্বরূপ দর্শন করিয়া সেই পরম পুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয়
নাশিনী অর্থাৎ উপাধি রহিতা ভক্তি উদয় হয় সেইরূপ তাহার চরিতামৃত বর্ণন
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকার ভেদে জীবের
দুই প্রকার প্রতীতি হয়। ঐ দুই প্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎ প্রতীতি ও
অবিদ্বৎ প্রতীতি। একট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র প্রাপক্ষিক চক্ষু দ্বারা পরিদৃশ্য
হয়, তাহাও বিদ্বানদিগের পক্ষে বিদ্বৎ প্রতীতি ও জড় বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবি-

দ্বং প্রতীতি বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্বৎ প্রতীতি ও অবিদ্বৎ প্রতীতি বৃত্তিতে ইচ্ছা হইলে ষট্-সন্দর্ভ, ভাগবতায়ত বা মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা ভালরূপে পাঠকরত উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচনা করিয়া লইবেন। এ স্থলে তাহার বিস্তৃতি করা দুঃসাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতের যে অবিদ্বৎ প্রতীতি তাহা অবলম্বন করিয়া যত বিবাদ উৎপস্থিত হয়। বিদ্বৎ প্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই। বাঁহাদের পরমার্থ লাভের বাসনা আছে তাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি সত্ত্বর লাভ করুন। বৃথা অবিদ্বৎ প্রতীতি লইয়া বিবাদ করত যথার্থ স্বার্থ হানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

বিদ্বৎ প্রতীতির কিঞ্চিৎমাত্র দিগ্‌দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রম করত চিন্তা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পক্ষে বিদ্বৎ প্রতীতির সম্ভব। তাঁহারা চিচ্ছক্ষু দ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, চিৎকর্ণ দ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন। চিদ্রস দ্বারা কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আশ্বাদন করেন। কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্ৰাকৃত ও জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে তিনি জড় চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চক্ষু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয় সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকট সময়ে যে সমস্ত ভগবদ্বীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিদ্বৎ প্রতীতি ব্যতীত বস্তু সাক্ষাৎকাররূপ ফল প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণতঃ অবিদ্বৎ প্রতীতিই লব্ধ হয়। অবিদ্বৎ প্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণ তত্ত্বকে অনিত্য তত্ত্ব বলিয়া অনেকেই জ্ঞানেন। কৃষ্ণ শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারাই নির্দ্বিগ্ধ অবস্থাকে সত্য ও সবিশেষ অবস্থাকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কৃষ্ণ তত্ত্ব বিশেষ থাকায় তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

পরমতত্ত্ব যে কি বস্তু তাহা নির্ণয় করা যুক্তির কার্য নয়। অপরিমেয় পদার্থে যুক্তি কি কার্য করিতে পারে? অতএব জীবের যে ভক্তি বৃত্তি আছে, তদ্বারাই পরমতত্ত্ব জ্ঞেয় ও আশ্বাদিত হইতে পারেন। যাহাকে বিমল প্রেম বলি, তাহাই অবস্থা বিশেষে ভক্তি নাম লাভ করে।

পরম-তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে সে সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটাই বিমল প্রেমের এক মাত্র অধিক উপযোগী ভাব। মুসলমানেরা যে আদম্ভ্য ভাব স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে বিমল প্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না। অতি প্রিয় বস্তু পাষণ্ডস্বরূপ ও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে

পারেন নাই। কেন না উপাস্য তত্ত্ব সথা গত হইয়াও ঐশ্বর্য্য বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। শ্রীষ্টিয়ানেরা যে গডের ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত তত্ত্ব। ব্রহ্মেরত কথাই নাই। নারায়ণ ও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমল প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয় স্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মধামে নিত্য বিরাজমান আছেন।

কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য বোধ হয় না। সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ফল ফুল কিসলয়ই তথাকার সম্পত্তি। গোধন সমুহই প্রজ্ঞা। রাখাল গণ সখা। গোপীগণ সঙ্গিনী। নবনীত ও দিগ্ভূষী খাদ্য দ্রব্য। সমস্ত কানন ও উপবন সকল কৃষ্ণ প্রেমময়। কাননদী কৃষ্ণ সেবায় অল্পরক্ত। সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ পরিচারিকা। যে বস্তুমান্নাক পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামেই এক মাত্র প্রেম ধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীন রূপে পরিজ্ঞেয় হন।

এই রূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম বিধিতে পারে? পরমতত্ত্ব পরম লীলাময়, শ্বেচ্ছাময় ও জীবের বিমল প্রেম লিপ্ত। তাবতঃ যে ঈশ্বর সে কি মনঃকণ্ঠের ন্যায় পূজার জন্য লালিগা করে, না পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়। নিজের ঐশ্বর্য্য সমুদায় মাধুর্য্য দ্বারা প্রকাশ করত পরম চমৎকার লীলারঙ্গের আধার স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্ৰাকৃত বুদ্ধাশ্রম রসের অধিকারী জীবগণের সহিত সমতা ও হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করেন।

বঁহার বিমল ও পূর্ণ প্রেমকে এক মাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার কৃষ্ণ ব্যতীত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া আর কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারেন? যদিও ভাষা ভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দ সকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেম-সাধকদিগের তত্ত্বলক্ষণ লক্ষিত নাম ও ধাম ও উপকরণ ও রূপ ও লীলা সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।

যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় না হয় সে পর্য্যন্ত সাধক অবশ্যই কর্তব্য-বুদ্ধি সহকারে গোপী ও মুখ্য রূপ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণভূখীলন করিতে থাকিবেন।

সাংক্ষেপ রূপে বিচার করিলে দেখা যায়, যে কৃষ্ণ প্রেম সাধনের দুইটা মাত্র

উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ । রাগ বিরল । রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না । যেকাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্তব্য । অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে অর্থাৎ বিধি-মার্গ ও রাগ-মার্গ । রাগ-মার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই । বাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান ও উচ্চ অধিকারী তাঁহারা ই কেবল এই মার্গে চলিতে সক্ষম । এতদ্বিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে ।

দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য, কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে । সে সকল বিধিকে নীতি বলা যায় । যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি অন্য প্রকারে স্বন্দর হইলেও মানব-জীবনের দার্থকতা সম্পাদন করিতে সক্ষম নয় । সে নীতি নিতান্ত বহিষ্কৃত নীতি । ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্মের ব্যবস্থা যুক্ত হইলে, সেই নীতিই মানব-জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয় । বিধি দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ ।

ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনই যখন জীবনের এক মাত্র তাৎপর্য্য তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্য্যকে অব্যবধান রূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্য বিধি । যে বিধি কিছু বাবধানের সহিত সেই তাৎপর্য্যকে লক্ষ্য করে, সে বিধি গৌণ । একটা উদাহরণ দিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে । প্রাতঃস্নান একটা বিধি । প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয় । মন স্থির হইলে ঈশ্বর উপাসনা করা যায় । এস্থলে জীবনের তাৎপর্য্য যে ঈশ্বর উপাসনা তাহা ব্যবধান শূন্য হইল না, যেহেতু স্নানের ব্যবধান শূন্য ফল শরীরের স্নিগ্ধতা । শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল যদি ঐ বিধির চরম ফল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে আর ঈশ্বর উপাসনারূপ ফল লাভ হয় না । ঈশ্বর উপাসনারূপ ফল এবং স্নান বিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায় ঐ সকল অন্যান্য ফল গুলি ব্যবধান স্বরূপ রহিল । যে স্থলে ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা ।

মুখ্য বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবৎ উপাসনা । বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই । হরিকীর্তন বা হরি কথা শ্রবণকে মুখ্য বিধি বলা যায় । যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবৎ উপাসনা । গৌণ বিধির আলোচনা সর্ব্বাঙ্গেই কর্তব্য । গৌণ বিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়

না, এবং শরীর স্বাস্থ্য নির্বাহ না হইলে জীবন থাকেনা । জীবন না থাকিলে হরি ভজন রূপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গোণ বিধির সংক্ষেপ মাহাত্ম্য এই যে, উহা নরজীবনের অলঙ্কার স্বরূপ সমস্ত বিদ্যা, শিল্প ও কারু-
কর্ম, তথা সভ্যতা, দক্ষতা, পারিপাট্য ও অধ্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক
ও সামাজিক নীতি সমূহকে জে/ডীভূত করিয়া নর-জীবনকে অকপট
রূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে । বস্তুতঃ মুখ্য বিধির
অমূল্য হইয়া স্বীয় অধিশ্রীর রূপায় সেই চরণামৃত দ্বারা নর-জীবনকে সাধন
ও ফলকালে পরমানন্দময় করিয়া থাকে ।

বন্য জীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর নৈতিক জীবন,
সেশ্বর নৈতিক জীবন, বৈধভক্ত জীবন ও প্রেমভক্ত জীবন, এবিধি নানা প্রকার
নর জীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর নৈতিকজীবন হইতে প্রকৃত নর জীব-
নের আরম্ভ স্বীকার করা যায় । সেশ্বর না হইলে নর জীবন (যত দূর
সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক
হউক না কেন) কখনই পশু জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না । প্রকৃত
নর জীবন সেশ্বর নৈতিক জীবনের বিধি নিষেধ লইয়া কার্য্য করে ; অতএব
এই গ্রন্থে সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে । সভ্যতা
জড় বিজ্ঞান সম্পত্তি ও নীতি, সেশ্বর নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে
পরিগণিত । এই সমস্ত অলঙ্কার সহিত সেশ্বর নৈতিক জীবন, ভক্ত-জীবনে
যে রূপ পর্য্যাবসিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে তাহা সমুদায় গ্রন্থ বিচার দ্বারা
লক্ষিত হইবে । জীবের জীবনই জৈবধর্ম্ম । মানব অবস্থায় জৈবধর্ম্মে মানব
ধর্ম্ম বলি । সেই ধর্ম্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ গোণ বা মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা রূপগত ।
গোণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম জড়, জড়ের গুণ ও সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান
আছে । মুখ্য বা স্বরূপ-গত ধর্ম্ম শুদ্ধ জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে । মুখ্য
ধর্ম্মই যথার্থ জৈব ধর্ম্ম । * গোণধর্ম্ম আর কিছুই নয় কেবল জড়গুণ বশতঃ, মুখ্য
ধর্ম্মের গুণীভূত অবস্থামাত্র, জড়গুণ দূর হইলে জৈবধর্ম্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্যধর্ম্ম
হয় । গোণধর্ম্মকে সোপাধিক ধর্ম্মও বলা যায় । উপাধি রহিত হইলে ইহাই
মুখ্যধর্ম্ম হইয়া পড়ে । গোণ বিধি ও গোণ নিষেধ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ, গোণ-
ধর্ম্মের অন্তর্গত । গোণধর্ম্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না কেবল জীবের গুণ-
মুক্ত অবস্থায় মুখ্য ধর্ম্মরূপে পরিণতি লাভ করিবে । জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্য ধর্ম্মের

অবতীর্ণত পরিণতি দ্বারা গৌণধর্মের জন্ম হইয়াছে । গৌণধর্মের যথাকৃত পরিণতি ক্রমে মুখ্যধর্ম পুনরার উদ্ভিত হয় ।

অতএব গৌণ বিধি নিষেধ বিচারপূর্বক মুখ্য বিধি নিষেধও অবশেষে কৈব-
ধর্মের সিদ্ধাবস্থা যে প্রেমভক্তি তাহা বিচারিত হইবে ।

এই বৃষ্টি মধ্যে প্রথমে ঈশ্বর নাম, পরে ভগবান শব্দ ও অবশেষে কৃষ্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পাঠকবর্গ একরূপ মনে না করেন, যে ঈশ্বর, ভগবান ও কৃষ্ণ পৃথক পৃথক তত্ত্ব । কৃষ্ণই এক মাত্র স্বরূপ তত্ত্ব ও জীবের বিমল উপাসনার বিষয় । কৃষ্ণই ভগবৎ তত্ত্বের পূর্ণ মাধুর্য্য প্রকাশ । যখন অন্যান্য তত্ত্ব বা পদার্থের সহিত সাংখ্যিক রূপে কৃষ্ণকে বিচার করা যায়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং ঈশ্বর নামটী ব্যবহার করা যায় । এই জন্যই এই বৃষ্টির প্রথমে পদার্থ ত্রয়ের সংখ্যা স্থলে কৃষ্ণ নামের পরিবর্তে ঈশ্বর নাম ব্যবহৃত হইয়াছে । ঈশ্বর ভাব আর কিছুই নয় কেবল স্বরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট পদা-
র্থের উপর যে স্বভাবসিদ্ধ ঈশিতা আছে, তাহার পরিচয় মাত্র । পদার্থ সংখ্যার স্থলে ঈশ্বর নামটীই সর্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ।

দ্বিতীয় যুক্তি ।

— ০০ —

গৌণ বিধি বিচার ।

প্রথম ধারা—গৌণ বিধির বিভাগ ।

গৌণ বিধি তিন প্রকার, জন-নিষ্ঠ-বিধি, সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি ।

জন-নিষ্ঠ-বিধি দুই প্রকার অর্থাৎ শরীর-নিষ্ঠ-বিধি ও মনো-নিষ্ঠ-বিধি । মানবের শরীর পুষ্ট হইয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে সে সকল ব্যবস্থার নাম শরীর-নিষ্ঠ-বিধি । মিতপান, মিতভোজন, মিত নিদ্রা, ব্যায়াম ইত্যাদি যত প্রকার বিধি আছে এবং পীড়া হইলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যে সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সমস্তই শরীর-নিষ্ঠ-বিধি । শরীর-নিষ্ঠ বিধি প্রতিপালন না করিলে মানব গণ সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন না । মনোনিষ্ঠ-বিধি অবলম্বন না করিলে মনের উপলব্ধি শক্তি, ধারণা শক্তি, কল্পনা ও বিভাবনা শক্তি ও বিচার শক্তি সম্যক পুষ্ট হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না । বিজ্ঞান শিল্প ইত্যাদির উন্নতি হয় না । মনের কুসংস্কার রূপ তমঃ নষ্ট হয় না । বিচার সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞানও লভ্য হয় না । জড় চিন্তা হইতে বুদ্ধিকে উদ্ধার করি পরমেশ্বর চিন্তায় নিবৃত্ত করা যায় না । অবশেষে পাপচিন্তা ও নিরীক্ষার ভাব সর্বদাই মনকে বশীভূত করিয়া মানবকে পশুর ন্যায় করিয়া রাখে । অতএব জন-নিষ্ঠ বিধি মানব জীবনকে সফল করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ।

মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমাজকে উন্নত ও পাপ শূন্য করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-নিষ্ঠ বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে । সমাজ-নিষ্ঠ বিধির মধ্যে বিবাহ বিধি একটী উৎকৃষ্ট বিধি । যদি বিবাহ বিধি না হইত তাহা হইলে, মানব-সমাজ এত উন্নত হইতে পারিত না । পশুদিগের ন্যায় মানব গণও বথাকৃতি ভ্রমণ করিত । কোন কোন দেশে প্রথমে বিবাহ বিধি ছিল না ।

সেই সকল দেশে অনেক সামাজিক উৎপাত হওয়ায়, পরে বিবাহ বিধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যথেষ্টাচার পরিত্যাগ পূর্বক এক জন পুরুষ একটা স্ত্রীকে সর্বজননের সম্মতি ক্রমে গ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রার ভিত্তি মূল পত্তন করেন। ইহার নাম বিবাহ। পুত্র কন্যা হইলে তাহাদিগকে পালনকরত শিক্ষাদানপূর্বক জীবন যাত্রার উপায় করিয়া দেন। সংসারে বর্তমান মানববৃন্দ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ভাব সংস্থাপন, পরের কষ্ট নিবারণ, ন্যায়মতে ঋণসংগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, সর্বদা সভ্যতার পালন, মিথ্যার দমন ইত্যাদি কার্য দ্বারা সংসারের উন্নতি বিধি সংস্থাপন করেন। সমাজ-নিষ্ঠ প্রবৃত্তি মানবজাতির প্রধান ধর্ম। সর্ব দেশে ও সর্ব কালেই মানব জাতির মধ্যে ঐ ধর্মের কার্য দেখা যায়। যে দেশে মানবগণের যত দূর সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার সমৃদ্ধি, সে দেশে সমাজ-নিষ্ঠ বিধি তত দূর পরিপাক ও বদ্ধমূল। সর্ব জাতির মধ্যে আৰ্য্য জাতির সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতা অধিক ইহা সর্ববাদী সম্মত। আৰ্য্য জাতির যত শাখা প্রশাখা হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতবাসী আৰ্য্য শাখার যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি অধিকতর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই আৰ্য্য শাখা আজকাল বুদ্ধা-বস্থা বশতঃ বলহীন হইয়া অন্য জাতির অধীন হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের ক্রটি হইবে না। যদি কোন অস্বাভাবিক লোক তাঁহাদের উন্নতি ও সভ্যতার বিষয় প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই যে ভারতীয় আৰ্য্য শাখা বাস্তবিক লঘু হইবে এমত নয়। সমাজ-নিষ্ঠ বিধি ভারতীয় আৰ্য্য শাখার হস্তে যে কত উন্নতি-সাধন করিয়াছে, তাহা বৈদিক ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। যথার্থ বলিতে গেলে ঋষি দিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল ইহা সমস্ত মহাদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচার ক্রমে সমাজ-নিষ্ঠ বিধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা বর্ণবিধি ও আশ্রম বিধি। সমাজ-নিষ্ঠ মানবের দুইপ্রকার অবস্থা অর্থাৎ স্বভাব ও অবস্থান। জননিষ্ঠ ধর্ম হইতে স্বভাব ও সমাজ নিষ্ঠ ধর্ম হইতে অবস্থান। সামাজিক হইলেই মানবের জননিষ্ঠ ধর্ম লোপ হয় না বরং সমাজ সম্বন্ধ ক্রমে তাহা পুষ্ট হয়। মানবের স্বভাব ক্রমে বর্ণবিধি ও অবস্থান ক্রমে আশ্রম বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ অল্পশীলনক্রমে উন্নত হইয়া একটা স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তিই সেই মানবের স্বভাব। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম

স্বভাব, ক্ষত্র স্বভাব, বৈশ্য স্বভাব ও শূদ্র স্বভাব । মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমেই উক্ত চারিটি স্বভাব উদ্ভিত হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমে অন্ত্যজ স্বভাব হইয়া উঠে । অন্ত্যজ স্বভাবের স্বভাবভাগ ব্যতীত অন্যবিধি নাই । জন্ম হইতে প্রবল প্রবৃত্তির উদয় কাল পর্য্যন্ত সংসর্গ ও অহুশীলন অনুসারেই প্রবল প্রবৃত্তির বীজ অঙ্কুর ও তরু উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইতে থাকে । পূর্ব্ব কৰ্ম্মানুসারে স্বভাবের উৎপত্তি বলিয়া শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন । যে বংশে যাহার জন্ম হয় সেই বংশীয় স্বভাব শৈশব কাল হইতে তাহার সংসর্গজ-গুণ স্বরূপ হইয়া উঠিবে, পরে বিদ্যাচর্চ্চা ও অপর সংসর্গ ক্রমে তাহার কিছু উন্নতি বা অবনতি হইবে ইহাই নৈসর্গিক । শূদ্র স্বভাব নরের শূদ্র স্বভাব সন্তান, ব্রহ্ম স্বভাব মানবের ব্রহ্ম স্বভাব সন্তান উৎপন্ন হওয়াই আবশ্যিক । কিন্তু সর্বত্র হইবেক, এরূপ বিধি নয় । অতএব শাস্ত্রকারেরা স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক বর্ণবিধান করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সংস্কার বিধি কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । সেই বর্ণনির্ণায়ক সংস্কারবিধি আপাততঃ লুপ্ত হওয়ায় দেশের অবনতি হইয়াছে । বর্ণবিধি যে স্বার্থ সামাজিকধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই । বিজ্ঞান মতে অবস্থান চারি প্রকার । ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস । যাহারা বিবাহ না করিয়া বিদ্যোপার্জন ও দেশভ্রমণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী । যাহারা বিবাহ করিয়া সংসারে অবস্থিত তাঁহারা গৃহস্থ । যাহারা অধিক বয়স্ক হইলে কার্য্য হইতে বিরত হন এবং নির্জনে বাস করেন তাঁহারা বানপ্রস্থ । যাহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করেন তাঁহারা সন্ন্যাসী । বর্ণ সকলের এবং আশ্রম সকলের সম্বন্ধ বিচার করিয়া যে ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম । এই ধর্ম্মই ভারতীয় আৰ্য্য শাখার সামাজিক বিধি । যে দেশে এই বিধির অভাব সে দেশ উন্নত দেশ তাহা বলা যাইতে পারে না । সংক্ষেপতঃ এ স্থলে এ বিষয়ের প্রস্তাব করা গেল, অধিকার নিষ্ঠারূপ পুণ্য কৰ্ম্ম বিচারে ইহার বিশেষ বিচার করা যাইবে ।

দ্বিতীয় ধারা—পুণ্যকৰ্ম্ম ।

পরলোক নির্ভবিধি ক্রমে মানবের কৰ্ম্মানুসারে পারলৌকিক ফলের বিচার করা যায় । এই সমাজে অবস্থিত হইয়া যিনি সৎকৰ্ম্ম করেন তিনি মরণান্তে স্বর্গলাভ করিবেন । যিনি অসৎকৰ্ম্ম করিবেন তিনি নরকভোগ করিবেন । সৎকৰ্ম্মের নাম

পুণ্য, অসৎ কর্মের নাম পাপ । পুণ্য সকলের বিধি সকল এবং পাপ নিবারণের নিয়ম সকল একত্রিত হইলেই পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি বলিয়া সঙ্গীত হয় ।

আমরা যখন পুণ্য ও পাপ সকলের সংক্ষেপ বিবৃতি ও বিচার করিব । তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক রূপে বিভাগ করা অতিশয় কষ্ট-সাধ্য । কোন কোন ধর্ম পাপ পুণ্যকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক রূপে বিভাগ করিয়াছেন । কেহ কেহ উহাদিগকে কার্যিক, ঐচ্ছিক ও অন্তঃকরণিক রূপে বিভাগ করিয়াছেন । কেহ বা কার্যিক, ঐচ্ছিক ও অন্তঃকরণিক রূপে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন । ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি যে ঐ সকল বিভাগ সর্বদা স্মরণীয় হয় নাই । আমরা পুণ্য সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করি, যথা স্বরূপগত-পুণ্য ও সম্বন্ধ-গত পুণ্য । ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, মৈত্রী, আর্জব ও প্রীতি ইহারা স্বরূপ-গত-পুণ্য । ইহাদিগকে এই জন্য স্বরূপ-গত-পুণ্য বলি যেন ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্বকালে তাহার অলঙ্কার স্বরূপ থাকে । বন্ধাবস্থায় কিয়ৎ পরিমাণে স্থূল হইয়া পুণ্য নাম প্রাপ্ত হয়, এই মাত্র । আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধ-গত, যেহেতু তাহার জীবের জড় সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজনতা নাই । পাপ কখনই জীবের স্বরূপ-গত-পুণ্য নয় । বন্ধাবস্থায় জীবকে আশ্রয় করে । স্বরূপগত-পুণ্য-বিরোধী-রূপ যে সকল পাপ তাহাদিগকে স্বরূপ বিরোধী-পাপ বলা যায় । ধ্বংস, অন্যায়, মিথ্যা, চিত্তবিভ্রম, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা, লাম্পট্য এই কএকটি স্বরূপ-বিরোধীপাপ । আর সমস্ত পাপ জীবের সাংস্কৃতিক পুণ্য-বিরোধী । আমরা নিতান্ত সংক্ষেপে পাপ পুণ্যের বিচার করিব বলিয়া তাহাদিগকে স্বরূপ সম্বন্ধ বিভাগ পূর্বক দেখাইলাম না । কেবল তাহাদের সংখ্যা করিয়া স্বল্প বিচার লিখিলাম । যে সম্বন্ধে দেওয়া গেল, যৎকিঞ্চিৎ পরিগ্রহ করিয়া পাঠক মহাশয় অনায়াসে উপযুক্ত বিভাগ করিয়া লইবেন ।

প্রধান প্রধান পুণ্য কর্ম দশবিধ যথা :—

- | | |
|------------------|-----------------|
| ১। পরোপকার । | ৬। মহোৎসব । |
| ২। গুরুজন সেবা । | ৭। ব্রত । |
| ৩। দান । | ৮। পশু পালন । |
| ৪। আতিথ্য । | ৯। জগদ্ধৃষ্টি । |
| ৫। পাবিত্র্য । | ১০। ন্যায়চরণ । |

পরোপকার দুই প্রকার যথা :—

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ১। পরের কষ্ট নিবারণ । | ২। পরের উন্নতিসাধন । |
|-----------------------|----------------------|

আত্মীয় পর বিবেচনা না করিয়া সৰ্বলোকের উপকার করিতে যথা সাধ্য প্রবৃত্ত হইবে। জগতে যত প্রকার কষ্ট আছে, সেই সমুদায় কষ্ট যেমত নিজের হয় তদ্রূপ অপরেরও হইয়া থাকে। নিজের যখন কষ্ট হয়, তখন মনে হয় যে পরে যত্ন করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করুক। অতএব নিজের-ন্যায় পরের কষ্ট নিবৃত্তির যত্ন পাওয়া উচিত। স্বার্থপরতা যদিও তৎকার্য্যে ব্যাঘাত করে, তথাপি তাহাকে যতদূর পারা যায় স্থগিত করিয়া পরের কষ্ট নিবারণে যত্নবান হওয়া আবশ্যিক। পরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সৰ্ব প্রকার কষ্ট নিবৃত্তি করিতে যত্ন করিবে। পীড়া, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরিক কষ্ট। হুচিন্তা শোক ও ভয় প্রভৃতি মানসিক কষ্ট। সংসার পালনে অক্ষমতা, কন্যা পুত্রের বিদ্যাভ্যাগ ও বিবাহ দিতে না পারা, মৃতব্যক্তির সৎকার জন্য লোকাভাব এই সকল সামাজিক কষ্ট। সংশয়, নাস্তিকতা ও পাপ স্মৃতি এই সকল আধ্যাত্মিক কষ্ট। যেমত পরের কষ্ট নিবারণের যত্ন করা উচিত, তদ্রূপ পরের উন্নতি সাধনেও যত্ন করিবে। যথাসাধ্য অর্থ দ্বারা, দৈনিক সাহায্য দ্বারা, উপদেশ দ্বারা এবং অপর আত্মীয়ের সাহায্যের দ্বারা অপরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা কর্তব্য।

গুরুজন সেবা তিন প্রকার যথা:—

- ১। পিতামাতার পালন ও সেবা।
- ২। উপদেষ্টাদিগের পালন ও সেবা।
- ৩। সৰ্ব গুরুজন সম্মাননা ও সেবা।

পিতামাতার আজ্ঞাপালন ও তাঁহাদিগকে যথা সাধ্য সেবা করা সকলেরই প্রধান কর্তব্য। নিরাশ্রিত, অক্ষম ও শৈশবকালে বাঁহারা প্রাণপাত রক্ষা ও পালন করিয়াছেন তাঁহাদের সেবা করিতে নিজে সক্ষম হইলে সৰ্বতোভাবে তাহা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বালক কাল হইতে বাঁহারা বিদ্যা ও সত্বপদেশ প্রদান করেন তাঁহাদিগকে পালন ও সেবা করা উচিত। বাঁহারা পরমার্থ মন্ত্র ও জ্ঞান উপদেশ করেন তাঁহারা সমস্ত উপদেষ্টা অপেক্ষা অধিক বরদীয় ও সুব্য। সম্পর্কে বাঁহারা বড় এবং বয়সে ও জ্ঞানে বাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও গুরুজন, তাঁহাদিগকে সম্মাননা ও আবশ্যিক মতে সেবা করিবে। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে এরূপ নয়, কিন্তু রূঢ়বাদ্য ও অপমান হুচক ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট

বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয় পূর্ণ বিচার দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়চরণের
অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে ।

অর্থ ও দ্রব্য, যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান । যাহা অপাত্রে দেওয়া
যায় তাহা নিরর্থক অপকর্যিত হয় । তাহা পাপ মধ্যে পরিগণিত ।

দান দ্বাদশ প্রকার যথা :—

- ১। কুপ তড়াগাদি দ্বারা জল দান ।
- ২। উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষ রোপণ দ্বারা ছায়া ও বায়ু দান ।
- ৩। উপযুক্ত স্থলে প্রদীপ দান ।
- ৪। ঔষধদান ।
- ৫। বিদ্যাদান ।
- ৬। অন্নদান ।
- ৭। পছাদান ।
- ৮। ঘাটদান ।
- ৯। গৃহদান ।
- ১০। দ্রব্যদান ।
- ১১। সুখাদ্যের অগ্রভাগ দান ।
- ১২। কন্যাদান ।

পিপাসু ব্যক্তিকে জল দান উচিত । পিপাসু ব্যক্তি গৃহাগত হইলে
স্বশীতল জল দান করিবে । সাধারণের জল পান জন্য কুপ, তড়াগ, পুষ্করিণী
প্রভৃতি খনন করিয়া দেওয়া পুণ্য কার্য্য । উপযুক্ত স্থান দেখিয়া ঐ সকল
ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া করিবে । যে স্থানে জলের বিশেষ আবশ্যক সেই স্থলে কূপাদি
খনন করাইবে । তীর্থাদি স্থলে অনেক লোকের জলের প্রয়োজন, সেখানে
উপযুক্ত নদ্যাди না থাকিলে কূপাদি খনন করা কর্তব্য । পছার উভয় ভাগে,
নদীতীরে, বিশ্রামস্থলে অশ্বখাদি বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিবে । স্বগৃহে ও
পবিত্রস্থানে তুলস্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিবে । তাহাতে শারীরিক ও আধ্যা-
ত্মিক উপকার আছে । ঘাটে, পথে ও সঙ্কটস্থলে পথিকগণের উপকারার্থে
প্রদীপ দান করিবে । বায়ু দ্বারা নির্ঝাপিত না হয় এক্ষণ কাচাবরণ
মধ্যে উক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার হইবে । যে
সময় চন্দ্র না থাকে বা মেঘ হয়, সেই সময় রাজে আলোক দেওয়ার
বিধি । যিনি যত আলোক দিতে সক্ষম হইবেন, তিনি তত পুণ্য সঞ্চয়

করিবেন। আকাশ প্রদীপ দেওয়া কেবল কার্তিক মাসেই বিধি এরূপ নয়। কার্তিক হইতে দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। আকাশ প্রদীপ অধিক উচ্চ হইলে শোভা বই অন্য উপকার হয় না। ঔষধ দান দুই প্রকার অর্থাৎ রোগীদিগকে তাহাদের বাটীতে গিয়া বা তাহাদিগকে বাটীতে আনিয়া ঔষধ দান এবং কোন একটা নির্দিষ্ট ঔষধালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় ঔষধ দান। যাহার বাহা অকৃ-
 • জ্জিমরূপে সাধ্য তিনি তাহাই করিবেন। কোন ছাত্রকে বাটীতে নিজের ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা সাধারণের বিদ্যালয়ে তাহাকে ব্যয় দিয়া রাখা যাইতে পারে। বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাদান করা একটা প্রধান কর্তব্য কর্ম। অন্নদান দুই প্রকার, নিজ বাটীতে অন্নদান এবং সত্রে সাধারণকে অন্নদান। অগম্য স্থলে বা কষ্টগম্য স্থলে পত্না প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে পত্নাদান বলে। প্রস্তুতময় বা ইষ্টকময় পত্না যেরূপ স্থায়ী, তদ্রূপ অধিক পুণ্যজনক। নদীতে বা পুষ্করিণীতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে ঘাট দান বলে। মাটের উপর বিশ্রাম স্থান, উদ্যান, চাঁদনি ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে অধিক পুণ্য হয়। যাহারা অর্থাভাবে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গৃহদান করা পুণ্যজনক কর্ম। আবশ্যক মত কোন দ্রব্য বা অর্থ যোগ্য পাত্রকে দিলে দ্রব্যদান হয়। স্মৃতিদের অগ্রভাগ অনেকে দান করিয়া নিজে গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত পাত্রকে সালকারা কন্যা দান করার নাম কন্যাদান।

আতিথ্য দুই প্রকার যথা :-

১। জন অতি।

২। সমাজ অতি।

গৃহস্থ ব্যক্তি, অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহার যথাসাধ্য সেবা করা করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবে না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে, গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিন দ্বার ডাকিবে। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবে। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্তমান কালে তত বেলা পর্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি আহার করেন, তাহার পূর্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্তব্য-নাশন হয়। অভুক্তলোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়া যোগে সামাজিক আতিথ্য কর্তব্য।

পাবিত্র্য-চারি প্রকার যথা :—

১। শৌচ ।

২। পহ্লা, ঘাট, গোগৃহ, বিপনি, স্বগৃহ ও দেবতা মন্দিরাদি মার্জন ।

৩। বন পরিষ্কার ।

৪। তীর্থযাত্রা ।

শৌচ-দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ । চিত্ত শুদ্ধির নাম অন্তঃশৌচ । নিষ্পাপ ক্রিয়া ও পুণ্য ক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় । নিষ্পাপ, লম্বুপাক ও পরিমিত আহার ও পান ইহারাও চিত্তশুদ্ধির হেতু । মাদকসেবী ও অন্যান্য পাপকারী ব্যক্তিদিগের স্পর্শিত দ্রব্য ভোজন ও পানে চিত্তের অশুদ্ধতা উৎপত্তি করে । চিত্তশুদ্ধির যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান । পাপ-চিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা । তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি কর্ম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপকর্ম চিত্তকে পরিত্যাগ করে । পাপের মূল যে পাপ বাসনা তাহা যায় না । অহুতাপরূপ জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপ বাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বর বৈমুখ্য তাহা কেবল হরিস্মৃতি দ্বারা দূরীভূত হয় । প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের বিচারে অনেক, তাহা এছান্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে । তীর্থজল-স্নান ও গঙ্গাস্নানাদি পুণ্য স্নান ও দেব দর্শন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় । নিজের শরীর, বস্ত্র ও গৃহেত্যাদিকে পরিষ্কার ও মলশূন্য রাখার নাম বহিঃশৌচ । স্বচ্ছজলে স্নান, নির্মল বসন পরিধান ও দৈনিক দ্রব্য ভোজন ও পান ইত্যাদি কার্য দ্বারা শৌচ সম্পাদিত হয় । মল মূত্র প্রভৃতি কদর্য দ্রব্য শরীরে স্পৃষ্ট হইলে জল দ্বারা তদঙ্গ ধৌত রাখা উচিত । পহ্লা, ঘাট, গোগৃহ, বিপনি, স্বগৃহ, দেবতামন্দিরাদি মার্জন দ্বারা পাবিত্র্য অর্জুন করা উচিত । নিজের বাটী, ঘাট, পহ্লা, গোগৃহ, মন্দির ও চত্বর পরিষ্কার রাখা সর্ব ব্যক্তির কর্তব্য কর্ম । তদ্ব্যতীত যে সকল সাধারণ পহ্লা, ঘাট, বিপনি, দেবমন্দির ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে থাকে, তাহাও পরিষ্কার করা সকলেরই কর্তব্য । গ্রাম বিপুল হইলে গ্রামস্থলোক সমূহ মিলিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক অথবা সম্রাট সাহায্যে অর্থসংগ্রহকরত ঐ সমস্ত সাধারণ কার্য সম্পন্ন করা সমস্ত গ্রামবাসীর পক্ষে পুণ্যজনক কার্য । নিজ নিজ বাটীতে যে সকল বন থাকে, তাহা নিজের পরিষ্কার রাখা উচিত । সাধারণ ভূমিতে যে বন থাকে, তাহা পূর্ব উপায় দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য । তীর্থযাত্রা দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন । সাধুসঙ্গই যদিও তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকেই আপনার চিত্তে আপনাকে পবিত্র মনে করেন, যেহেতু তদ্বারা পূর্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয় ।

ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্বক ঈশ্বর চিন্তা করাই শ্রেয়রূপে নির্দিষ্ট । আবশ্যিক স্থলে সেই সেই অবস্থা অবলম্বন করাতে পুণ্য হয় । উপনয়ন, চূড়াকরণ, বিবাহ ইত্যাদি ব্রত সমূহ সামাজিক । বর্ণ বিচারে অধিকার ক্রমে কোন বর্ণের প্রতি কোন ব্রতের ব্যবস্থা ও সাধারণ মানবগণের পক্ষে কোন কোন ব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে । বিবাহ সর্ব বর্ণের ব্যবস্থা । এক জন পুরুষ একটা সর্বা কন্যাকে বিবাহ করিবে । এক পত্নী ব্রতই কর্তব্য । এক পত্নী সঙ্গে অন্য বিবাহ কেবল কাম্য । তাহা নীচ প্রকৃতি ব্যক্তিরই কার্য্য । সম্ভান না হইলে বিশেষ বিশেষ স্থলে এক পত্নী সঙ্গে অন্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে । মহাভারতে যে মাস ব্রতের উল্লেখ আছে তাহা এবং তদনুরূপ যে সকল পরমার্থ সাধক ব্রত, সেই সমুদায় ব্রতই পারমার্থিক ব্রত । চব্বিশটা একাদশী ও জম্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টা জয়ন্তী ব্রতই মাস ব্রত । কেবল পরমার্থ চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য । ভক্তি কিংবদন্তিতে তাহার বিচার হইবে ।

পশুপালন একটা পুণ্য কার্য্য । তাহা দ্বিবিধ যথা :—

১ । পশুদিগের উন্নতিসাধন ।

২ । পশুপোষণ ও রক্ষা ।

সকল প্রকার আবশ্যকীয় পশুদিগের উন্নতিসাধন করা কর্তব্য । পশুদিগের সাহায্য ব্যতীত সংসারের কার্য্য উত্তমরূপে চলেনা, অতএব পশুদিগের আকৃতি, বল ও প্রকৃতির উন্নতি করিবার জন্য যত্ন পাওয়া উচিত । কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিলে এবং তাহাদের উপযুক্ত স্ত্রী পুরুষ সংযোগ দ্বারা জাতি পুষ্ট করিলে তাহাদের উন্নতি হয় । সকল পশু অপেক্ষা গোজাতির উন্নতিসাধন করা নিতান্ত কর্তব্য । তাহাদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য ও দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণ কার্য্য উত্তমরূপ চলিতে পারে । বলবান ও শূন্যর যশু দ্বারা গাভীদিগের সন্তান উৎপত্তি করান উচিত । এই অভিপ্রায়েই মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বালবশুদিগকে কৰ্ম্ম হইতে মুক্তি দেওয়া যায় । মুক্ত যশুরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত বৃহদাকার ও বলবান হয়, এবং বলবান গোজাতির জনক হইবার যোগ্য হইয়া উঠে । পশুরা যেক্রপ সংসারের উপকার করে তক্রপ তাহাদিগকে আহাৰ ও গৃহ দিয়া পোষণ ও রক্ষা করা উচিত । গোপোষণ ও গোরক্ষা কার্য্যটা ভারতবর্ষে একটা বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে ।

অগ্ৰহ্ৰী কার্য চারি প্রকার যথা :—

- ১। বৈধ বিবাহ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করণ।
- ২। উৎপন্ন সন্তানদিগকে পালন ও রক্ষা করণ।
- ৩। সন্তানদিগকে সংসার যোগা করণ।
- ৪। সন্তানদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দান।

উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া শরীর ও চিত্তের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুসারে পরস্পর সৌহার্দ্যের সহিত সংসার নির্বাহ করিতে থাকিবে। তাহাতে ঈশ্বর ইচ্ছায় পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন সন্তানদিগকে যত্ন সহকারে পালন ও রক্ষা করিবে। ক্রমশঃ তাহাদিগকে বিদ্যা ও অন্যান্য কার্য শিক্ষা দিবে। তাহাদের বয়ঃবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে অর্থার্জনের উপায় শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত বয়স হইলে, তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিবার যত্ন পাইবে। সন্তানদিগকে যথা বয়সে শারীরিক বিধি, ধর্মনীতি ও পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দিবে।

ন্যায়াচরণ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটির উল্লেখ করিতেছি।

- | | |
|--------------|------------------------|
| ১। ক্ষমা। | ৮। বৈরাগ্য। |
| ২। কৃতজ্ঞতা। | ৯। সংশাস্ত্র সম্মাননা। |
| ৩। সত্য কথন। | ১০। তীর্থে ভ্রমণ। |
| ৪। আর্জব। | ১১। সন্ধিচার। |
| ৫। অস্তেয়। | ১২। শিষ্টাচার। |
| ৬। অপরিগ্রহ। | ১৩। ইজ্যা। |
| ৭। দয়া। | ১৪। অধিকার নির্ণয়। |

কেহ অপরাধ করিলে তাহার প্রতি দণ্ড দিবার বাসনা তাগের ক্ষমা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় নহে, কিন্তু ক্ষমা করা তাহা অপেক্ষা উচ্চ ন্যায়। প্রজ্ঞাদ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের শত্রুগণকে ক্ষমা করিয়া জগতের আদর্শ স্বরূপ পুঞ্জিত হইতেছেন।

কেহ উপকার করিলে তাহা সর্বদা স্মৃতি করার নাম কৃতজ্ঞতা। আর্ঘ্যগণ এতদূর কৃতজ্ঞ, যে পিতা মাতার জীবদ্দশায় যতদূর পারেন, তাঁহাদিগকে সেবা করেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ গ্রহণ রূপ কষ্ট স্মৃতি, শয়ন ভোজনের স্নেহভ্যাগ এবং দান ভোজন সহকারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ কার্য করেন। পুনরায় বর্ষে বর্ষে কালে কালে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ

করেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা পুণ্য কর্ম। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই বলার নাম সত্য কথন। সত্যবাক্য পুরুষেরা পুণ্যবান ও জগতে পূজিত হন। সরলতার নাম আর্জব। মানব জীবন যত সরল হয় ততই পুণ্যবান হইবে। অপরের দ্রব্য অন্যায় রূপে গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। যতক্ষণ পরিশ্রম দ্বারা কোন দ্রব্য অর্জিত না হয় ততক্ষণ সে দ্রব্যে কাহার অধিকার নাই। অন্ধ, পলু প্রভৃতি অক্ষম লোকেরাই ভিক্ষার অধিকারী। যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহাদের ন্যায্য পরিশ্রম দ্বারা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই রূপ লোকের ভিক্ষা করা পরিগ্রহ। তাহা না করার নাম অপরিগ্রহ।

সর্ব জীবে দয়া করা উচিত। ঐচ্ছিক্য বোধে যে দয়া তাহাই বৈধ দয়া। রাগতবে যে দয়া বৃত্তি তাহা অন্যত্র বিচারিত হইবে। কেবল মনুষ্যগণকে দয়া করিব এবং পশুগণকে নির্দয়তার সহিত ব্যবহার করিব এরূপ সিদ্ধান্ত অন্যায়। যাহার ক্রোধ হয়, তাহার ক্রোধ না হইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা উচিত।

শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি দ্বারা বিষয় রাগ দূর হইলে বৈরাগ্য হয়। কুবাসনা দমনের নাম শম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দমনের নাম দম। কষ্ট সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা। সামান্য বিষয় পিপাসা পরিত্যাগের নাম উপরতি। বৈরাগ্য একটি পুণ্য কার্য। বৈরাগ্য থাকিলে প্রায় পাপ উপস্থিত হয়না। বৈধ মতে বৈরাগ্য ধর্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়। রাগ মার্গে বৈরাগ্য সহজে অবলম্বিত হইয়া পড়ে। তাহা স্থানান্তরে বিবেচিত হইবে। বৈরাগ্য অভ্যাস করা পুণ্য কর্ম। চাতুর্য্যাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রতপালন করিতে করিতে বৈরাগ্য অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন ভোজনাদি সম্বন্ধে স্মৃতিভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করতঃ শেষে সমস্ত স্মৃতিভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবন ধারণ মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয় তখন বৈরাগ্য অভ্যাস্ত হয়। বৈরাগ্য অভ্যাস্ত হইলে সম্মাস রূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে।

সচ্ছাত্তের সম্মান করা সর্বলোকের কর্তব্য। সদস্য বিচারিত হইয়া লিপি বদ্ধ হইলে তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়। যে সকল ব্যক্তি স্মরণোত্তম লাভ করতঃ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারা সচ্ছাত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা যোগ্য হয় নাই অথচ বিধি নিষেধের ব্যবস্থা ও পরমার্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, তাহারা অসৎ পরামর্শ দিয়া অসচ্ছাত্ত প্রকাশ

করিয়াছে। যে শাস্ত্রে অযুক্ত ও ন্যায্যক মত দেখা যায় সে শাস্ত্র অসৎ তর্ক জনিত। তাহার সম্মান করা উচিত নয়। এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয়। তদ্রূপ অসচ্ছাদ প্রাণেতাগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোক সকল কুমার্গ-গত এবং শোচনীয়। সচ্ছাদ বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। সেই সকল শাস্ত্র স্মরণ আলোচনা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া পুণ্য কর্ম। তীর্থভ্রমণ করিলে অনেক বিষয় জ্ঞান যায় ও অনেক কুসংস্কার দূর হয়।

সদিচার বা বিবেক সর্বদা আলোচনীয়। জগৎ কি, আমি কে, কেবা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্তব্য কি ও তাহা করিয়া আমার কি হইবে এরূপ বিবেক যাহার নাই সে মলুষ্য মধ্যেই পরিগণিত নয়। পশু ও মানবের ভেদ এই মাত্র যে পশুর সদিচার শূন্য, মানবগণ ঐ বিচারে সক্ষম। আত্ম বোধই সদিচারের ফল।

শিষ্টাচার পুণ্যজনক। পূর্ব পূর্ব সাধুলোকেরা যে সকল আচার পালন করিয়াছেন ও পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলই শিষ্টাচার। কালে কালে শিষ্টাচার পরিবর্তিত হয়, যথা সত্য স্বেচ্ছা। ছাপরে যে গোবধাদি কার্য্য শিষ্টদিগের আচরিত যজ্ঞ বিশেষে পরিলক্ষিত হইত তাহা কলিকালে রহিত হইয়াছে। সন্ধিচার দ্বারা পূর্বকৃত বিবিধ সকল পরীক্ষিত হইয়া শিষ্টাচার রূপে গৃহীত হওয়া কর্তব্য।

পাত্র বিচার ক্রমে লোকের সম্মান করা একটা প্রধান শিষ্টাচার। ইহাকে মর্যাদা বলা যায়। মর্যাদা ভঙ্গ হইলে মহদতিক্রম দোষ জন্মে। নিয়মিত ক্রম অনুসারে মর্যাদা করা কর্তব্য। যথা, সামান্যতঃ সকলেই নর নারীকে মর্যাদা করিবেন। তদপেক্ষা পদপ্রাপ্ত নরগণকে অধিক মর্যাদা করিবেন। এই রূপ ক্রমশঃ মর্যাদা বৃদ্ধি করত ভক্তগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা করিবেন। এই বিধি ক্রমে ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের মর্যাদা সর্বত্র লক্ষিত হয় :—

১। নর নারীর মর্যাদা।

২। সভ্যতার মর্যাদা।

৩। পদ মর্যাদা। ইহার অন্তর্গত রাজমর্যাদা।

৪। বিদ্যা মর্যাদা।

৫। সদ্গুণ মর্যাদা।

৬। বর্ণ মর্যাদা। ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ মর্যাদা।

৭। আশ্রম মর্যাদা । ইহার অন্তর্গত সন্ন্যাসী মর্যাদা ।

৮। ভক্তি মর্যাদা । ইহার অন্তর্গত বৈষ্ণব মর্যাদা ।

পদ মর্যাদা হইতে রাজার সম্মান, বিদ্যা মর্যাদা হইতে পণ্ডিতদিগের সম্মান, বর্ণ মর্যাদা হইতে ব্রাহ্মণ সম্মান, আশ্রম মর্যাদা হইতে সন্ন্যাসীর সম্মান, এবং ভক্তি মর্যাদা হইতে ষষ্ঠার্থ ভক্তব্যক্তির সম্মান একরূপ জানিতে হইবে ।

ঈশ্বর পূজার নাম ইজ্যা । ইহা সকলের পক্ষেই পুণ্য জনক কৰ্ম্ম । সমস্ত বিধির মধ্যে ইজ্যাই প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে । অধিকার ভেদে ইজ্যার আকার ভেদ আছে ।

তৃতীয় ধারা—কৰ্ম্মাধিকার ও বর্ণ বিচার ।

অধিকার নির্ণয় একটা প্রধান ন্যায়াচরণ । যোগ্যতার নাম অধিকার । যোগ্যতা হই প্রকার অর্থাৎ যেক্ষণে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কৰ্ম্ম তাহার যোগ্যতা । সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্য কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য নয় । কোন ব্যক্তি কোন পুণ্য কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কৰ্ম্ম পূর্ণরূপে করিতে যোগ্য নয় । অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কৰ্ম্ম করেন তবে সেই কৰ্ম্ম ফলবান হইবে কি না তাহা বলা যায়না । তজ্জন্য অধিকার নির্ণয় সৰ্ব্বাঙ্গে কর্তব্য । কৰ্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে । উপদিষ্ট কৰ্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য্য । এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত বরণ করেন । আজ কাল যে রূপ ও পুরোহিত বরণ হইতেছে তাহা শাস্ত্রকৃষ্টিগের অতিশ্রোত নয় । নাম মাত্র গুরু ও নাম মাত্র পুরোহিত বরণ করা পুস্তলিকা বরণের ন্যায় নিরর্থক । গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করাই উচিত । নিজ গ্রামে না मिलিলে অন্যত্র অনুেষণ করা কর্তব্য ; কৰ্ম্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া কর্তব্য, নতুবা সহসা বোধ গম্য হইবেনা । পুষ্করিণী খনন একটা পুণ্য কৰ্ম্ম । যদি নিজ হস্তে খনন করে তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐকৰ্ম্মে যোগ্যতা হয় । যদি অর্থব্যয় করিয়া খনন করে তবে অর্থ থাকি চাই । যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে সেই পরিমাণই সেই কৰ্ম্মের অধিকার । অনধিকারীর কোন ফল হয় না

এবং কন্ম করিতে গেলে প্রত্যায় হয়। বিবাহ কার্যে শরীরের যোগ্যতা সংসার নির্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী মানস সংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতাকে উৎপন্ন করে। এইরূপ যে কার্য করিতে ইচ্ছা হইবে তাহার অধিকার অধে নির্ণয় করা উচিত। অধিকার দুই প্রকার অর্থাৎ স্বভাব-গত-অধিকার এবং অবস্থা-গত-অধিকার। মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষা কাল, কার্য কাল ও বিশ্রাম কাল। যে কাল পর্যন্ত মানবগণ বিদ্যোপার্জন করে সে পর্যন্ত তাহাদের শিক্ষা কাল। ঐ কালে গ্রন্থালোচনা, সঙ্গ ও অপরের কৰ্মাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করত যে প্রবৃত্তি বাহার প্রবল হইয়া পড়ে সেই প্রবৃত্তিকে ঐ ব্যক্তির স্বভাব বলে। যে বংশে জন্ম হয় সেই বংশানুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনা ক্রমে বংশীয় স্বভাব উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্ন প্রকার ঘটনা থাকে তাহাতে বংশ ব্যতিক্রম স্বভাবও অনেক স্থলে লক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে শিক্ষা কাল সমাপ্ত হইলে কার্য কালের প্রাক্কালে যে ব্যক্তির যে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহাই তাহার স্বভাব। বিজ্ঞান সহকারে ঐহারা বিষয় বিভাগ করিতে সক্ষম সেই চিন্তাশীল পুরুষের স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন। যথা:—

১। ব্রহ্ম স্বভাব।

৩। বৈশ্য স্বভাব।

২। ক্ষত্র স্বভাব।

৪। শূদ্র স্বভাব।

যে স্বভাব হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, সচিবৃত্তা গুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশারাধনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে সেই স্বভাবকে ব্রহ্ম স্বভাব বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নিঃস্বতা, দান, জগৎরক্ষা, জগৎশাসন ও ঈশর পূজা ইত্যাদি গুণ সকল নিসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষত্র স্বভাব বলা যায়।

যে স্বভাব হইতে কুসিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রবৃত্তি উদ্ভিত হয় সেই স্বভাবই বৈশ্য স্বভাব।

যে স্বভাব হইতে কেবল পর সেবার দ্বারা নিজের উদর পালন প্রবৃত্তি উদ্ভিত হয় সেই স্বভাবকে শূদ্র স্বভাব বলে।

কর্তব্যাকর্তব্য বোধ রহিত, ন্যায়াচরণ বিরত, সর্বদা কলহ প্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদর সর্গষ, বিবাহ বিধি শূন্য ব্যক্তিদ্বিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই

সভাব পরিভ্যাগ না করিলে নর সভাব হয় না। অতএব নর সভাব চারি প্রকার মাত্র ।

সভাব হইতে প্রযুক্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম স্বীকার করাই কর্তব্য । সভাব বিরুদ্ধ কর্ম করিতে গেলে সে কর্ম স্রষ্ট ও ফলদ হয় না । সভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস (genius) বলে । পরিপক্ক সভাব পরিবর্তন করা সহজ নয় । অতএব সভাব অনুযায়ী কর্মকরত জীবন নির্মাণ ও পরমার্থ চেষ্টা করাট কর্তব্য । এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাকৃতিক চারিটী সভাব হইতে চারিটী বর্ণ লাভ করিয়াছেন । বর্ণ বিভাগ দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে, সামাজিক ক্রিয়া সকল সভাবতঃ ফলবন্তী হইয়া উঠে এবং জগতের সমাক মঙ্গল হয় । যে সমাজে বর্ণ-বিভাগ-বিধি অবলম্বিত হইয়াছে সে সমাজের ভিত্তি-মূল বিজ্ঞান-জনিত এবং সে সমাজ সর্ব মানবজাতির পূজনীয় । কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপ খণ্ডের মানবগণ বর্ণ বিধান স্বীকার না করিয়াও সর্বদা বুদ্ধ্যে-কর্ম্য ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণ বিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই । এ সন্দেহ নিবর্তক ; যেহেতু ইউরোপীয় জাতি সমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক । নবীন জাতীয় মানব সকল প্রায়ই অধিক বলবান ও সাহসিক হয় । সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব পূর্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে এত প্রকার কার্য্য করিতেছে । জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞান-জনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র শতন হইবে । ভারতীয় আৰ্য্য জাতির মধ্যে বর্ণ বিধান থাকায়, বার্কক্য অবস্থাতেও জাতি লক্ষণ প্রকাশ হইতেছে । রোমজাতি ও গ্রীকজাতি কোন সময় আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান ও বীৰ্যবান ছিল । তাহাদের আজ কাল কি অবস্থা ? তাহারা জাতি লক্ষণ রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম ও লক্ষণকে স্বীকারকরত ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমত কি তাহারা আব নিজ দেশীয় বীরপুরুষ দিগের পৌরুষের অভিমান করে না । অস্বদেশে আৰ্য্য জাতি রোম ও গ্রীক জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব বীর পুরুষদিগের অভিমান রাখে । কেন ? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান থাকায় তাহাদের জাতি লক্ষণ যায় নাই । মেক্স-হত রাণা এখনও রাম চন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে । জাতির বার্কক্য দশায় ভারতবাসীগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণ বিধান প্রচলিত থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা আৰ্য্য

বই অনাৰ্য্য হইবে না। ইউরোপীয় রোম প্রভৃতি আৰ্য্য বংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল, প্রভৃতি অস্ত্যজ্ঞ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে ঐ সমাজে যত টুকু সৌন্দর্য্য আছে তাহাও স্বভাব-জনিত বর্ণ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক স্বভাব সে বাণিজ্যই ভাল বাসে ও বাণিজ্য দ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্র স্বভাব সে মিলিটারী লাইন অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্র স্বভাব তাহার সামান্য সেবা কার্য্য ভাল বাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণ সম্বন্ধ উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণ-ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতি নিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত করিলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণ-ধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয় সে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমত যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতি দ্বারা জলযাত্রা কার্য্য নির্দ্ধারিত হইত। সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ণ বিধান ও রীতীরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার একটা অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্তাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণ বিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্তাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে। এই জন্য ভারতকে কৰ্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্য লক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণ বিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্কাক্রমে ভারতবাসীগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসর প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টা স্বরূপ স্থখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি তাহা বিবেচনা করা আবশ্যিক।

ক্রেতা যুগের প্রারম্ভে আৰ্য্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণশ্রম ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে প্রতি ব্যক্তিকে

স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ করিবেন, এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণ নির্দিষ্ট কর্ম করিবেন। শ্রম-বিভাগ-বিধি ও স্বভাব নিরূপণ বিধি দ্বারা জগতের কর্ম সুন্দর রূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাব দ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবাসি ও গোঁতম, জানশ্রুতি ও চিত্তরথের 'বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিসান্ত বংশে অগ্নিবেশ্য স্রং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন, এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যারন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকূলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রক পুত্র জহু ব্রাহ্মণত্বলাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ যাহার নাম বিতথ রাজ্য। তাহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয়, ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভরষ রাজার বংশে যোদ্ধালা, গোত্রীয়, শতানন্দ, রূপাচার্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। শাস্ত্রে ঐক্য উপদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার চলিত ছিল সেই সময়েই ভারত যশঃ-সূর্য্য মধ্যাহ্ন রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান ছিল। সর্ক জাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডপাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণাশ্রম রূপ ধর্ম্ম অনেক দিন বিশুদ্ধ রূপে চলিয়া আসিলে, কালক্রমে ক্ষত্র স্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাব বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্বারা তদুভয় বর্ণ মধ্যে যে কলহ বীজ রোপিত হয়, তাহার ফল স্বরূপ জন্ম-গত বর্ণ ব্যবস্থা গ্রাম্যই বন্ধনুল হইতে লাগিল। কালে মনাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির আশা রহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বষ্টি করত ব্রাহ্মণদিগের সর্কন্যূশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্ম-গত বর্ণ বিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। এক দিকে কুবাবস্থা ও অপর দিকে স্বদেশ নির্ধা, এই ভাব দ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারত বাসী আর্য্য সন্তানদিগকে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলিল।

ব্রহ্মস্বভাব-বিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য

বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন । অত্র স্বভাব বিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারক হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে লাগিল । বণিকস্বভাব বিহীন বৈশ্যাগণ ঈশ্বনাদিধর্ম প্রচার করিতে লাগিল, এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য ধ্বংস হইয়া পড়িল । শূদ্র স্বভাব বিহীন শূদ্রসকল স্বভাব বিহিত কার্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল । তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; স্বেচ্ছ দেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল । অর্গব্যান ব্যবহার উঠিয়া গেল । সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না । কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল । আহা ! সর্ব জাতির শাসনকর্তা ও গুরু যে ভারতীয় আৰ্য্য জাতি তাহার বর্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বান্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমত নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণ বিধান ক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে । যিনি সর্ব জীবের ও সর্ব বিধির নিয়ন্তা ও সর্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করণে সক্ষম, সেই এক মাত্র পূরুষের ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাধিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম সংস্থাপন করিবেন । পুরাণ কর্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কঙ্কি দেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছেন । মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানের একরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে । এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক ।

কোন বর্ণের কোন কর্মে অধিকার তাহা ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে । আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া হুঃসাধ্য । আতিথ্য সম্বন্ধে অন্তদান, পাবিত্র্য সম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদ পাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরহিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার । ধর্মযুক্ত, রাজ্যশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহদ্বন্দন প্রভৃতি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের অধিকার । পশুপালন ও রক্ষণ ও কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য কার্য্য বৈশ্যের অধিকার । অমত্র দেব সেবা অপর ও দ্বিবর্ণের সেবা কার্য্য শূদ্রের অধিকার । বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণদান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য মহোৎসব, গোসেবা, জগদ্বন্দ্বি করণ এবং ন্যায়াচরণ এ সকল কার্য্য সর্ব বর্ণের জীপুষ্ণের অধিকার । পতিসেবা কার্য্যটী জীলোকের বিশেষ অধিকার । মূল বিধি এই যে যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য সেই স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্মের অধিকারী । সরল বুদ্ধিধারা প্রায় সকলেই কর্মাধিকার স্থির করিতে পারেন স্থির করিতে নাপারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন ।

চতুর্থ ধারা—আশ্রম বিচার ।

মানবের স্বভাব হইতে কর্মের জন্ম হয় । মানবের আশ্রমে কর্মের অবস্থিতি । যে মানব যে আশ্রমে থাকেন সেই আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া কর্ম অবস্থিত । অতএব বর্ণ ও আশ্রম ইহারা পরস্পর অল্পম্যুত । কর্মকে তজ্জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে । আশ্রম চারি প্রকার ।

১ । ব্রহ্মচর্য্য ।

৩ । বানপ্রস্থ ।

২ । গার্হস্থ্য ।

৪ । সন্ন্যাস ।

ব্রাহ্মণ স্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার । সংযত চিত্তে, শুদ্ধাচার সহ-
কারে, অত্যন্ত বিনীত ভাবে, নানাবিধ শারীরিক ক্রেশ স্বীকারপূর্ব্বক, গুরুকুলে
বাসকরত যাবদধ্যয়ন সমাপ্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে । অধ্যয়ন সমাপ্ত
করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অল্পমতি লইয়া গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবেশ
করিবে ।

গৃহস্থ্যশ্রমে সর্ব্ব বর্ণের অধিকার । ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থ্যশ্রম গ্রহণ
করেন, ক্ষত্রিয়গণ কিয়ৎ পরিমাণ উপযুক্ত শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল
হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থ্যশ্রম অবলম্বন করেন । বৈশ্যাগণ পশুপালন ও
বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যোপযোগী বেদ বিদ্যা অধ্যয়ন করত গৃহস্থ হইয়া থাকেন ।
শূদ্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই গৃহস্থ হইতে পারেন । কোন ব্যক্তির কোন বর্ণ ধর্ম্মে
অধিকার তদ্বিষয়ে পিতা, কুলপুরোহিত, আৰ্য্য সমাজ, ভূস্বামী ইহারা অধ্যয়ন
কাল উপস্থিত হইলেই প্রথম সিদ্ধান্ত করিবেন । যে বালকের যে স্বভাব লক্ষিত
হইবে তাহাকে সেইরূপে অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন । অধ্যয়ন কার্য্যে
যাহার নিতান্ত রতি নাই অথচ সেবা কার্য্যে স্পৃহা ও দক্ষতা দেখা যায়, তাহাকে
অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা নিষ্ফল বিবেচনায় শূদ্রবোধে সেবাকার্য্যে পটুতা
লাভ করিতে দিবেন । গৃহস্থ হইলে প্রথমে অর্থোপার্জনের আবশ্যক । ভিন্ন
ভিন্ন বর্ণের অর্থোপার্জনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট আছে । যজ্ঞন, যাজন,
অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম, তন্মধ্যে যাজন ও
অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা অর্থোপার্জন করিবে, এবং যজ্ঞন, অধ্যয়ন ও দান
দ্বারা তাহা সাংসারিক অবস্থায় ব্যয় করিবে । কর শুদ্ধাদি গ্রহণ ও অস্ত্র ব্যব-
সায় দ্বারা উপার্জন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ সাংসারপালন ও জীবিকা নির্বাহ করিবে ।

পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য দ্বারা বৈশ্যগণও জিবণের সেবা দ্বারা শূদ্রগণ জীবিকা নির্বাহ করিবে । আপদ কালে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন । বিদ্যু নিত্যস্ত আপদ উপস্থিত না হইলে উক্ত তিন বর্ণ শূদ্রের ব্যবসা করিবে না । গৃহস্থ ব্যক্তি বিধি পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করত সন্তান উৎপন্ন করিবেন । পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, বজ্রদ্বারা দেবগণের পূজা, অন্নাদি দ্বারা অতিথিসেবা, এবং সত্য ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বভূতের অর্চনা করিবেন । পরিব্রাজক ও ত্র্যম্বচরীগণ কেবল গৃহস্থের সাহায্যে প্রতিপালিত হন, অতএব গৃহস্থ আশ্রমই সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম । বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা সন্তান জন্মের সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহস্থ বনে প্রস্থান পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আচরণ করিবেন । তথায় আপনাদিগের অভাব সর্ব্বতোভাবে সংকল্প করিবেন । ভূমিতে শয়ন, বৃক্ষ বনলাদি দ্বারা পরিধেয় ও উদ্ভবীয় গ্রহণ, ক্ষৌর কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করণ, মূনি বৃদ্ধি অবলম্বন, ত্রিসন্ধ্যা ন্নান, যথা সাধ্য অভ্যাগত সেবা, ফলমূল ভক্ষণ এবং নিভৃত বনে পরমেশ্বর আরাদনা এই সমস্ত বানপ্রস্থের কৰ্ম্ম । সর্ব্ব বর্ণই বানপ্রস্থের অধিকারী ।

সন্ন্যাস আশ্রমই চতুর্থ আশ্রম । সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বা পরিব্রাজক বলে । পূর্ব্ব তিনটি আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ যখন নিত্যস্ত বৈরাগ্যাপন্ন, সংসারে মমতাশূন্য, সর্ব্ব কষ্ট সহিষ্ণু, তত্তজ্জ, জনসঙ্গ লিপ্সা শূন্য, ব্রহ্মপর, নিঃসন্দেহ, সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি, দয়াশীল, নিম্ন হৃদয়, ও যোগযুক্ত হন, তখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অধিকার লাভ করেন । সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন । কোন আশ্রমে এক রাত্রে অধিক থাকিবেন না । কোন নগরে পঞ্চ রাত্রে অধিক থাকিবেন না । কেবল যুক্ত স্থানে চাতুর্মাস্যবিহিত বিধিমাতে মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিতে পারেন । প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা করিবেন । ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই আশ্রম স্বীকার করিতে পারিবেন না ।

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা শূন্য ব্যক্তিরাই কোন আশ্রম যোগ্য নয় । তাহারা আশ্রমীদিগের অমুখ্যে দিন যাপন করিবে । তাহাদিগের সাহায্য করা আশ্রমীদিগের যথাসাধ্য কর্তব্য ।

শ্রীলোকের গৃহস্থ আশ্রম ও স্থল বিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্তব্য নয় । কোন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন শ্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ

করত যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাকল্যলাভ করিয়া থাকেন, বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ, কোমল শ্রদ্ধা, কোমল শরীর, কোমলবুদ্ধি দ্বী জ্ঞাতির পক্ষে বিধি নয় ।

আলোচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থ আশ্রমই একমাত্র আশ্রম । তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর তিনটী আশ্রম অবস্থিত হয় । মানব জাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ । কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভকরত ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প । তথাপি সেই সেই আশ্রমে কতকগুলি বিশেষ কৰ্ম্মাধিকার লক্ষিত হওয়ার ঐ সকল আশ্রমের পার্থক্য দর্শিত না হইলে, সমাজ-জ্ঞানের তাত্ত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না ।

স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহস্থ আশ্রমের বিধি সকল বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে । গৃহস্থ কি কি কার্য্য কোন সময়ে করিবেন ও কি কি কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন তাহা সদাচার, বলিয়া মনুগণ, শ্ববিগণ ও প্রজ্ঞাপতিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে আত্মিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বিধি রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ঐ সকল বিধি অনেক এবং দেশ কাল বিবেচনায় রূপান্তর যোগ্য । এই জন্য তাহাদের সংক্ষেপ তত্ত্ব বই আর কিছু লিখিত হইল না ।

পঞ্চম ধার.—আত্মিক ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া পারমার্থিক এবং ঐহিক যে যে কার্য্য দিবসের মধ্যে করিতে হইবে তৎসমূহ চিন্তাপূর্ব্বক স্থির করিবেন । প্রত্যুষে শারীরিক বিধির অবিরোধী স্থান বিশেষে পুরীষ পরিত্যাগকরত মুখ বাহু প্রভৃতি সর্বে-শ্রিয় পরিষ্কার করিবে । স্নান ও নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া যথা যোগ্য পরিধান ইত্যাদি গ্রহণ করিবে । পরে স্ববর্ণ সম্মত ধনোপাৰ্জন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবে । শরীরের অবস্থা বিবেচনায় মধ্যাহ্নে স্নান করত ঈশোপাসনা ও তর্পণাদি করিবে । অন্নাদি প্রস্তুত হইলে কিঞ্চিৎ সর্ব্বভূতের জন্য ও কিছু পতিত ও অপাত্তের নিমিত্ত রাখিয়া অতিথি গ্রহণশয়ে গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে । অতিথি পাইলে তাহাকে যত পূর্ব্বক ভোজন করাইবে । স্বগ্রামী লোকের প্রীতি আতিথ্য বিদেয় নয় । অন্য দেশ হইতে আগত, যুস্কদ্বীন,

অকিঞ্চন ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিকে অতিথি করিবে। অতিথির গোত্র জাতি অনুেষণ করিবে না। নিম্পাপ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইবে। পরে গর্ভিনী, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। পূর্ব মুখে বা উত্তর মুখে ভোজন করিবে। প্রাণস্ত, পবিত্র, পুনঃপ্রবেশের অশুভিত, সুপাখ্য অন্নাদি বিশুদ্ধ পাত্রে ভোজন করিবে। অসময়ে ভোজন করিবে না। ভোজনাঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা করিবে। আত্মসং পরিত্যাগ পূর্বক অনতিক্রম্য সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সচ্ছাত্র আলোচন পূর্বক দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবে। সাংকালে সমাহিত চিন্তে সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। সাংকালেও মধ্যাহ্নের ন্যায় পক্কা অন্নাদি অতিথি প্রভৃতিকে সেবন করাইয়া ভোজন করিবে। রাত্রে শয়নের জন্য অতিথিকে স্থান ও শয্যা দান করিবে। গৃহস্থ পরিষ্কার, কীটশূন্য পর্য্যাক্ষোপরিস্থিত শয্যায় পূর্ব দিকে বা দক্ষিণ দিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিবে। পশ্চিম শিরা বা উত্তর শিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে। অবৈধ রূপে শ্রীসঙ্গ করিবে না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এই মাত্র বলা আবশ্যিক যে শারীর ও মানস বিধি সকল উত্তম রূপে পালন করত নিম্পাপ অন্তঃকরণে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জন করিয়া নিজের পালাগণ, গুরু-জ্ঞান, অতিথি ও নিরাশ্রিত ব্যক্তিগণকে পোষণ পূর্বক গৃহস্থ নিজের শরীর যত্নে নিরীক্ষা করিবে।

আত্মিক তত্ত্বে যে বিধি সকল দৃষ্ট হয় সে সমুদায় আজকাল সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে না। ভিন্নদেশীয় রাজ নীতি ও ব্যবহার যে রূপ প্রবল হইয়াছে তাহাতে পূর্বমত নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান রাজ্যে কার্য্য সমুদায় মধ্যাহ্নেই হইয়া থাকে, অতএব প্রথম আহারাদি করা তৎপরে ধনোপার্জন কার্য্যাদি করাই প্রয়োজন। বিশেষতঃ কালক্রমে ভারতে স্বাস্থ্য নীতি ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে অধিক বেলায় ভোজন, ত্রিসবন বা বিসবন স্নান ও রাজ জাগরণাদি কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। মহর্ষি দিগের মূল তাৎপর্য্য এই যে আহার ব্যবহার স্নান শয়ন প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য যখন বাহ্যতে নিরীক্সে ও নিম্পাপ রূপে নিরীক্ষিত হইতে পারে সেই রূপই কর্ত্তব্য। অতএব আশ্রমীগণ আপন আপন বিবেচনাপূর্বক আত্মিক কার্য্য করিতে থাকিবেন।

শরীর-নিষ্ঠ-বিধি, মনোনিষ্ঠ বিধি, সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি সমুদায়ই আত্মিক কার্য্যে পালিত হইবে। প্রাতঃকৃত্য, দেহের সংস্কার, উপযুক্ত পরিশ্রম, স্নান, উপযুক্ত সময়ে ভোজন, বলকারক পাস্ত্যকর ও পুষ্টিকরদ্রব্য ভক্ষণ

স্বচ্ছজলপান, ভ্রমণ, পরিকার পরিচ্ছদ গ্রহণ, তিন প্রহরের অনাধিক নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক বিধিপালন করা প্রত্যাহই কর্তব্য। দিবসের কার্য-চিন্তা, ধ্যান-শিক্ষা, বিষয়-বিচার শিক্ষা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, গণিত, সাহিত্য, পশুতত্ত্ব, রাসায়নতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব ও জীবের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যা সমূহের প্রয়োজন মত আলোচনা দ্বারা প্রত্যাহই মনোনিষ্ঠ-বিধির পালন করিবে। ন্যায়পূরক ধনোপার্জন, যথাসাধ্য সংসার পালন, প্রয়োজন মত সামাজিক ক্রিয়া সাধন ও জগৎসুখার্থে কার্যে যথাসাধ্য যত্ন ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যাহ আত্মিক ক্রিয়া করিতে থাকিবে। সন্ধ্যা বন্দনাদি পরলোক চেষ্টা দ্বারা পারলৌকিক আত্মিক কার্য করা উচিত। অধিকাংশ কার্যই আত্মিক। কতকগুলি কৰ্ম্ম পাশ্চিক, কতকগুলি মাসিক, কতকগুলি বাৎসরিক, কতকগুলি বার্ষিক, ও কতকগুলি বিষম-সাময়িক। নিত্য কৰ্ম্ম মাত্রই আত্মিক। নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম সকলের মধ্যে কতকগুলি সম-সাময়িক ও এবং কতকগুলি বিষম-সাময়িক।

গৃহস্থের জীবন সৰ্ব্বদা পুণ্যময় ও পাপশূন্য থাকিবে। এপর্যন্ত পুণ্যময় জীবনের ব্যবস্থা পরিদর্শিত হইল। এক্ষণে পাপ শূন্যতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান পাপ সমূহের আলোচনা করা যাউক।

প্রধান প্রধান পাপ একাদশ প্রকার যথা :—

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ১। হিংসা বা ঘেব। | ৭। লাম্পট্য। |
| ২। নিষ্ঠুরতা। | ৮। স্বার্থ সৰ্ব্বস্বতা। |
| ৩। ক্রোধ বা কোটিল্য। | ৯। অপাবিত্র্য। |
| ৪। চিন্তা বিভ্রম। | ১০। অশিষ্টাচার। |
| ৫। মিথ্যা। | ১১। জগন্নাশ কার্য। |
| ৬। গুরুবজ্ঞ। | |

হিংসা তিন প্রকার। নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। অপরকে নষ্ট করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। ঘেব হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন কোন বিষয়ে আশঙ্কিত করার নাম রাগ। কোন বিষয়ে বৈরক্তি করার নাম ঘেব। উচিত রাগ পুণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অসুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। ঘেব রাগের বিপরীত ধৰ্ম্ম। উচিত ঘেব পুণ্য মধ্যে পরিগণিত। অসুচিত ঘেবই হিংসার ও ঈর্ষার মূল। সংসারে বর্তমান হইয়া সকলেরই কর্তব্য যে প্রীতির সহিত পরস্পর ব্যবহার করে। পাপাসক্ত ব্যক্তি

তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করিয়া থাকে । হিংসা একটা বৃহৎ পাপ । সকলেরই উচিত যে হিংসা পরিত্যাগ করিবে । নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ । যে মনের প্রতি হিংসা করা যায় সেই মনের মায়াশ্বেষের ভারভর্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ হিংসা, জ্ঞাতি হিংসা, শ্রীহিংসা, বৈষ্ণবহিংসা, গুরুহিংসা এইসকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপ যুক্ত । পশু হিংসাও সামান্য পাপ নয় । উদরপরারণ ব্যক্তিগণ বার্থ সহকারে যে পশুহিংসার বিধান করেন, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনা মাত্র । পশু হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর স্তাব উজ্জ্বল হয় না ।

বেদাদি শাস্ত্রে যে পশু যাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে কেবল উক্ত পাশব প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সংকোচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে । ফলতঃ পশু হিংসা পশুর ধর্ম, নরধর্ম নয় । দেব হিংসাটীও গুরুতর পাপ । ঈশ্বর আরাধনা জন্য মানব সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পরংপর তত্ত্বের উপাসনা রূপ পরম ধর্ম লব্ধ হয় । অনভিজ্ঞ এবং অতাত্ত্বিক ধর্মবাদী গণ নিজ ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দা করেন, এমত কি অন্য দেশের ধর্ম মন্দির ও ঈশ্বর নিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন । পরমেশ্বর এক বই দুই নন । এই সকল কার্য দ্বারা সেই এক মাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা হয় । সল্লোক মাত্রেরই এমত অবৈধ ও পশুবৎ কার্য হইতে সর্বদা নিরস্ত হইবেন ।

নৈষ্ঠর্য বা নিষ্ঠুরতা দুই প্রকার অর্থাৎ নর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং পশু প্রতি নিষ্ঠুরতা । নরনারির প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয় । দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে । নির্দয়তা রূপ অধর্ম জগতে প্রবেশ করে । সেরাজ-দৌল্যাও নিরো প্রভৃতি অসজ্জনের দ্বারা জগতে কতই অনর্থ ঘটয়াছিল । যদি কাহার মনে কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা থাকে তাহা ক্রমশঃ দয়ার আলোচনা দ্বারাও দয়া করিতে শিক্ষা করিয়া দূর করিবেন । আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অবশঃ কীর্তন করিতেছে । সামান্য বিষয়লোলুপ লোকেরা গাড়ির গরু ও ঘোড়াকে যে প্রকার কষ্ট দেয় তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয় । সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে ।

ক্রৌর্য বা কুটিলতা একটা পাপ । এক জন অপর ব্যক্তির প্রতি বার্থ বা

অভ্যাশ বশতঃ যে অসরল ব্যবহার করে, তাহার নাম কুটিলতা । বিশেষ উদ্বেগ-জনক কোটিল্যের নাম ক্রুরতা । যাহারা এই পাপে আশক্ত, তাহাদিগকে খল বলে ।

চিত্তবিভ্রম চারি প্রকার, মাদক সেবন, ছয় রিপূর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য । মাদক প্লেয়ন দ্বারা জগতে যে কত প্রকার অনর্থ হয় তাহা বলা যায় না । সমস্ত পাপই মাদক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে । সর্ব প্রকার মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন ও ভামাক মাদক দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন মাদক চিত্তকে উগ্র করিয়া স্বাস্থ্য হইতে চ্যুত করে । অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া পশু চিত্তের ন্যায় করিয়া ফেলে । ভামাক ও তুড়য়বন্তী ভাবকে অবলম্বন করাইয়া মানব প্রকৃতিকে জড়ীভূত করত অধীন করিয়া লয় । মাদক সেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ । মানবগণের উচিত যে মাদকের নিকটেও না যান । কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য এই ছয়টা চিত্তের রিপু । ইহারা চিত্ত অধিকার করিলে মানবকে পাপী করে । সচ্ছন্দে, নিম্পাপে দেহ যাত্রা নির্বাহোপযোগী অর্থ দ্রব্য বাসনা করাকে কাম বলা যায় না । তদতিরিক্ত বাসনাকে কাম বলি । সেই কামই আমাদিগকে সমস্ত উপদ্রবে লইয়া ফেলে । কামনা পূর্ণ না হইলেই ক্রোধকে সহায় করিয়া লয় । ক্রোধ উদ্ভিত হইলে কলহ, কটুবাণ্য, অন্যের উপর আঘাত বা আত্মঘাতাদি পাপকার্য্য নিম্নত হয় । ক্রমশঃ লোভ আসিয়া পাপ উৎপত্তি করে । আপনাকে বড় বলিয়া জানার নাম মদ । বাস্তবিক মানব যত আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে, ততই নম্রতা রূপ ধর্ম উদ্ভিত হইবে । মদ পরিত্যাগের উপদেশ দ্বারা যথার্থ্য পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া যায় নাই । যাহার নিকট যে ভাল বস্তু আছে, তাহার উপর নির্ভর করা উচিত । বিশেষতঃ ভগবদ্বাক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিলে মদ সম্পর্ক হয় না । মোহ সহজেই মদ । পরের উন্নতি সহিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য । ইহাই সমস্ত পাপের মূল । এই ছয় রিপূর মধ্যে যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা দ্বারাই চিত্তবিভ্রম হয় । চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতা । নাস্তিকতা দুই প্রকার, পরমেশ্বর নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং পরমেশ্বর আছেন কিনা এরূপ সন্দেহ করা । নাস্তিকতা যে চিত্তবিভ্রম-বিশেষ ইহা ভ্রূয় ভ্রূয় দেখা গিয়াছে । চিত্ত বিভ্রম রূপ বায়ু রোগ-গ্রস্থ ব্যক্তির : প্রায়ই নাস্তিক বা সন্দোহান । কোন কোন লোক স্বাস্থ্য অবস্থায় উত্তম রূপে ঈশ্বর বিশ্বাস করিত, কিন্তু ঘটনা বশতঃ ঐ রোগ উদ্ভিত হইলেই আর বিশ্বাস

করিতনা। পুনরায় ঐ রোগ আরোগ্য হইলে বিশ্বাস করিত। কোন কোন উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তি অহরহ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে আমিই সেই বস্তু। এ সমস্তই চিত্তবিভ্রম। জাড্য বা জালস্য পাপমধ্যে পরিগণিত। জাড্য শূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্তব্য।

মিথ্যা ব্যবহার চারি প্রকার, মিথ্যা কথা বলা, ধর্মকাপট্য, বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণ ও পক্ষপাত। মিথ্যাকথা বলা নিতান্ত নিষিদ্ধ। শপথ করিয়া মিথ্যাবলাকে অধিক দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব মিথ্যা কথা কোন কোন অবস্থায় বলিবেনা। সংসারে যাহারা মিথ্যা আচরণ করেন তাঁহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করেনা; অবশেষে তাঁহারা সকল লোকেরই ঘৃণার্হ হইয়া পড়ে। ধর্মকাপট্য একটা ভয়ানক পাতক। যাহারা ঐপাথে লিপ্ত তাঁহাদিগকে বৈরাগ্যব্রতীক বলে। তিলক মালা, কোপিন, বহির্কাস, জজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধর্মীয় সকল বাহ্যে যাহার শরীরকে শোভা করে কিন্তু ভিতরে তাঁহার ঈশভক্তিনাশ। তাঁহার ধর্ম ধ্বজী। লোক ব্যবহারে যাহারা কাপট্য আচরণ করেন অর্থাৎ যাদের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্য প্রকার প্রকাশ করেন তাঁহারা শঠ বলিয়া সকল লোকের ঘৃণিত হন। যথার্থ পক্ষে না থাকিয়া যে কোন কারণেই হউক অন্য পক্ষ-সমর্থন করার নাম পক্ষপাত। ইহা সর্বোত্তোভাবে বর্জনীয়।

গুরুবজ্ঞা তিন প্রকার, মাতা পিতার প্রতি অবহেলা, উপদেষ্টার প্রতি অবহেলা ও অন্যান্য গুরুজন প্রতি অবহেলা। গুরুগণ কদাচ ভ্রমে যদি অন্যায় তাড়ন করেন তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিবে না। কোশল ও বিনয়ের সহিত তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার যত্ন করা। গুরুজনের অন্যায় অহুমতি প্রতিপালন না করিলে গুরুবজ্ঞা হয় না।

লাম্পট্য তিন প্রকার, অর্থলাম্পট্য, জীলাম্পট্য প্রতিষ্ঠা লাম্পট্য। ধন ও বিষয়াদির লাম্পট্যকে অর্থ লাম্পট্য বলে। অর্থ লাম্পট্য ক্রমে মানবের ধনাশা ও বিষয়াশা ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া তাহার সমস্ত মন অপহরণ করে। অতএব ঐ লাম্পট্য পরিত্যাগপূর্বক যাহাতে সংক্ষেপে চলিয়া যায়, এই রূপ অর্থ বা বিষয় লব্ধ হইলে আর সেই আশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। জীলাম্পট্য একটা বৃহৎ পাপ। পরস্পরী বা বেশ্যা সঙ্গ কখনই কর্তব্য নয়। বিবাহিত জীৱ সহিত সঙ্গ করিতে হইলেও শারীরিক ও সমাজিক কএকটা বিধি দৃষ্টি করা কর্তব্য। অন্যায় রূপে জীৱসঙ্গ ক্রমে দেহের দৌর্জল্য, জননেঞ্জিরের অবধা পরিচালন, বৃদ্ধি হানি ও দুর্বল ও অস্বাস্থ্য সন্তানোৎপত্তি ঘটয়া থাকে। আপাততঃ

ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পক্ষে পুরুষগণের একুশ বৎসর বয়সের ও স্ত্রীগণের ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রীপুরুষসঙ্গ করা অসুচিত বোধ হইতেছে। পূর্ব দিনে, স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে, এবং ঋতু অবসান না হইলে সঙ্গ নিষিদ্ধ। ধর্ম প্রবৃত্তির দ্বারা স্ত্রী লাম্পাট্যকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা লাম্পাট্য ক্রমে মানবের কার্য্য সকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে অতএব উক্ত লাম্পাট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে। নিস্বার্থভাবে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত।

স্বার্থ সর্ব্বস্বতা একটা প্রকাণ্ড পাপ। মানবের জীবনের উন্নতি সাধন ও পারলৌকিক বাস্তব মঙ্গল লাভের জন্য যে সকল যত্ন করা যায় তাহাকেও স্বার্থ বলা যায়। সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই। ভগবানের এই একটা আশ্চর্য্য নিয়ম যে যাহাকে প্রকৃত স্বার্থ বলি সেটা নিজের ও জগতের যুগপৎ মঙ্গলসাধন করে। সে স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে জগন্মঙ্গল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়। যে স্বার্থ নিন্দনীয় সে কেবল পরের অমঙ্গল সহকারে স্বার্থ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই স্বার্থপরতা হইতে প্রতিপাল্যদিগের প্রতি অযথা কাৰ্পণ্য, সংকাৰ্য্য কাৰ্পণ্য, বিরোধ, চোঁর্য্য, অসন্তোষ, অহংকার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পাট্য ও অপচয় ইত্যাদি বহুবিধ পাপ সম্ভূত হয়। যে ব্যক্তিতে স্বার্থ সর্ব্বস্বতা যত পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি তত পরিমাণেই নিজের ও পরের অমঙ্গল জনক। অতএব স্বার্থ সর্ব্বস্বতা রূপ পাপকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ না করিলে, মানব কোন সংকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

অপাবিত্র্য শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক অপাবিত্র্য তিন প্রকার, দেশ-গত-অপাবিত্র্য, মন-গত-অপাবিত্র্য ও পাত্র-গত-অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশ-গত-অপাবিত্র্য ঘটে। সেই দেশবাসী দিগের অভ্যাসচরণ বশতই সেই সেই দেশের অপাবিত্র্য ঘটয়া থাকে। এই জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে অকারণ স্বেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত-অপাবিত্র্য হয় এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজান-লাভ, অন্য দেশের মঙ্গল জন্য ছুটি লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশল দ্বারা উদ্ধার, বা ধর্ম্ম প্রচার এই প্রকার কার্য্যানুরোধে স্বেচ্ছ দেশ গমনে কোন নিষেধ নাই। স্বেচ্ছ দেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছ দেশে গমন করিলে আৰ্য্য জাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাহাকে স্পর্শ করে তিনি প্রায়শ্চিত্তভাঁই হইয়া থাকেন। মলমাস প্রভৃতি কালের অপাবিত্র্য আছে, যেহেতু

কর্ম সকল নিয়মিত রূপে বিভক্ত হইলে, সেই নিয়মিত সময়েই সেই সেই কর্ম করা কর্তব্য। বিভাগের উত্তর কালকে এবং কোন কোন বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা অর্থাৎ গ্রহণাদি কালকে নিয়মিত কার্যের পক্ষে অকাল বলা যায়। সেই সেই অকাল-গত-কার্যে অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অকাল দ্রীগমন, অকাল ভোজন ও নিদ্রা ইত্যাদি ব্যবহারিক কার্যেও অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অসৎ পাত্র সম্বন্ধে যে কার্য করা যায় তাহাও অপাবিত্র্য হয়। মদ্যপানী ও লম্পট লোকের হস্তে পাক কার্য বা দেব পূজা কার্য অর্পিত হইলে পাত্র-গত অপাবিত্র্য হইয়া থাকে। শরীর, বস্ত্র, শয্যা ও গৃহ অপরিষ্কার রাখিলেও অপাবিত্র্য ঘটে। মুতাদি ত্যাগকরত জলব্যবহার দ্বারা শারীরিক অপাবিত্র্য দূর করা উচিত। ভ্রম ও মাৎস্যর্য দ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়। তাহা দূর করা কর্তব্য।

অশিষ্টাচার একটা পাপ। সম্ভোক কর্তৃক যে সমস্ত আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিয়া যাহারা স্বেচ্ছাধিকারে লক্ষ্য করত আচার ব্যবহার স্থির করে, তাহারা অশিষ্টাচারী। কিছু দিন স্বেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করত স্বেচ্ছাধিকার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞান সিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে। তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্থ।

জগন্নাশ কার্য পঞ্চ প্রকার, সংকার্যের বাঘাৎকরণ, ক্ষুদ্র বৈরাগ্য, ধর্মের নামে জসদাচার প্রবর্তন, অন্যায় বুদ্ধি, ও অপচয়। অন্য লোকে যে সংকার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার স্বতঃ ও পরতঃ বাঘাৎ করণের যত্ন করিলে জগন্নাশ কার্য করা হয়। ভগবদ্ভক্তি জনিত বা জ্ঞানজনিত যে বিষয় বৈরাগ্য হয় তাহা উৎকৃষ্ট, কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপত্তি করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্তমান থাকিয়া গৃহস্থধর্ম উত্তমরূপে পালন করাই সাধারণের কর্তব্য। যথার্থ বৈরাগ্য উদ্ভূত হইলে সম্যক আশ্রম বিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে। অথবা ভগবৎ সেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হাস্থ্য চেষ্টাসমূহ খর্ব করিবে। ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাত প্রযুক্ত গৃহস্থ ধর্ম পরিত্যাগ করেন, সে কার্যটি পাপকার্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুদ্ধিতে না পারিয়া পরে ভক্তি অর্জন করিব, এই মনে করিয়া ভেক্ ধারণ রূপ বৈরাগ্য লিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম। যেহেতু ঐ বৈরাগ্য স্বভাব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক

চিত্ত বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য একক নিবসের মধ্যেই উৎপন্ন হয় এবং তদ্ব্যবহৃতক কদাচারে ও তদ্ব্যবহৃতক পরতার নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার প্রবর্তনের যোগ্য হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে যে আচার নির্দিষ্ট আছে সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকার-গত-আচার স্বীকার করিলে অশান্তি ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রম ক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ততা সহকারে উচ্চাধিকার যোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্য্য সকল করিতে থাকেন, তদ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভাস্কর সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম লোপরূপ ধর্ম্ম প্রবর্তন এবং নেড়া বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, কুস্তপটিয়া, অতিবাড়ী ও বেচ্ছাচারী ভাস্কর ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টা সকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে তাহা জগন্নাশ কার্য্য বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয় তাহা নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। রাজ্য বুদ্ধি করিবার জন্য যত প্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সে সমুদায় অধর্ম্ম ও জগন্নাশ কার্য্য বিশেষ। নিতান্ত ন্যায় যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্ব্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায় রূপে ব্যয় করিলে অপচয় রূপ পাপ ঘটে। পাত্তের গুরুতা লঘুতা ক্রমে সকল পাপে গুরুতা লঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুতা ও লঘুতা অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বর-প্রতি কৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জনীয়। আগামী বৃষ্টিতে মুখ্য-প্রবৃত্তি-যুক্ত বিধির বিচার করা যাইবে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, বিধি নিষেধ সকলের কেবল মাত্র দিক্‌দর্শন করিলাম। বাহারা অধিক জানিবার ইচ্ছা করেন; মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণ সমূহে ঐ সকল বিষয় যাহা লিখিত আছে, সেই সমুদায় পাঠ করিবেন। ধার্ম্মিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলের যত্ন করা উচিত।

তৃতীয় স্কন্ধ ।

—:—

মুখ্য বিধি বা বৈধী ভক্তির সাধারণ বিচার ।

—00—

প্রথম ধারা—বৈধী ভক্তির লক্ষণ ।

বিধি হইতে যে ধর্ম উৎপন্ন হয় তাহাকে বৈধ ধর্ম বলে । বৈধ ধর্ম দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক বৈধ ধর্ম ও পারমার্থিক বৈধ ধর্ম । যে ধর্ম কেবল শরীর, মন, সমাজ ও ন্যায়পর জীবনের উন্নতি সাধন করে তাহাকে আর্থিক ধর্ম বলি । পূর্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা বাস্তবিক আর্থিক ধর্ম । অর্থই ঐ ধর্মের তাৎপর্য্য অতএব তাহার নাম আর্থিক । কর্মের যত প্রকার অবাস্তব ফল আছে, সেই সমুদায়ই অর্থ । অর্থ পরে কর্মরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপন্ন করে । এই প্রকার ধর্ম ও অর্থ শৃঙ্খল যেখানে সমাপ্তি পায়, সেই শেষ অর্থের নাম পরমার্থ । একটি মাত্র উদাহরণ দিব । বিবাহ একটি কর্ম, সন্তান উৎপত্তি তাহার অর্থ । সন্তান উৎপত্তি কর্মরূপ হইয়া পিণ্ডদান রূপ অর্থকে উদ্দেশ্য করে । পিণ্ডদান পুনরায় কর্ম রূপী হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপন্ন করে । পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গল রূপ একুটি অর্থ প্রদান করেন । সন্তানের মঙ্গল পুনরপি কর্ম রূপে অন্যান্য অর্থ উৎপত্তি করে । সন্তানের সুখ ও অবশেষে শান্তি ও ব্রহ্ম সুখ পর্য্যন্ত ধর্ম ও অর্থ শৃঙ্খল চলিয়া গেল । ব্রহ্ম সুখ স্পষ্টীভূত হইয়া যখন পরম পুরুষের সেবা সুখ রূপে পরিণত হয় তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং এক মাত্র চরম ফল রূপ পরমার্থ লাভ হয় ।

যে পর্য্যন্ত ধর্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ্য করে, সে পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয় । যখন ঐ ধর্ম পরমার্থ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য করে তখন ঐ ধর্মের নাম পার-

মার্থিকধর্ম বলে। আর্থিক ধর্মের অন্যতর নাম নৈতিক বা স্মার্তধর্ম। পারমার্থিক বৈধধর্মের নাম সাধনভক্তি। নৈতিক বা স্মার্ত ধর্মে যে ইচ্ছা, বন্দনা, সন্ধ্যো-পাশনা ও যজ্ঞেশ পূজা ইত্যাদি ঈশ আরাধন দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐসকল নিত্য নৈমিত্তিক ঈশ্বরপূজা দ্বারা ধার্মিকের যতাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরন্তর হয়। ঈশপূজা স্মার্ত ধর্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটি নীতি মাত্র, নিত্য ঈশানুগত্য লক্ষণ পারমার্থিক বিধি নয়। যে কর্ম কেবল জগতের শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক শিব সাধক সে কর্ম নৈতিক। পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসন রূপ প্রবৃত্তি শোধক নৈতিক কার্য স্বীকার করা যাইতে পারে। নাস্তিক প্রধান কর্মটী ও এক প্রকার চিত্ত শোধক ঈশোপাসনার পদ্ধতি করিয়াছেন। কর্মমার্গে যে ঈশারাধনা সেসকলই প্রায় তজ্রূপ। যোগ শাস্ত্রে যে ঈশ্বর প্রবিধান দ্বারা যোগ সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তজ্রূপ। কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রে যে বৈধীভক্তির ব্যবস্থা আছে তাহা পারমার্থিক ধর্ম। একটু গাঢ় রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে নৈতিক বা স্মার্ত মতের বৈধ আর্থিক ধর্ম এবং নিত্য ঈশানুগত্য রূপ বৈধ পারমার্থিক ধর্মে অত্যন্ত বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পার্থক্য আছে। সেই বৈজ্ঞানিক পার্থক্য বস্তুগত নয়, কেবল নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর নৈতিক ও কর্ম শ্রিয় স্মার্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্মের অবধি ধর্ম করত ধর্ম, অর্থ, কাম পর্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্মকে একটি আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধ পারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিক ধর্মের ফল যে ধর্ম অর্থ ও কাম তাহাতে অপবর্ণ ও তদন্তরে নিরূপাধিক প্রীতিরূপ অপরিপাক্ত ফল যোজনা দ্বারা তাহার সীমাবদ্ধি করিয়া তাহাকে যে আকার প্রদান করেন, সে আকার স্মৃতরাং পৃথক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিক ধর্ম পারমার্থিক ধর্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডধর্ম বিশেষ। বৈধ ধর্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা মুখ্য বিধি সংজ্ঞা লাভ করত পারমার্থিক ধর্ম হইয়া পড়ে। আর্থিক বৈধ ধর্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধ ধর্ম হয়। ঈশানুগত্য রূপ জীবের নিত্য ধর্মকে আর্থিক বৈধ ধর্মে যোজনা করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধ ধর্মরূপ মুকুল প্রফুটিত হইয়া পারমার্থিক বৈধ ধর্ম হয়। সংসারস্থিত জীব পারমার্থিক ধর্ম স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রম গত বৈধ আর্থিক ধর্ম তাহাকে ত্যাগ করিবেনা। তাহার শরীর, মন, সমাজ সর্বদাই বর্ণাশ্রম ধর্মের সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে

কিন্তু শরীর, মন, ও সমাজের পুষ্টি দ্বারা সচ্ছন্দে সুখানন্দ হইলে তাঁহার আত্মা পারমেশ্বরের আরাধনায় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন। বৈধ আর্থিক ধর্মকে কর্ম কাণ্ড বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্মকে ভক্তি অর্থাৎ সাধন ভক্তি বলা যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণ বিধি রূপ কর্ম একটি পর্ব এবং মুখ্যবিধি রূপ ভক্তি একটি পর্ব এরূপ লক্ষিত হইবে।

এইস্থলে আর একটি বিষয় বিচার করা কর্তব্য। জীবের ভক্তি লাভ সম্বন্ধে দুইটি প্রথা আছে, ১। ক্রমোন্নতি প্রথা, ২। আকস্মিকী প্রথা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যমখণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি প্রথা উপদেশ করেন :—

বদ্ধ জীব অনন্ত।

তার মধ্যে স্বাবর জন্ম দুই ভেদ।

জন্মে ত্রিযাক জল স্থলচর ভেদ ॥

তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।

তার মধ্যে স্নেহ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, সবর ॥

বেদ নিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে।

বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে ॥

ধর্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম নিষ্ঠ।

কোটি কর্ম নিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত।

কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত ॥

কৃষ্ণ ভক্ত নিকাম অতএব শাস্ত।

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশাস্ত ॥

বুদ্ধাদি স্বাবর সকল আচ্ছাদিত চেতন। ত্রিযাক জলচর ও স্থলচরগণ সঙ্কুচিত চেতন। পুলিন্দ, সবর প্রভৃতি বন্য জাতীয় মানবগণ ও বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতা সম্পন্ন স্নেহগণ নীতি শূন্য। বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবল নৈতিক। যাহারা বেদমুখে মানে তাহারা কলিত সেশ্বরনৈতিক। ধর্মাচারীগণ বাস্তব সেশ্বর নৈতিব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানরত। অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত। কোটি কোটি জড়বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বর নৈতিকদিগের মধ্যে যাহারা ভোগ রূপ কর্ম ফল

মুক্তি রূপ জ্ঞান ফল বা সিদ্ধি রূপ যোগ ফলকে স্বীকার করে তাহারা অশাস্ত । কৃষ্ণ-ভক্তই কেবল শাস্ত বলিয়া অভিহিত হন । প্রভু বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে বন্যনরগণ সভ্য ও জ্ঞান পরায়ণ হউক, পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত ধর্মাচারী হউক । ধর্মাচারীগণ ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবাস্তব ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণ-ভক্তি অঙ্গীকার করুক । ইহাই নরজীবনের ক্রমোন্নতি বিধি । ইহাই সর্ব শাস্ত্রের নির্মল বিধান ও নিশ্চয় ফলজনক বস্তু ।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন যথা:—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ।

নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥

কৃষ্ণ-কৃপা, সাধু-কৃপা ও পূর্ণ-সাধন ফলের বিঘ্ন বিনাশ এই তিনটি কার্য্য দ্বারা আকস্মিকী প্রথা যে স্থলে কার্য্য করে, সে স্থানে ক্রমোন্নতি বিধি হ্রাসিত হইয়া পড়ে । সমস্ত বিধির বিধাতা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্ব ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ । যুক্তি দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না । সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম যে তত্ত্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, বিধি ও প্রসাদের যে-যুক্তি-গত বিরোধ নরবুদ্ধিকে অতিক্রম করে, তাহাও স্মৃতির সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে । নারদ কৃপায় অনৈতিক ব্যাধি নীতি স্বীকার নাকরিয়াও ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল । শ্রীরাঘবের কৃপায় বনানারী শবরী ও ভাব জীবন লাভ করিয়াছিল । ইহারা বণ্য জীবন ও ভক্ত জীবনের মধ্যগত অন্যান্য অবাস্তব জীবন সম্বন্ধীয় ধর্মাভ্যাস করেনাই । ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে ভক্ত জীবন প্রাপ্ত হইমাত্র তাহাদের সভ্যজীবন ও নৈতিক-জীবন-গত সমস্ত সৌন্দর্য্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া ছিল ।

আকস্মিকী প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য, অতএব তাহার ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি প্রথা অবলম্বন করাই উচিত । কোন সময়ে আকস্মিকী প্রথা স্রব উপস্থিত হয়, উত্তম ।

ক্রমোন্নতি প্রথা সম্বন্ধে জীবের কর্তব্য এই যে আপাততঃ যে জীবনেই :

অবস্থিত হউন সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ন করেন । স্বভাবের গতিতে এমত কোন মঙ্গলবীজ আছে যদ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে

উচ্চ গতিই ঘটয়া থাকে। কিন্তু বিষয় এত যে সেই অভিলষিত ফলের অনেক স্থলেই সংজ্ঞাটন হয় না। অতএব বাঁহারা উচ্চ গতির বাসনা করেন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে সর্বদা জাগ্রত থাকিবেন। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে পদার্পণ করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ় পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি দৃঢ় পদ হইয়াছি তাহা হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ জন্য পূৰ্ব্ব নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইলে একটী পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটী পদ নিম্নস্থ সোপান হইতে তাইয়া উচ্চস্থ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতি কার্যে একটী সোপান নিষ্ঠাত্যাগ ও অপার সোপান নিষ্ঠা প্রাপ্তি যুগপৎ ঘটয়া থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্য ফল দূরে পড়ে। বন্য জীবন, সভ্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন, কল্পিত সেধুর নৈতিক জীবন, বাস্তব সেধুর নৈতিক জীবন, সাধন ভক্ত জীবন এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি বিধি ক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম মন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে বাস্তবতা ঘটিলে বিষয় দ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আদিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব বাস্তবতা ও বিলম্ব উভয়কে বিষয় মনে করিয়া প্রয়োজন মতে যথাযোগ্য নিষ্ঠা গ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগ পূর্বক ক্রমশঃ জীবকে উঠিতে হইবে। অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে আমার কিজন্য কৃষ্ণ ভক্তি হয় না, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি সোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক চেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত অসভ্য অবস্থার, নয় সভ্যতা ও জড় বিজ্ঞানে, হয় নিরীশ্বর নীতিতে নয় সেধুর নীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না। এক সোপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপান বা প্রাসাদ চূড়া লাভ হইতে পারে? অনেক বৈধ ভক্তগণ, ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না অথচ ভাবা-ভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ বর্ণ ধর্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। বাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে ঐতীহ্যেতন্য শিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম নিষ্ঠা হইতে নিক্রপাধিক প্রেম রত সহজেই লাভ করেন। বাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতি বিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। বাঁহারা মৃত মৎস্যের

ন্যায় ভাগ্যের শ্রোতে আপনাদের সন্তাকে বিসর্জন করেন, তাঁহারা এই ভব সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাঁটার পশ্চাৎগত হইতে থাকেন। অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন।

উপরক্ত উভয় বিধ ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ তাহা বৈধী-ভক্তিতেও লক্ষিত হইবে। ভক্তির সামান্য লক্ষণ বিচারে স্বীয় বৃত্তির পুষ্টি ব্যতীত অন্য প্রকার অভিলাষ শূন্য, জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা অনাবৃত, আত্মকূল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গশীলনকে ভক্তি বলি। ইহার অর্থ এই যে ভক্তির স্বরূপ অঙ্গশীলন। কর্ম মার্গে যে ঈশ্বর অঙ্গশীলন বর্ণাশ্রম ধর্ম-বিচারে বিবেচিত হইয়াছে তাহা নৈতিক কার্য্য বিশেষ ভক্তি নয়, যেহেতু নীতিই তথায় প্রভু, ঈশ্বরানুগত্য রূপ বৃত্তিষ্টা তথায় সেই প্রভুর দাস রূপে অবস্থিত। জ্ঞান মার্গে যে নির্কিংশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হইবে তাহার অঙ্গশীলন শুদ্ধ জ্ঞানময়। তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরূপ বৃত্তিষ্টা দাস স্বরূপ। তাহা ভক্তি নয়। অতএব ভগবদঙ্গশীলনই ভক্তি। সেই অঙ্গশীলন সর্বদা আত্মকূল্য ভাব ময় হয়। আবশ্যক। অঙ্গশীলন প্রীতি-কূল্যময় ও হইতে পারে, তাহা ভক্তি নয়। সংসারে বর্তমান জীবগণের শরীর, সম্বন্ধজনিত কর্ম অনিবার্য্য ও জড়জড় সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জ্ঞান ও অনিবার্য্য। কিন্তু ভগবদঙ্গশীলনকে ঐ কর্ম ও জ্ঞান যেহলে আবৃত করে সে হলে ভক্তি সম্ভা থাকেনা। যেহলে ঈশানুগত্য রূপ বৃত্তি কর্ম ও জ্ঞানের উপর প্রভুতা লাভ করে সেই হলে ভক্তির সম্ভা স্বীকার করা যায়।

বৈধভক্তজন ভগবদঙ্গশীলনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবেন। সর্বদা আত্মকূল্য ভাবে ভগবদঙ্গশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও ঘেঁষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অঙ্গশীলন করিবেন না কিন্তু প্রীতির সহিত অঙ্গশীলন করিবেন। তাহারই নাম আত্মকূল্য। বর্ণাশ্রম ধর্মদ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহ কালে সেই ধর্মের মূল যে নীতি তাহাকে ভগবদঙ্গশীলনের উপর কোন প্রভুতা অর্পণ করিবেননা। বরং সেই অঙ্গশীলনের পরিচারকের ন্যায় নৈতিক ধর্মকে রাখিবেন। আত্মা যে জড়ভীত বস্তু ও চিত্তত ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য যতপ্রকারের জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত আলোচনাকে ভগবদঙ্গশীলনের দাসরূপ রাখিবেন, কোন প্রকারে ঐ সকল বিচারকে সেই অঙ্গশীলন বৃত্তির উপর প্রভুতা অর্পণ করিবেন না। সংসারে যে কর্ম করুন বা বিচার করুন ঐ সকল কর্ম ও বিচারের দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন বই আর কোন অভিলাষ করিবেননা। ইহাই বৈধ ভক্তদিগের জীবন।

দ্বিতীয় ধারা—ভক্তিঅনুশীলন বিধি ।

বৈধ ভক্তগণের ভগবদনুশীলনই কর্তব্য । তাহা পঞ্চ প্রকার যথাঃ—

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ১ । শরীরগত অনুশীলন । | ৪ । প্রকৃতি-গত অনুশীলন । |
| ২ । মনোগত অনুশীলন । | ৫ । সমাজ-গত অনুশীলন । |
| ৩ । আত্ম-গত অনুশীলন । | |

আমরা ক্রমশঃ পঞ্চ প্রকার অনুশীলনের ব্যাখ্যা করিব । প্রথমে শরীর-গত অনুশীলনের ব্যাখ্যা করি । শরীর গত অনুশীলন সপ্ত প্রকার । বাহ্যোদ্ভিন্ন সমুদায় ইহার অন্তর্গত ।

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ১ । শ্রবণ-গত-অনুশীলন । | ৫ । স্পর্শ-গত-অনুশীলন । |
| ২ । কীর্তন-গত-অনুশীলন । | ৬ । স্বাদ-গত-অনুশীলন । |
| ৩ । আশ্রাণ-গত-অনুশীলন । | ৭ । অঙ্গ-গত-অনুশীলন । |
| ৪ । দর্শন-গত-অনুশীলন । | |

শ্রবণ-গত-অনুশীলন ত্রিবিধ । শাস্ত্র শ্রবণ, ভাগবদ্বিষয়ক সংগীত শ্রবণ ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ । ভগবদ্ভক্ত বিচার, ভগবত্তীলাদি বর্ণন রূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বৈষ্ণব জীবন চরিত্র, বৈষ্ণব সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্র শ্রবণ বলা যায় । বেদান্ত তাৎপর্য্য সহকারে অবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নিরসন পূর্বক যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ মহানুভবগণ কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলন কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে । ভগবদ্ভক্তিই সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য । শাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহার, অভিপ্রায়, অপূর্ব্বতা রূপ ফল অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টি শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত হইবার লিঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে । এই ছয় লিঙ্গ নির্দিষ্ট হরিভক্তিই সর্ব প্রকার বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ।

যে সংগীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করিবার উদ্দেশ্যে করেনা, কিন্তু ভগবানের লীলা বর্ণন দ্বারা ভক্তি যুক্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সংগীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে । যে সংগীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয় রাগ সমুদ্ভিক করে তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে । সেবা কালের গীত বাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করিবে ।

কীর্তন গত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট । পুরোক্ত মত শাস্ত্র কীর্তন নাম লীলাদি কীর্তন, স্তব পাঠ রূপ কীর্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ এই পঞ্চ-বধ কীর্তন । নাম লীলাদি কীর্তন, বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীত দ্বারা হইয়া

থাকে । বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, প্রার্থনাময়ী, দৈন্য বোধিকা, ও লালসাময়ী + মন্ত্রের স্মরণ উচ্চারণের নাম জপ ।

ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মালা, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যের আত্মাণ গ্রহণ পূর্বক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদমুশীলন করিবে । অনর্পিত গন্ধ আত্মাণ দ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রাগ-সমৃদ্ধি হয় । তাহা যতপূর্বক পরিত্যাগ করিবে ।

শ্রীমুর্তিদর্শন . তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবন্তক দর্শন, ভগবন্তীর্থ, ভগবন্ত-
ন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্বস্মারক চিত্রাদি দর্শন দ্বারা দর্শন-গত অমুশী-
লন কর্তব্য । দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহিমুখ রূপাদি দর্শনদ্বারা বিষম বিষয়
কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে । তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য । যাহা কিছু জগতে
দেখা যায় তাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত ।

- অগ্নিপ্রিয় দ্বারা স্পর্শ কার্য্য হয় । বৈধতন্ত্র জনের কর্তব্য যে বহিমুখ শরীর বা
- দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবা কালে ভগবন্তুর্ভি স্পর্শাঙ্কাদ লাভ করেন ।
ভগবন্তক জন স্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা অনির্লচনীয় সুখ লাভ করেন । স্পর্শে-
ন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল । তদ্বারা জীবের অসৎ সঙ্গ, ক্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন-
হয় । ভক্ত জন এবিষয়ে একরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন যে যে সম্বন্ধেই হউক ভগ
বন্তক বাতীত স্পর্শ করিবেন না । কেবল মাত্র শরীর সংলগ্নকে স্পর্শ বলা যায়
না, কিন্তু শরীর সংলগ্ন দ্বারা চিত্তে যে স্মরণোদয় হয় তৎকালেই স্পর্শ বলে । কেবল
স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যে এই মীমাংসাটী স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

শ্রাদ্ধ-গত অমুশীলন দুই প্রকার, প্রসাদ আশ্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আশ্বাদন ।
ভক্তজন ভগবৎ প্রসাদ বাতীত আর কিছু আশ্বাদন করিবেন না । বহিমুখ
বস্তুর আশ্বাদন বৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহিমুখতা প্রবল হইয়া পড়ে ।
ভগবৎ প্রসাদ ও ভগবন্তক প্রসাদ উভয়ই আশ্বাদ্য ও ভক্তি বৃত্তির পুষ্টিকর ।

অঙ্গ-গত অমুশীলন দ্বাদশ প্রকার, তাণ্ডব, দণ্ডবল্লি, অঙ্কুশান, অমুদ্রজ্যা,
অধিষ্ঠান স্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণব পরিচর্যা, শ্রীমুর্তি পরিচর্যা, অর্চন,
ভগবন্তাব মিশ্রিত পুণ্য জলে স্নান, বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ, ও হরিনামাঙ্কর ধারণ ।
তাণ্ডব অর্থে নৃত্য । সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচিত । শ্রীবিগ্রহ
বা ভগবন্তক দর্শনে উঠিয়া সম্মান করার নাম অঙ্কুশান । পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমনের নাম অমুদ্রজ্যা । শ্রীমন্দির, ভগবন্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠান
স্থান । তথায় গমন করা কর্তব্য । উপকরণ দ্বারা ভগবৎ পূজা রূপ অর্চন, ভগবন্তাব

মিশ্রিত গলা ধমুনাতির পরিজ্ঞ অলে স্নান, আচার্য্য দণ্ডতিলক মালাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ ও শরীরে হরি নামাকরাদি চন্দন দ্বারা অঙ্কন করিবে।

এই প্রকার নানাবিধ শরীর-গত-ভগবদনুশীলন বৈধ ভক্ত দিগের কর্তব্য রূপে নির্নীত আছে। বদ্ধ জীব শরীরী; অতএব শরীর সূত্রে বাহ্যতে শরীরের ভগবদনুশীলন না ঘটে তথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পন্ন জন্য যত প্রকার কার্য্য করিতে হয় সেই সমুদায় ভগবদ্ব্যব মিশ্রিত হইয়া ওদ্বারা ভগবদনুশীলনের পুষ্টি হয় ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে আমরা মনোগত অনুশীলনের আলোচনা করিব। শরীর গত সমস্ত আলোচনাতেই মনের ক্রিয়া অত্যন্ত কিন্তু মনের কতকগুলি কর্ম্ম আছে বাহ্য শরীরে ব্যক্ত না হইয়াও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্রিয়া মনোগত নামে শরীর-গত-ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। স্মৃতি, চিন্তা, চিন্তের নম্রতা, ভাব, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান সংগ্রহ এই সকল গুলিকে শুদ্ধ মনোগত কার্য্য স্থির করিয়া মনোগত অনুশীলনকে পঞ্চ প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে:—

১। স্মৃতি।

৪। দাস্য।

২। ধ্যান।

৫। জিজ্ঞাসা।

৩। শরণাপত্তি।

স্মৃতি দুই প্রকার, নাম স্মৃতি ও মন্ত্র স্মৃতি। তুলসী মালায় সংখ্যা করিয়া যে হরি নাম করা তাহার নাম নামস্মৃতি। করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র ধারণ করা যায় তাহার নাম মন্ত্র স্মৃতি। স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে স্মৃতি নাম মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ, লীলার সুষ্ঠু রূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে। শরণাপত্তিও মনোগত কার্য্য বিশেষ। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া একটি ভক্তি বিশেষ। বৈধ ভক্তগণ ততদূর অধিকার লাভ করেন নাই। কিন্তু ভাগবানই এক মাত্র আশ্রয় এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিই তাঁহাদের পক্ষে শরণাপত্তি। তাঁহারা কর্ম্ম জ্ঞানের ভরসা করেন না। ভগবানের দাস্য একটি মানসিক ভাব। বৈধ ভক্তগণ রস বিশেষান্তর্গত দাস্যকে সম্পূর্ণ আত্মদান করিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা একটি ভক্তদিগের প্রধান কার্য্য। ভগবদ্ব্যব জিজ্ঞাসা যখন উদ্ভূত হয় তখন তাহা যথেষ্ট প্রসঙ্গ, তদনন্তর দীক্ষা ও অবশেষে ভজন প্রক্রিয়া শিক্ষা হইয়া

থাকে। তৎক্ষণাৎ ব্যতীত বন্ধ জীবের আর কিরূপে প্রেরণ লাভ হইতে পারে। ভক্তি শাস্ত্রে সমস্ত পৃচ্ছাকে একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আত্ম-গত-অনুশীলন ছয় প্রকার যথা:—

- ১। সখ্য।
- ২। আত্ম নিবেদন।
- ৩। ভগবানের জন্য অখিল চেষ্টা।
- ৪। প্রয়োজন যাক্ত বিবরণ স্বীকার।
- ৫। ভগবানের জন্য নিজভোগ পরিত্যাগ।
- ৬। সাধুবতীমুর্ভবন।

বৈধ ভক্তগণ সম্বন্ধে যে আশ্রয় পরিচয় আছে তিনি অল্পমুক্ত আত্মা নহেন, কিন্তু অল্প বন্ধ আত্মা। বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অহঙ্কার রহিত। বৈধ ভক্তের আত্মা অল্প হইতে মুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাকৃত সমস্ত শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই। তদবস্থ আত্মা বৈধ ভক্তি সাধন কালে আত্ম সম্বন্ধীয় একটি ভাব বিশেষের আলোচনা করেন, সেই আলোচনার নামই আত্ম-গত-ভগবদনুশীলন। আমরা ভগবানকে অত্যন্ত প্রিয় সখ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সখ্য রস-গত-সখ্য হইতে ভিন্ন। এই সখ্যই রস-গত-সখ্যের বীজ স্বরূপ। ভগবানের পাদ পদ্মে আত্ম সর্কস্ব নিবেদন করেন। বাহ্য আমার আছে সে সমুদায়ই ভগবানের প্রতি অর্পণ করিলাম মনে করিয়া নিজ রক্ষার যত্ন আর করেন না। যে সমুদায় শরীর-গত ও মনোগত চেষ্টা করেন সে সমুদায়ই ভগবানের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন। তাঁহার জী, পুত্র, গৃহ, পুত্র, পুত্র, অর্থ, সম্পত্তি, শরীর ও মন সমস্তই ভগবৎ সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। সমস্ত বিষয়ই ভগবানের এবং আমার বাহ্য কিছু নিত্য আবশ্যক তাহা আমি ভগবৎ সেবার উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রসাদ রূপ স্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্য আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ তৎকালে মনের ভাব হইয়া উঠে। ভগবানের জন্য নিজ ভোগ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব পূর্ব ভক্তগণ যে সমস্ত সাধুবতী হির করিয়াছেন তাহাই অনুসন্ধান পূর্বক নিজ সাধ্য মত তাহার অনুবর্তন করেন।

বৈধভক্ত শরীর, মন ও আত্মা দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া সমস্তই হন না, যে হেতু তদতিরিক্ত আবরণ রূপ একটি প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি বলেন যে নিজ শরীর ও ঐ শরীরান্তর্গত মন ও আত্মা এই জগতের একটি অতীব ক্ষুদ্র অংশ। সমস্ত জগৎ আমার প্রভুর আলোচনা করুক। আমার বহির্ভাগে যে

অসীম কাল ও অসীম দেশ দেখিতেছি ও বস্তু স্বরূপ বহুবিধ দ্রব্য দেখিতেছি, সমস্তই আমার প্রভুর অর্চন সামগ্রী হউক। প্রভু আমার নয়ন গোচরে সর্বত্র নৃত্য করুন, এবং সর্ব বস্তুই তাঁহার উপাসনার নিযুক্ত থাকুক। এই ভাবে আত্ম হইয়া তিনি দেশ কাল ও দ্রব্য গত ভগবদমুশীলনে প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতি গত-অমুশীলন তিন প্রকার বথা :—

১। দেশ-গত-অমুশীলন।

২। কাল-গত-অমুশীলন।

৩। দ্রব্য-গত-অমুশীলন।

বৈষ্ণব তীর্থ ভ্রমণ, ভগবদধিষ্ঠানাদি স্থানে গমন, ও বৈষ্ণবদিগের গৃহ ও পুস্তন দর্শনে যাত্রা এই তিন প্রকার দেশ-গত ভগবদমুশীলন। দ্বারকা, পুরুষোত্তম, কাঞ্চি, মথুরামণ্ডল প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থ। সেই সেই স্থানে যে সমস্ত ভগবত্তীলার কথা শ্রুত হওয়া যায় তদ্বিষয় শ্রদ্ধাবান হইয়া ঐ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ বা কোন তীর্থে বাস করিবে। ভগবচ্চরণামৃত রূপা জাহ্নবী ও ভগবৎ সেবা প্রারম্ভণা যমুনা প্রভৃতি তীর্থজলে সশ্রদ্ধ হইয়া স্নান করিবে। যে যে স্থানে ভগবানের অর্চ্যবতার রূপ শ্রীমূর্তি সেবা হইয়া থাকে সেই সব স্থানে গমন করিবে। পরম ভাগবত জনের গৃহ ও গ্রাম ও স্থান সকল সর্বদা বৈষ্ণব জন কর্তৃক আশ্রিত হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের পার্শদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও অবস্থান ভূমি যত সহকারে দর্শন করিবে। এই সকল তীর্থ স্থানে গমন করিলে বা বাস করিলে অহরহ ভগবৎ কথা ও ভগবদ্ভক্ত কথা কর্ণগত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রতির উৎপত্তি হইবে। কাল-গত-অমুশীলন সর্বদা বিধেয়। এক পক্ষ পর্য্যন্ত সংসারের নানা বিধ কার্য্য করিয়া শ্রীহরি বাসরে আহার নিদ্রা পরিতাগপূর্বক ভগবদমুশীলন করা জীবের নিত্য কৰ্ত্তব্য। উর্জাপালন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের নিয়ম সেবা করা সর্বতোভাবে কৰ্ত্তব্য। হরিলীলা পূর্বদিনের সম্মাননা করা নিত্য শ্রেয়ঃ। পরমভাগবত দিগের জীবনে যে সকল বড় বড় ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল দিনের ও তিথির আদর করা অতীব কৰ্ত্তব্য। দ্রব্য-গত-ভগবদমুশীলন বহুবিধ। ভাহার সংখ্যাকরা দ্রব্য সংখ্যার ন্যায় কঠিন। কতকগুলি বলিলে সমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। বৃক্ষ একটি দ্রব্য, অতএব সেই দ্রব্যে ভগবদমুশীলনের জন্য অখণ্ড, ধাত্তী, তুলসী প্রভৃতি কএকটি অতীব পবিত্র বৃক্ষের সম্বন্ধে ভগবৎ আলোচনা হয়। মূর্তি

একটা দ্রব্য, এমনই জীবের শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত ভগবৎ স্বরূপের অবতার-
রূপ শ্রীমূর্তি সেবা করা কর্তব্য। পর্কত মধ্যে গোবর্কন, নদীগণ মধ্যে গঙ্গা যমুনা
পশুগণ মধ্যে গো গোবৎস এই সমস্ত ভগবদ্বশীলনের নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীমূর্তির
সেবা ও অর্চন সম্বন্ধে মানবগণের ব্যবহার্য্য শয়নাশন প্রভৃতি কার্যের উপ-
যোগী সমস্ত সামগ্রী, তথা চন্দন গন্ধ দ্রব্যাদি ও বস্ত্র তৈজস পর্ধ্যাদি সমুদায়
ভগবদর্পিত করণের বিধি হইয়াছে। নিজ প্রিয় দ্রব্য সমুদায় ভগবদর্পিত
হইলে বৈধ সেবা শ্রুত হয়।

বৈধ ভক্ত দেখিলেন যে নিজের শরীর, মন, আত্মা ও ব্যবহার্য্য দেশ, কাল
দ্রব্য দ্বারা শ্রীভগবদ্বশীলন হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ
উদয় হইল। কিন্তু আর কিছু বাকী আছে বলিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষোভিত হয়।
অন্য নরগণের সহিত তাঁহার যে সামাজিক সম্বন্ধ তাহাতে ভগবদ্বশীলন হই-
লেই তিনি পূর্ণ মুখ প্রাপ্ত হন। এই চিন্তা করিয়া তিনি সমাজ-গত অমুশী-
লনের বিধি নির্ধারণ করেন। সমাজ-গত-অমুশীলন চারি প্রকার যথা:—

১। সন্মোক্ষী মহোৎসব। ৩। বৈষ্ণব সংসার পতন ও উন্নতিকরণ।

২। বৈষ্ণব জগৎ সমুদ্ভি। ৪। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব জীবকে দিবার যত্ন।

যে সকল ব্যক্তিগণ পরমেশ্বর ভক্ত, তাঁহাদের সহিত সহবাস, তাঁহাদিগকে
লইয়া প্রসাদ ভোজন, হরিকথা ও হরিগান ইত্যাদি নানা প্রকার শুদ্ধানন্দ জনক
কার্য্য দ্বারা মহোৎসবদি করিবে। তন্মধ্যে যাহারা পরম মধুর রস সম্বন্ধে চতুর
তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমন্তাগবত প্রভৃতি রস গ্রন্থের অর্থ সকল আশ্বাদন করিবে।
সন্মোক্ষী বিচারে দুইটা বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, যে কেতু বৈষ্ণব অপ-
রাধ কোন প্রকারে না হয়। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অমঙ্গলিগকে বিশেষ সতর্ক
হইবারজন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। যাহারা সম্পূর্ণরূপে কপট তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত
বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। যাহারা সরল তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুইপ্রকার অর্থাৎ
সেবা ও মর্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ মঙ্গল তাঁহার
অন্তরঙ্গ সেবা করিবে। সাধারণ বৈষ্ণব পক্ষীয় সমস্ত লোকের মর্যাদা করিবে।
মর্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্গ সেবা রূপে কৃত হয়। বৈষ্ণব পক্ষীয় লোক সকলকে
তিন ভাগে বিভাগ করা যায়:—

১। বৈষ্ণব ভক্তকে সর্বোত্তম বলিয়া যাহারা সিদ্ধান্ত করেন অথচ স্বয়ং বৈষ্ণব
হন নাই।

২। বাহারা বৈষ্ণব চিহ্ন ও অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হন নাই। অথচ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন।

৩। বাহারা বৈষ্ণব আচার্যাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করত বৈষ্ণব চিহ্ন ও অভিমান অঙ্গীকার করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন।

বাহার যতদূর কৃষ্ণ ভক্তি নির্মল ও গাঢ় হইয়াছে এবং অপরের প্রতি শক্তি সঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে তিনি ততদূর প্রকৃত বৈষ্ণব। কিষ্কিন্ধ্যা বিমল কৃষ্ণ ভক্তি জগৎ আকৃষ্ট হইলেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব পক্ষীয় লোক দিগের সঙ্গ ও মর্যাদা নিরূপিত হইল, অতএব অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞানে মর্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষয় হয়। অতএব বৈষ্ণব চিহ্ন ধারী ও বৈষ্ণবঅভিমান কারীদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে। গোণ বিধিতে যে সৰ্ব্ব মানবের মর্যাদা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা সে সকলকে পরিভূষ্ট করিবে। তাহাদিগকে ভক্ত গোষ্ঠী মধ্যে লইবেনা।

১। বাহারা কেবল ধূর্ততাপূর্বক বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করে।

২। কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য বাহারা বৈষ্ণব আচার্যাদিগের অঙ্গগত বলিয়া আপনা দিগকে পরিচয় দেয়।

৩। অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠা লোভে বা কোন প্রকার ভোগ লোভে বাহারা বৈষ্ণব পক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

সঙ্গোপী ব্যতীত রসলাপ করিবেনা। বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি সময়ে তত্ত্ব সঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবেনা। বিবাহিত জীকে বৈষ্ণব ধৰ্ম্মে দীক্ষা করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায় বৈষ্ণব তত্ত্ব শিক্ষা দিবে। অনেক সৌভাগ্য ক্রমে বৈষ্ণবী পত্নী লাভ হয়। বৈষ্ণবীপত্নী সহকারে বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি করিলে আর বহিষ্কৃত প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহা দিগকে ভগবদ্ভাস বলিয়া জ্ঞান করিবে। ভগবদ্ভাস সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করা উচিত। বহিষ্কৃত সংসার ও বৈষ্ণব সংসারে কেবল মাত্র একটী নিষ্ঠা ভেদ আছে, আকৃতি ভেদ নাই। বহিষ্কৃত ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থসংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহনিৰ্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য করে এবং সন্তানাদি উৎপত্তি করে কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে সেই সমস্ত কার্য দ্বারা তাহারা জগতের মূখ বুদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিম্নের মূখ লাভ করিবে।

বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য তাহাদের ন্যায় অহুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য-ফল আত্মসাথ করেন না । ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন । চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন কিন্তু বহিষ্কৃতগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা আনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তি হীন হইয়া পড়েন । বৈধভক্তগণ বৈষ্ণবসংসারের পশ্চন্ন করিয়া তদ্বারা ভক্তি আলোচনা সমৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার উন্নতি সাধন করেন । সৰ্ব্ব জীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান ভূষণ । অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণবগণ সকল জীবকে বৈষ্ণবকরিবার নানাবিধ উপায় স্বপ্নন করেন । জীবের পরস্পর সম্বন্ধযোজিনী বৃত্তি বিষয় ভেদে চারি প্রকার হয়, প্রেম, মৈত্রী, ক্রুপা ও উপেক্ষা । পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম অপিত হয় । বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী এবং বহিষ্কৃতজীবের প্রতি ক্রুপা নিষ্কৃত হয় । যে সকল জীব ভাগ্যক্রমে সংসঙ্গ লাভকরিয়া ভক্তি পুথের যোগ্যতা রাখেন, তাহাদের প্রতি অসীম ক্রুপা বিতরণ করত ভাগবতগণ তাহাদিগকে

- পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং তাহাদিগকে শক্তি সঞ্চার দ্বারা উদ্ধার করেন । অনেক গুলি দুর্ভাগ্য লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ড তর্কের বলে কোন প্রকারেই আত্মোন্নতি পীকার করেননা । তাহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যিক ।

তৃতীয় ধারা—অনর্থবিচার ।

পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার ভগবদহুশীলনই বৈধ ভক্তদিগেরপক্ষে কর্তব্য কর্ম । কর্তব্য কর্ম অহুষ্ঠান করিতে হইলে সেই কর্তব্য কর্মের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি নিষিদ্ধাচার আছে, তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

নিষিদ্ধাচার দশ বিধ যথাঃ—

- ১। বহিষ্কৃত জন সঙ্গ ।
- ২। অহুবন্ধ ।
- ৩। মহারজাদির উদ্যম ।
- ৪। বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ ।
- ৫। কাপণ্য ।
- ৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত হওয়া ।
- ৭। অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা ।

৮। ভূত সকলকে উদ্বেগ দান ।

৯। সেবাপরোধ ও নামাপরোধ ।

১০। ভগবদ্ভক্তি ও ভাগবত নিন্দার আত্মমোদন বা সহায়তা করা ।

বহিষ্মুখজন ছয় প্রকার যথা:—

১। নীতি রহিত এবং ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি ।

২। নৈতিক অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি ।

৩। সেখর নৈতিক যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জ্ঞানেন ।

৪। মিথ্যাচারী (বৈড়-নৈতিক ও তৎকর্তৃক বঞ্চিত)।

৫। নির্কিংশেষবাদী ।

৬। বহ্নীশ্বরবাদী ।

যাঁহারা নীতি ও ঈশ্বর মানেনা তাঁহারা বিকর্ষ ও অকর্ষ পরায়ণ । নীতি না থাকিলে যথেষ্টাচার ও পাপাচরণ ঘটয়া থাকে । ইন্দ্রিয় সুখ ও স্বার্থ সাধন জন্য নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তিগণ জগতের অনেক অমঙ্গল করিয়া থাকেন । কোন কোন ব্যক্তিগণ নীতিকে স্বীকার করেন কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না । তাঁহারা প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত নীতি সর্বদা ভয় শূন্য ও কর্তব্য পূর্ণ । ঈশ্বরে প্রতি কৃতজ্ঞতা যে নীতির একটি প্রধান অঙ্গ তাহা তাঁহারা জ্ঞানেন না । ঈশ্বর না মানিলে যে নৈতিক বিধান সকল অকর্মণ্য হয় তাহা ফলতঃ দৃষ্টি করা যায় । নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে যে স্বার্থের নিকট নীতিকে বলিদান না করিবেন ইহার নিশ্চয়তা কোথা ? তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাঁহাদের মতের অকর্মণ্যতা লক্ষিত হইবে । সেখানে স্বার্থ আদিয়া বিরোধ করিবে, সেখানে হয়ত 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নিরীশ্বরকর্মী বলা যায় । তৃতীয় শ্রেণীর বহিষ্মুখ লোকেরা সেখরকর্মী বলিয়া অভিহিত হন । ইহারা দুইশ্রেণীতে বিভক্ত । যাঁহারা নীতির মধ্যে ঈশ্বর-কৃতজ্ঞতাকে একটি প্রধান কর্তব্য বলেন কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা, তাঁহারা একশ্রেণী । ঈশ্বরকে করুণা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্বক অধিধান করিলে এবং পরে নীতিরফল সমুচিত্র উদ্ভিত হইলে ঈশ্বরবিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই । ইহা প্রথম শ্রেণীস্থ সেখরকর্মীদিগের মত । দ্বিতীয় শ্রেণীর সেখর কর্মীগণ বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর উপাসনা রূপ সমুদায়-বন্দনাদি কার্য্য সকল করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হয় । চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান

হয়। তখন আর জীবের কৃতা থাকেনা। এইমতে, দেখরের সহিত সম্বন্ধটা পাছ
সম্বন্ধ মাত্র, নিত্য নয়। এই উভয় শ্রেণী দেখর নৈতিক পুরুষেরা ভক্তিবহিষ্কৃত
মিথ্যাচারীগণ চতুর্থ প্রকার বহিমুখমধ্যে পরিগণিত। ইহারা যিবিধ, বৈড়ালভক্তিক
ও বঞ্চিত। বৈড়ালভক্তিকগণ বাস্তবভক্তির নিত্যতা স্বীকার করেনা, কিন্তু বাহ্যে
ভক্তিরূপকল সর্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন দূর উদ্দেশ্য সাধনই তাহাদের
প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যটা লক্ষিত হইলে সজ্ঞান কর্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়াল
ভক্তিকগণ জগতকে বন্ধনাপূর্বক অধর্ম পথকে পরিকার করিয়া দেয়। অনেক
নির্বোধ লোক তাহাদের বাহ্যদর্শনপূর্বক বঞ্চিত হইয়া যেইপথ অবলম্বন করে।
অবশেষে ভগবদ্বহিমুখ হইয়া পড়ে। উপরে দিয়া বৈষ্ণবচিহ্ন, সর্বদা ভগবান, মঃ
জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয়।
গোপনে কনক কামিনী চেঁচা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাঁহাদের অন্তরঙ্গ
ভাব। এরূপ অনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। নির্বিশেষবাদীগণ
পঞ্চম শ্রেণীস্থ বহিমুখ। তাঁহাদের মত এই যে ভক্তি যজন করিয়া চিত্তশুদ্ধ
করিলে তত্ত্বস্পষ্টীভূত হইবে। মুক্তিই তত্ত্ব। জীবের সর্বদর্শই মুক্তি। যেহেতু
জীব বলিয়া যে বিশেষ আছে তাহা নাশ হইলে সমুদ্র এক হইয়া একটি
নির্বিশেষ অবস্থা হয়। তাঁহাদের মতে ভক্তি ও ভগবান অনিত্য। দাস্য
বোধ কেবল সাধন মাত্র, ফল নয়। এস্থলে তাঁহাদের মত বিশেষ রূপে
বিচারিত হইবে না, কিন্তু সংক্ষেপতঃ এই মাত্র কথিত হইবে যে ভক্তগণের
পক্ষে সেই মতাবলম্বী ব্যক্তি বহিমুখজন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, নতুবা
ভক্তি তত্ত্ব লুপ্ত হইয়া পড়িবে। ইহারা যহ দেখর স্বীকার করেন তাঁহারা এক
নিষ্ঠানন, অতএব তাঁহাদের সঙ্গ ক্রমে ভক্তির নিষ্ঠা বিগত হয়। এই ছয় প্রকার
বহিমুখ জনের সহিত বৈধ ভক্তের সঙ্গ করা অস্বাভাবিক। একত্রে কোন সভায়
উপবিষ্ট হওয়া, বা নৌকারোহণে নদীপার হওয়া, এক ঘাটে স্নান করা, বা এক
বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করাকে সঙ্গ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত
আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব সহকারে ব্যবহার করার নাম সঙ্গ। বহিমুখ জনের সহিত
তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।

অনুবন্ধ বৈধ ভক্তের পক্ষে একটি নিষিদ্ধাচার। অনুবন্ধ চারি প্রকার যথা :—

১। শিষ্য দ্বারা অনুবন্ধ।

৩। ভৃত্য দ্বারা অনুবন্ধ।

২। সঙ্গী দ্বারা অনুবন্ধ।

৪। বান্ধব দ্বারা অনুবন্ধ।

অনধিকারী জনকে ধন ও জন লোভে শিষ্য করিলে সম্প্রদায়ের বিশেষ
জজ্ঞান হয়। অতএব যথার্থ পাত্র না পাইলে বৈধ ভক্তগণ কদাপি শিষ্য
করিবেন না। ভক্তজন ব্যতীত সঙ্গী গ্রহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতএব
সঙ্গী না পাওয়া যায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্ত সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে।
ভগবৎ পরায়ণ ব্যতীত ভৃত্য সংগ্রহ করা মঙ্গল জনক হয় না। কাহার সহিত
নুতন বান্ধবতা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বৈষ্ণবতা পরীক্ষা করা আবশ্যিক।

মহারজাদির উদ্যমতিন অবস্থার পরিত্যাজ্য। আদৌ যদি উদ্যমকর্তার ধনাভাব
হয়, তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি জীবনের অবসান হইয়া থাকে
তাহা হইলে বৃহৎ কার্য আরম্ভ করিবেন। বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য
হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে কার্যের উদ্যম করা
শ্রেয়স্কর, কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি
বৃহৎ কার্য উক্ত বিধি ক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্ন মাত্র করিবেন।

ভক্তগণ ভক্তি শাস্ত্র ও তদনুগত জ্ঞান ও কর্ম শাস্ত্র শিক্ষা করিবে, কিন্তু কাল
নাই বলিয়া বহু গ্রন্থের এক এক অংশ পাঠ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন।
যে গ্রন্থ পাঠ করিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিবে, নতুবা কেবল মিরম্বক বাদ
পরায়ণ হইয়া অবশেষে তार्কিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবে। কতক
গুলি লোক আছে তাহারা যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, তাহার ভালমন্দ না বুঝিয়া
তাহাদের প্রতিবাদ করিতে থাকে। ভক্তগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দুঃখী। কার্পণ্য তিন প্রকার যথা:—

১। ব্যবহার-কার্পণ্য।

২। অর্থ-কার্পণ্য।

৩। শ্রম-কার্পণ্য।

অভ্যুত্থান ও আন্তরিক যত্ন দ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত ব্যবহার করিবে।
লৌকিক সম্মান ও পুরস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যবহার করিবে। যথা-
যোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া পালাগণের সহিত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত মূল্য
দিয়া পরের শ্রব্যাঙ্গী গ্রহণ করিবে। কর শুদ্ধ দান দ্বারা রাজার সাহায্য
করিবে। সংকর্তাকে কুউজ্জতা, দরিদ্রকে ভোজন, পীড়িতকে ঔষধ, শীতার্ভকে
বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহার যোগ্য
পাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্য দোষ হয় না। কিছু না

থাকে, মিষ্টবাক্য দ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয় । কাহার সহিত মিষ্ট বাক্য দ্বারা, কাহার সহিত অর্থ দ্বারা, কাহার সহিত শ্রম দ্বারা সধ্যবহার করিবে । ব্যবহার কাপণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ।

বশবর্তীতা একটি প্রধান দোষ । তাহা চারি প্রকার যথা:—

১। শোকাতির বশবর্তীতা ।

২। অভ্যাসের বশবর্তীতা ।

৩। মাদকাদির বশবর্তীতা ।

৪। কুসংস্কারের বশবর্তীতা ।

সংসারে বর্তমান জীবের শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ ও মোহ হইবার শত শত কারণ আছে, কিন্তু বৈধভক্তগণ এই সকল কারণ উপস্থিত হইলেও শোকাতির বশবর্তী হইবেন না । তাহাতে লঘুতা ঘটে এবং ভক্তি চর্চার সম্যক ব্যাঘাত হয় । ইহাতে সৰ্বদা সতর্ক থাকা উচিত । দিবা নিদ্রা, প্রাতঃ নিদ্রা, অকারণ ভাষুল চর্ষণ, অকাল পান ভোজন, অকাল শৌচাদি গমন, উত্তম শয্যা শয়ন, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি নানা প্রকার অভ্যাস করিয়া অনেকে অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হন । জীবন ধারণের দ্বারা নিত্য প্রয়োজন তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া অনাবশ্যক ব্যবহার দ্বারা অভ্যাসের বশীভূত হইবেন না । মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, বিশেষতঃ সেই সেই দ্রব্যের বশীভূত হইয়া চরমে ভক্তি সোপাধিক হইয়া পড়ে । মদ্য গাঁজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলিরত কথাই নাই, তামাক পর্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয় । তামাকের ধূম পানের দ্বারা জীব তাহার অভ্যাস বশীভূত হয়, এমন কি তাহার জন্য অসংসদ করিতে বাধ্য হয় । কুসংস্কারের বশবর্তীতা একটি প্রধান উৎপাত । কুসংস্কার হইতে পক্ষপাত উদ্ভিত হয় । পক্ষপাত উদ্ভিত হইলে আর সত্যের আদর থাকে না । বৈষ্ণব চিন্তাদি ধারণ করা বৈধভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । তাহাতে দেহ-গত ভগবদমুশীলন হইয়া থাকে । তাহাই যে বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ তাহা মনে করা সম্প্রদায় পক্ষপাত রূপ কুসংস্কার মাত্র । এই কুসংস্কারের বশাবর্তী হইয়া অনেকে তত্ত্বচিন্তা রহিত সাধু বৈষ্ণবের অনাদর করিয়া থাকেন । ফলতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ে যদি সাধু সঙ্গ লাভ না হয় তাহা হইলে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া অন্যত্র সাধু সঙ্গ লাভের যত্ন হয় না । সাধু সঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল লাভ হয় না, অতএব কুসংস্কারের বশবর্তী হওয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত । অপিচ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আবদ্ধ

কুসংস্কার হত পুৰুষদিগের তদপেক্ষা উচ্চ গতিৰূপ ভক্তিতত্ত্বে অনেক স্থলে
কচিৎ ক্ষেপে না। কখন কখন আত্মমাতী বিবেক আশিয়া উপস্থিত হয়।

অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। দেবতা দুই প্রকার, ভগবানের
অবতার বিশেষ ও অধিকার প্রাপ্ত জীব। ভগবদবতার সকলের প্রতি অবজ্ঞা
রহিত হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। এতদ্বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই। যে
সকল জীব ভগবৎ কৃপা বলে জগৎ শাসন ও জগৎ পালন ইত্যাদি অর্থ লাভ
করিয়া দেবতা মধ্যে পরিগণিত, তাঁহাদিগকে অসংখ্য জীবগণ পূজা করিতেছে।
বৈষ্ণবগণ অন্যথা পূৰ্বক তাঁহাদের অবজ্ঞা করিবে না। তাঁহাদিগকে যথা
যোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি বর প্রার্থনা করিবে। কোন জীবকেই অবজ্ঞা
করিবেনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয় সে
সমুদায়কে সম্মান করিবে। যেহেতু তত্তল্লিঙ্গ দ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল
ভক্তির প্রাণভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহংকার বৃদ্ধি হয়।
অকিঞ্চন বুদ্ধি খৰ্ষ হইয়া যায়। চিত্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকেনা।

ভূতসকলের অর্থাৎ অন্য জীবসকলের উদ্বেগ দান করিবে না। নিজ খাদ
সংগ্রহের জন্য জীব হনন করা এক প্রকার ভূতোদ্বেগ কার্য বিশেষ। অন্য
লোকের অন্তঃ কথার আন্দোলন, অন্য লোকের নিন্দা, অন্য লোকের সহিত
কলহ, অন্য লোকের প্রতি কটুবাক্য, মিথ্যা শাস্ত্র দান, নিজের আড়ম্বরের
জন্য লোকের শ্রুতি খৰ্ষ করণ এবিধ নানা প্রকার ভূতোদ্বেগকর কার্য
আছে। বৈধ ভক্ত যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত কার্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন।
পরহিংসা, চৌৰ্য্য, পরদান অপচয়, আঘাতকরণ, পর জীৱ লোভ এ সমুদয়ই
ভূতোদ্বেগকর।

ভূতোদ্বেগ সম্বন্ধে একটু বিচার করা কর্তব্য। বাঁহারা ভক্তিকে আশ্রয় করেন
সৰ্বজীবের প্রতি দয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া পড়ে। দয়ারভক্তি হইতে
পৃথগন্তি নাই। যে বৃত্তি পরমেশ্বরে অধিত হইলে ভক্তি বা প্রেম বলিয়া
অভিহিত হয় তাহাই অন্যজীবের সম্বন্ধে মৈত্ৰী, কৃপা ও উপেক্ষাস্বরূপ দয়া হইয়া
পড়ে। ইহাই জীবের নিত্য স্বধৰ্ম্মাস্তগত ভাব বিশেষ। বৈষ্ণুভাবস্থায় কেবল মৈত্ৰী
এবং বন্ধাবস্থায় পাত্রবিশেষে মৈত্ৰী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল নিত্য স্বধৰ্ম্মগত
দয়ার ভিন্নভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীবসম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায়
জীবের বদেহ নিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে সগৃহ-বান্দী-জীব-নিষ্ঠ, আরও প্রস্ফু-
টিত হইলে স্বৰ্ণ নিষ্ঠ, আরও প্রস্ফুটিত হইলে বদেশবাসী সজাতি নিষ্ঠ আরও

শ্রীক্ষুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্বজন নিষ্ঠ, আরও শ্রীক্ষুটিত হইলে সর্ব মানব নিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ শ্রীক্ষুটিত হইলে সর্বজীব নিষ্ঠ আদ্র্ভাব বিশেষ রূপে পরিচিত হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়াটিসম্ (patriotism) বলে তাহা স্বদেশ বাসী স্বজাতি নিষ্ঠ ভাব বিশেষ। যাহাকে ফিলান্থ্রপি (philanthropy) বলে তাহা সর্ব মানব নিষ্ঠ ভাব বিশেষ। বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত সংকীর্ণ ভাব নিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতৌদ্বেগ রাহিত্য রূপা সর্ব জীবের প্রতি পরম আদ্র্ভা স্বরূপা দয়াই এক মাত্র বরণীয় ভাব।

সেবা ও নামাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্বদা সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইল। সেবাপরাধ পঞ্চ বিধ যথাঃ—

১। সাধ্যমত যত্নাভাব।

২। অবজ্ঞা।

৩। অপবিত্রতা।

৪। নিষ্ঠাভাব।

৫। গর্হ।

শ্রীমূর্তি সেবা সম্বন্ধে যে সকল অপরাধ নানা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে সেই সমুদায় অপরাধ মূল বিচারে পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার বলিয়া জানিতে হইবে। সমস্ত অপরাধের বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহা বরাহ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উৎসব করা হয়না। সামর্থ্য থাকিতেও গোণোপচার দ্বারা পূজা নির্বাহ করা যায়। যে কালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায় তাহা যত্ন পূর্বক ভগবানকে দেওয়া যায় না। ভগবানের স্তব, বন্দনা দণ্ডবৎসিত না করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জালিয়া ভগবান্নন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য সকল সাধ্য মত যত্নাভাব হইতে নিশ্চিত হয়।

যানারোহণপূর্বক বা পাছুকা ব্যবহারপূর্বক ভগবদ্বাহে গমন, শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রণাম নাকরা, এক হস্ত দ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা ভগবান্নূর্তি নির্দেশ, শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যবেক্ষের উপরে বসিয়া স্তব পাঠ, শ্রীমূর্তির অগ্রে শয়ন ভোজন ইত্যাদি শারীর কর্ম, উচ্চৈশ্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়াস্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচন, অধো বায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ

ভগবদ্ভৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্তি দর্শন (যে সময়ে বার হয় সেই সময় ব্যতীত অন্য সময় অকাল) এই প্রকার কার্য সকল সেবা সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

উচ্ছিষ্ট লিখ বা অন্যপ্রকার অশুচি দেহে ভগবদ্ভক্তিগমন, পশু লোমযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্তির সেবা করণ, পূজা সময়ে ধূংকার, সেবা সময়ে অন্য বিষয় চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা বর্ণিত আছে।

ভগবৎ সেবার পূর্বে জল গ্রহণ, অনিবেদিত অন্ন জলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্ত্র ও কালোদিত সুখাদ্য ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা এই সকল নিষ্ঠাভাব।

সেবা কালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্ভাস বলিয়া জ্ঞান কর্তব্য। তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসা কীর্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবা কালীন গর্ভ। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্তি সেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব বিবেচনা করিলে গর্ভ হয়।

এই পঞ্চ প্রকার সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্তির সেবা করিবেন।

ভজনশীল ব্যক্তি মাত্রেই নাম অপরাধ যত পূরক বর্জনীয়।

নামাপরাধ দশ প্রকার যথা:—

- ১। সাধু নিন্দা।
- ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান।
- ৩। গুরুবজ্ঞা।
- ৪। বেদ শাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা।
- ৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা মাত্র বলিয়া জ্ঞান।
- ৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা।
- ৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।
- ৮। অন্য শুভ কর্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান।
- ৯। অশ্রদ্ধাধন ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ।
- ১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

নৈতিক ধর্ম শাস্ত্রে পরনিন্দা মাত্রই দোষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি দোষ তারতম্য বিচার পূর্বক ভাষিক ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভক্তি শাস্ত্রে সাধুনিন্দাকে প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যাহাদের সাধু নিন্দায় প্রবৃত্তি,

তাহাদের সাধু সঙ্কলন অভাবে ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধ হয় না । কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র যেমত দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত ভক্তি বৃত্তি তদ্রূপ সাধু নিন্দা-ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে । বর্ণাশ্রম ধর্ম উত্তম রূপ অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্ত সাধুর সঙ্গাভাবে ও সাধুনিন্দা অপরাধে ভক্তি বৃত্তিটী জনগণের হৃদয়ে লুপ্ত হইয়া পড়ে । অনেক স্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে বৈষ্ণব নিন্দাদোষ জনিত অপরাধ ক্রমে বর্ণশ্রমাচার নির্ভ পুরুষগণেরা ক্রমশঃ অধঃ পতিত হইয়া নিরীশ্বর নৈতিক ও অবশেষে নীতিবিহীন হইয়া পশুবৎ অবস্থান করেন । অতএব সাধুনিন্দা সর্বদা পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে একটী একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করেন এবং ভগবানকে তাঁহাদিগ হইতে পৃথক জ্ঞানেন, তাঁহারা স্মৃতরাঃ বহীশ্বর বাদী হইয়া পড়েন । তাঁহারা নিষ্ঠাশূন্য অতএব ভক্ত নহেন । পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান । তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতা প্রযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞান, অতএব তাঁহারা অপরাধী । হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয় না । অতএব শিবাদি দেবতাগণকে হয় ভগবদবতার বিশেষ বলিয়া জানা উচিত, নতুবা ভগবন্তকে বলিয়া জানা কর্তব্য । এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে শিবই পরম পুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার অতএব শিবনামে নিষ্ঠাপূর্বক বিষ্ণু নাম স্মরণ জানিবেনা । এই প্রকার বাদ প্রতিবাদ করাকে সাম্প্রদায়িক ভর্তুকি বলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় না । এক মাত্র পরমেশ্বরের ভজনাই প্রয়োজন । হরিনামে নিষ্ঠা করাই আবশ্যক যে হেতু নির্গুণ তবই চরম তত্ত্ব । সত্ত্ব, রজ, তম গুণ বিশিষ্ট দেবতা সকলকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অমৃতা রহিত পূর্বক এক মাত্র নিগুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হরির ভজনই কর্তব্য । বেদ শাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র দর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্বক অন্য প্রকার কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নিগুণ ব্রহ্ম লাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে । বৈষ্ণব শাস্ত্রে হরিকে সঙ্কীর্ণানন্দ সাকার রূপ পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন । হরি দেবন দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত নাই । অতএব কল্পিত দেব স্বরূপকে সাধা রূপের সহিত তুলনা করা যায় না । সিদ্ধ স্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে অবৈধ বাদ ও ভক্তিবাদ উভয় নষ্ট হয় । অতএব শাস্ত্র পরিবর্তন না

করিয়া দেবতাকে ভগবন্ত বা গুণাবতার বলাই পণ্ডিত লোকের কর্তব্য। তাহা না করিলে নিত্য সিদ্ধধরূপের প্রতি অপরাধ হইবে।

গুরুবজ্রা একটা প্রধান অপরাধ। যে পর্য্যন্ত সাধকের গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয় সে পর্য্যন্ত তদন্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবেনা। বিশ্বাস না হইলে ভজন ক্রিয়াদি ঘটেনা। অতএব দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে। যাঁহার মহদতিক্রম করার বুদ্ধি থাকা হয়, তাঁহার গুরুবজ্রা অপরাধে পরম ভাবে নিষ্ঠা জন্মে না।

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারিটা বেদ ও তদনুগত পুরাণ সকল, মহাভারত, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাম্বিক তন্ত্রসমস্তই হরিনামের মহিমা ও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। সেই সকল শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাহাদের নিন্দা করিলে কখনই ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয়না। সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা কোন নূতন প্রকার হরি ভক্তির পন্থা আবিষ্কার করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ জগতের উৎপাত স্বরূপ হইয়া পড়েন। নবীন নবীন শেক্ষরমত সমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ, ভাস্ক, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি মত নিচয়ের আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে সাধ্য বস্তুর সাধনোপায় একই প্রকার সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। দেশ বিদেশে ভাষাভেদে ও ব্যবহার ভেদে সাধন প্রক্রিয়া কিছু কিছু ভেদ হইলেও তাৎপর্য্যে সে সমূদায়ই এক। বিজ্ঞান চক্ষের নিকট তাহাতে ভেদ প্রতীত হয়না। বেদ শাস্ত্র নিত্য। তাহাতে যে সাধন প্রক্রিয়া লিখিত আছে তাহা সনাতন। তদনুগত শাস্ত্রে যে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে সে সমূদায়ই বেদ সম্মত প্রক্রিয়া। যিনি দাস্তিকতা দ্বারা চালিত হইয়া নূতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহার মতসে কেবল 'সকপোল' কল্পিত দাস্তিক মতমাত্র। তাহাতে সার না থাকায় সেই মতস্থ ব্যক্তিগণের যে হরিভক্তি তাহাও উৎপাত জনক।

অনেক পুণ্যকর্ম আছে যাহার ফলসমূহ বাস্তব নয়, কেবল বহিঃস্থ লোকের প্রবৃত্তির জন্য ঐ সকল ফল কীর্তিত হইয়াছে। সেই সকল ফল কীর্তনকে লোকে সেই সেই কর্মের প্রশংসা বলিয়া থাকে। হরি নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অনেক দুর্ভাগ্য লোক তাহাকেও প্রশংসা বলিয়া উক্তি করে। হরি নামের সমস্ত ফলই সত্য, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে তাহা শাস্ত্রে কীর্তন করিতে পারেন নাই। যত প্রকার ভজন সাক্ষাত আছে সমস্ত সাক্ষাতের মধ্যে

হরিনামই লাঞ্ছিত্ত্ব দার স্বরূপ । যাঁহারা হরিনামের মাধ্যম্যকে প্রশংসা মনে করে তাঁহারা অপরাধী ।

প্রকারভেদে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটি অপরাধ । হরি শব্দে সহজেই পরম রসাধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় । শ্রীবিগ্রহ তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিত্তা করত ব্রহ্মশব্দ ও হরি শব্দ একার্থ মনে করিয়া একটি নিরাকার হরির কল্পনা করেন । পাছে হরি বলিলে কৃষ্ণতত্ত্বকে উদ্দেশ্য করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় ‘চিদানন্দ’ হরি ‘নিরাকার হরি’ এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন তাহাতে হরিনামের অর্থভ্রম কল্পনা করা হয় । ইহা একটি বিশেষ অপরাধ । যাঁহারা এই অপরাধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্বয়ং গুণজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রস শূন্য হইয়া যায় ।

হরি নাম বলে যে স্থলে পাপ করিবার সাহস জন্মে সে স্থলে ত্রুটি প্রকাণ্ড অপরাধ উপস্থিত হয় । পাপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে হরিনামে অনুরাগ হয় । যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের স্বভাবতঃ পাপে কুচি হয় না । তবে যে কেহ কেহ সর্বদা হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং অপ্রকাশ্য রূপে অনেক পাপাচরণ করেন, তাহা তাঁহাদের শ ভা মাত্র । কেহ কেহ এরূপ হুভাগা যে পাপকার্য উপস্থিত হইলে তাহা করিবার সময় মনে করেন যে সময়ান্তরে হরিনামের দ্বারা এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের আশ্রয়ে স্বকার্য উদ্ধার করিয়া লই । এসমস্ত অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনামাশ্রয় করা জীবের কর্তব্য ।

যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, সাধ্যায়, বর্ণধর্ম, আশ্রম ধর্ম, আতিথ্য প্রভৃতি বহুতর পুণ্য কর্ম আছে । যাঁহারা কর্মজড় তাঁহারা হরিনামকেও একটি কর্ম বিশেষ মনে করিয়া অন্যান্য পুণ্য কর্মের সমান বলিয়া তাহাকে জানে । এটি একটি মহৎ অপরাধ । কোথায় অনিত্য কর্ম ও কোথায় নিত্যানন্দ স্বরূপ হরিনাম !

স্বাভাবিক, নিত্য নৈতিক বা কর্ম পরায়ণ তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধ না হইলে তাঁহারা হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না । অনধিকারী ও অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন স্বরূপ নিরর্থক কর্ম । দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তিকে হরিনাম যিনি দান করেন তিনি হরি নাম বিক্রয়ী । অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন দ্বয় করিয়া স্বয়ং হরিভঞ্জন হইতে চ্যুত হন ।

নাম মাহাত্ম্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া যাহার হরিনামে প্রীতি জন্মিল না সে নিভাস্ত দুর্ভাগ। তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারেনা। সে ব্যক্তি অপরাধী।

এবমিধ দশটি অপরাধশূন্য হইয়া বৈষ্ণবভক্ত ভগবন্তজন করিতে থাকিবেন। বৈধভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি ও ভাগবত শিক্ষার অমুদোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেই রূপ শিক্ষা হইতে থাকে তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের কল না হইবে সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখে ঐ রূপ শিক্ষা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিভাস্ত পক্ষে বৈষ্ণব দেবী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্ব বরণ করিবেন।

এবমুক্ত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈধভক্তগণ পঞ্চবিধ ভগবদমু-শীলন দ্বারা ভক্তি বৃত্তির উন্নতি সাধনে সর্বতোভাবে যত্ন করিবেন।

চতুর্থ ধারা—গৌণ ও মুখ্য বিধির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার।

এখন দেখা উচিত যে পূর্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্মের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার সহিত বৈধীভক্তির কি সম্বন্ধ? জিজ্ঞাসা এই যে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিনাশ বা পরিত্যাগ পূর্বক বৈধী ভক্তি আশ্রয় করিতে হয়, কি সেই ধর্মের যথা বিধি পালন পূর্বক ভক্তি অমুশীলন অন্য বৈধভক্তি-মार्গ গ্রহণ করিতে হয়? পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে উত্তম রূপে শরীর পালন, মানস বৃত্তির শৃঙ্খল অমুশীলন ও উন্নতি সাধন, সামাজিক মঙ্গল চর্চা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই বর্ণাশ্রম ধর্মের মুখ্য তাৎপর্য। যে পর্যন্ত জীব জড়ীয় শরীরে আবদ্ধ আছেন সে পর্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজনতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। করিলে, পূর্বোক্ত চতুর্বিধ শিক্ষার অভাবে জীবের জীবন কুপথ গামী হইবে, কোন প্রকার মঙ্গল সাধন হইবে না। অতএব শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সভার মঙ্গল সাধন অন্য বর্ণাশ্রম বিধানকে উপযুক্ত বিধি জানিয়া তাহার পালন করিবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনই যে জীবের চরম প্রয়োজন,

দ্বিতীয় বৃত্তি ।

তাহা নয়। অতএব সেই ধর্ম পালন পূর্বক ভক্তির অনুশীলন করিবে। ভক্ত্যানুশীলনের জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্মের পালন করা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম যেসকল দীর্ঘস্থায়ী কার্য্য তাহা করিতে গেলে ভক্ত্যানুশীলনের অবকাশ পায় কিনা? এবং যে স্থলে বিরোধ উপস্থিত হয় সে স্থলে কি কর্তব্য? প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে শরীর, ঘন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সম্ভার রক্ষা ও পুষ্টি না করিতে পারিলে, অধিকতর উচ্চ চেষ্টা যে ভক্তি তাহার কার্য্য কিরূপে হইবে। অতি শীঘ্র মৃত্যু হইলে, বা চিত্ত বিভ্রমাদি বাধি উপস্থিত হইলে, অথবা সামাজিক বিপ্লব সহকারে নিতান্ত ক্লেশ ও কদাচার উপস্থিত হইলে, বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা না পাইলে ভক্তির অঙ্গর যে শ্রদ্ধা তাহা কিরূপে জ্বলিয়া উঠিতে পারে? অবকাশ লাভ করিবে? পক্ষান্তরে, যদি বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সেচ্ছাচার গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই সকল শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা অত্যন্ত প্রমত্ত ভাবে যথেষ্টাচারে রত হইবে। সর্বদাই জীবকে কদম্ব বিধে রত করিবে। আর ভক্তির কোন প্রকার লক্ষণ উদ্ভূত হইবে না। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম কিয়ৎ পরিমাণে দীর্ঘস্থায়ী হইলেও স্বীকার করা কর্তব্য। বৈধীভক্তির অনুশীলন ক্রমে তাহার দীর্ঘ স্থায়িতা ক্রমশঃ খর্ব হইয়া পড়িবে। তাহার অঙ্গ সকল ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গে পরিণতি লাভ করিবে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্মকে সুন্দর রূপে পালন করিতে করিতে পঞ্চ প্রকার ভক্তির সাধ্য মত অনুশীলন করিবে। যে অঙ্গ ভক্তির বিরোধ করে সে অঙ্গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। অবশেষে বৈষ্ণব জীবনে বর্ণাশ্রম ধর্মটি ভক্তিপূত হইয়া পরম সাধক ভাবে ভক্তি দাস স্বরূপে অবিরোধে বর্তমান থাকিবে। ভক্তির অনুশীলন ক্রমে ব্রাহ্মণ-জীবন অকিঞ্চন লাভ করিয়া ভক্তিপূত শূদ্র-জীবনের পারমাধিক সমতা স্বীকার করিবে। শূদ্র-জীবনও ভগবদ্দাস্য ও ভাগবত দাস্যভাব দ্বারা উজ্জলিত হইয়া অকিঞ্চনভূত বিপ্র-জীবনের সাম্য লাভ করিবে। তখন বৈষ্ণব ভ্রাতৃত্বাবের পবিত্রতা চতুর্কর্ণের জীবনকে এত উজ্জল করিবে যে বৈকুণ্ঠ জীবনের প্রারম্ভ প্রায় বোধ হইতে থাকিবে। দেহাত্মাভিমান জনিত উপদ্রব খর্বিত হইলে, জীব সমূহের পরম সাম্য স্মরণ সম্ভব।

নিরীক্ষার নৈতিক জীবন যেমত বর্ণাশ্রম ধর্মরূপ সেশ্বর নৈতিক জীবনের উদয়ে তাহাতে বিলীন হইয়া নির্দোষ ভাবে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সেশ্বর নৈতিক জীবন ও বৈধীভক্তির উদয়ে, বৈধীভক্তির জীবনে পূর্ব-দোষ-শূন্য হইয়া

একটি অপূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মীর দেশ-ভজনের অন্যান্য নীতির সমকক্ষ রূপে ছিল। ভক্ত জীবনে ঐ ধর্মের সন্নিবেশ হইলে দেশের ভজনকে জীবনের সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে প্রধানতা অর্পণ করে। বর্ণাশ্রম ধর্মগত অন্য সমস্ত নীতিকে দেশ-ভজনের দাসরূপে গণন করিয়া থাকে। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে এই পরিবর্তনটিকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে সময়ে ঐ নিষ্ঠা প্রবল হইতে থাকে তখন জীবনকে আর একটি পরম উৎকৃষ্ট আশ্রয় প্রদান করে। বর্ণাশ্রম ধর্মীর জীবন ও বৈধভক্তের জীবনে একটি অপূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

নর মাঝেই ভক্তির অধিকারী একরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণাশ্রম-গত-বর্ণ চতুষ্টয়ের ও আশ্রম চতুষ্টয় স্থিত সমস্ত পুরুষেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, ইহা স্বীকৃত হইল। বরং অন্ত্যজগণ ও নর মধ্যে পরিগণিত হইয়া ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভক্তির অধিকারী সত্য, কিন্তু ভক্তিলাভে তাঁহাদের তত সুবিধা নাই। তাঁহাদের জন্ম, সংসর্গ, কর্ম ও প্রবৃত্তি এতদূর অবৈধ যে তাঁহাদের জীবন সর্বদাই জড়াসক্ত ও পশুজীবনের তুল্য। উন্নয়নপালনবশত্বে তাঁহারা সর্বদাই নিভাস্ত স্বার্থপর, বর্বোৎসাহীল এবং নির্দয়। তাঁহাদের জন্ম কঠিন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিপথ শুলভ নয়। তাঁহাদের যে ভক্তি তত্ত্ব অধিকার আছে, তাহা নারদশিষ্য, ব্রহ্ম, বীণ্ড, পল প্রভৃতি ভক্তগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে। তাঁহাদের জীবনে ইহাও লক্ষিত হইবে যে তাঁহারা অনেক কষ্টে ভক্তি পোষণ করিয়া ছিলেন। এমত কি তাঁহাদের ভক্ত জীবন অধিক দিন রক্ষা পাইতে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তিতে, সকল মহুষ্যেরই অধিকার আছে কিন্তু বর্ণাশ্রমচারী পুরুষের অধিকার ও সম্পূর্ণ সুবিধা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অধিকার ও সুবিধা থাকিলেও অনেক বর্ণাশ্রমচারীর বহিষ্কৃত্য লক্ষিত হয়। তাহার ছেছু এই যে, নরজীবন একটি সোপান নয় গঠন বিশেষ। অন্ত্যজ জীবনই সর্ব নিম্নস্থ সোপান। নিরীশ্বর নৈতিক জীবন দ্বিতীয় সোপান। সেখান নৈতিক জীবন তৃতীয় সোপান। বৈধ ভক্ত জীবন চতুর্থ সোপান ও রাগোত্তেজিত ভক্ত জীবনই সোপানোপরি অবস্থান। জীব যে সোপানে অবস্থিত আছেন, তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ প্রবৃত্তিই তাঁহার সত্য। সেই সত্য ক্রমে ব্যস্তভাবে অসময়ে এক সোপান হইতে অন্য সোপানে আরোহণ না করেন অর্থাৎ এক সোপানে উত্তমরূপে পদস্থাপিত করিয়া অন্য সোপান গ্রহণ করেন ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার জন্য সোপান নিষ্ঠা

রূপ অধিকার বাধ্যতাই হইয়াছে। অন্য সোপানে পদার্পণ করিবার অধিকার যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্ব নিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্তব্য। তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার বাসনাকে কুসংস্কার বলে। সেই কুসংস্কার ক্রমে অন্ত্যাজ লোক নিরীক্ষার নৈতিক জীবনকে অনাদর করে, নিরীক্ষার নৈতিক কাল্পনিক সেধর নীতিকে অনাদর করে, কাল্পনিক সেধর নৈতিক বাস্তব সেধর নীতির অবহেলা করে, বাস্তব সেধর নৈতিক আবার ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, অবশেষে বৈধ ভক্ত আবার রাগাত্মিক ভক্তির অনাদর করিয়া থাকে। এই কুসংস্কার ক্রমেই বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ অনেকেই বৈধীভক্তির আদর করেন না। ইহাতে ভক্তির কোন ক্ষতি হয়না, কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। উচ্চ সোপান-গত-ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ নিম্ন সোপানস্থিত জীব সমূহের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নিম্ন সোপানস্থ ব্যক্তিগণের ভাগ্যোদয় না হয় সে পর্য্যন্ত পূর্ব নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্বক উচ্চ সোপানে গমনের কুচি উদয় হয়না।

বর্ণাশ্রম ধর্ম-রূপ সেধর নৈতিক জীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইয়া উচ্চ জীবন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেধর নৈতিক জীবন স্বরূপকে পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তজীবন স্বরূপ না গ্রহণ করে সে পর্য্যন্ত তাহার নাম কর্মই থাকে। কর্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্মের পরিপাক হইলে ভক্তিসাধক স্বরূপ উদ্ভিত হয়। তাহাকে তখন ভক্তিই বলা যায়। তখন কর্ম বলিয়া তাহার নাম থাকেনা। ভগবৎ সখ্যিক্তি শ্রদ্ধা উদ্ভিত হইলেই কর্মস্বাধিকার নিরস্ত হয়। কর্মক্ষেত্রে মধ্যে যে সজ্জা বন্দনাদি আছে তাহা ধর্ম-নীতি-গত কর্তব্য কর্ম বিশেষ। প্রজ্ঞোদিতা ভক্তি-কার্য নয়। যে সময়ে ভগবৎ সখ্যিক্তি শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয় তখন ভগবদাহুত্ব রূপ সমস্ত ভক্তি কার্যই তাৎপর্য্য ক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোন স্থলে সজ্জাকালে হরিকথা হইতেছে তাহা পরিত্যাগ পূর্বক সজ্জা বন্দনাদি কর্ম করিতে কুচি হয়না। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে সজ্জাবন্দনাদির যে তাৎপর্য্য তাহাই যখন উপস্থিত তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাজ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটা ভক্তির অঙ্গ নয়, যেহেতু তাহারা চিন্তকে কঠিন করিয়া ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়ে। ভক্তিতে প্রবেশ হইবার পূর্বে কোন কোন স্থলে সাধকের উপযোগীতা করে। কোন কোন স্থলে ভক্তি প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর সহচর হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি ভক্তির যে সখ্যিক্তি তাহা পৃথক রূপে দর্শিত হইবে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বৈধীভক্তির বহুবিধ অঙ্গ বিচারিত হইয়াছে । ভক্তি সন্দর্ভে ঐ সকল অঙ্গকে নববিধ ভক্তির মধ্যে সুল্লার রূপে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । শ্রীভক্তি রসামৃত সিদ্ধ গ্রন্থে চতুঃষষ্টি বৈধঅঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধ্যে পাঁচটি অঙ্গকে মুখ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন । ঐ পাঁচটি অঙ্গ যথা:—

- ১। শ্রীমূর্তি সেবার ঐতি ।
- ২। রসিকদিগের সহিত শ্রীমন্তাগবতের অর্থ সকল আবাদ করা ।
- ৩। স্বজাতীয় আশয় দ্বারা নিম্ন ও শ্রেষ্ঠ সাধুদিগের সঙ্গ ।
- ৪। নাম সংকীর্তন ।
- ৫। ব্রহ্মবাস ।

যে সাধকের যে অঙ্গে অধিক কৃতি সেই অঙ্গই তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে আদরনীয় । কোন বিশেষ অঙ্গে কৃতি আছে বলিয়া অন্যান্য প্রতি বিদেহ ন । অঙ্গের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্তব্য । বৈধ অঙ্গের মূল বিচার স্থলে দুইটি কথা স্বীকার করা কর্তব্য যথা:—

- ১। ভগবানই জীবের নিয়ত অর্ন্তব্য । যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের অমূল্য তাহাই সাধকগণের পক্ষে বিধি ।
- ২। ভগবৎ বিশ্ব্তিই জীবের অমঙ্গল । যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের প্রতিকূল তাহাই নিষেধ ।

এই দুইটি মূল বিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ কোন সময়ে কোন বিধির আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন ।

বৈধ ভক্তগণই প্রকৃত সাধক । তাঁহাদের তিনটি অবস্থা ।

- ১। প্রজ্ঞাবান সাধক ।
- ২। নৈষ্ঠিক সাধক ।
- ৩। কৃতিযুক্ত সাধক ।

প্রজ্ঞাবান সাধকগণ প্রজ্ঞাসহকারে গুরু পাদাশ্রয়পূর্ব্বক নীক্ষিত হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন ক্রিয়া করেন । ভজন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয় । অনর্থ দূর হইলে প্রজ্ঞা বিগত হইয়া নিষ্ঠারূপে পরিণত হয় । নিষ্ঠা ক্রমশঃ অভিশাষ রূপ হইয়া কৃতি নাম প্রাপ্ত হয় । এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তির উন্নতি । কৃতি আসক্তি হইয়া ক্রমশঃ ভাব স্বরূপ হইয়া পড়ে । তাহা অন্যান্য প্রদর্শিত হইবে ।

চতুর্থ ব্যক্তি ।

— :: —

বাগ্‌ভগ্ন ভক্তি বিচার ।

এ পর্যন্ত আমরা কেবল বৈদী ভক্তির বিচার করিয়াছি। বৈদীভক্তি ব্যতীত সাধন ভক্তির আর একটি অঙ্গ আছে। তাহার নাম রাগাভগ্ন সাধন ভক্তি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে হরিতোষণ দুই প্রকারে সাধিত হয়। বিধি হইতে এক প্রকার সাধন নিম্নত হয়; রাগ সম্বন্ধে অন্য প্রকার সাধন নিম্নত হয়। এস্থলে বিধি ও রাগের তাত্ত্বিক পার্থক্য বিচার করা আবশ্যিক। কর্তব্য বুদ্ধি ক্রমে বিচার সত্ত্বত যে ঈশ-সাধন প্রণালী স্থির করা যায়, তাহার নাম বৈদীভক্তি। কর্তব্য বুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্থিরীকৃত হয় তাহার নাম বিধি। স্বাভাবিক ক্রটি হইতে যে বৃত্তি উত্তেজিত হয় তাহার নাম রাগ। ইষ্টবস্তুরে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ হইয়া পড়ে। রাগ যে বস্তুপ্রতি ধাবিত হয়, সেই বস্তুই তাহার ইষ্ট বস্তু। রাগ কার্য্যে বিচার, ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের প্রয়োজনতা নাই। রাগ সিদ্ধবৃত্তি স্বরূপ। জড় বদ্ধ জীবের আত্মায় যে রাগ ছিল, তাহা আত্মার স্বেচ্ছাভিমান রূপ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ার ইঞ্জিয়ার্থকে বিষয় বলিয়া বরণ করিয়াছে। কাহার পুষ্পে, কাহার খাদ্য, কাহার পেশবস্তুতে, কাহার মাদকদ্রব্যে, কাহার বস্ত্রে, কাহার অট্টালিকায়, কাহার কামিনী প্রতি রাগ ধাবিত হইয়া জীব সকলকে সংসার প্রাপ্ত করাইতেছে। এতদ্বিবন্ধন বদ্ধ জীবের ভগবদ্বিষয় রাগ সুদূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। রাগ স্বরূপ ভক্তি জীবের পক্ষে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে হিতাহিত বিচার পূর্বক ভগবৎপূজানাই এক মাত্র কর্তব্য। এই হিতাহিত বিবেক হইতে বিধির জন্ম। বিধি যত পূর্বক রাগেরই স্বাস্থ্য অহুসন্ধান করিবে। বিধি কদাপি রাগের বিপরীত তত্ত্ব নয়। বিধিকে ইংরাজী ভাষায় Rule বলে ও রাগকে Liberty বা Freedom বলে। বিধি ও রাগ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইলেও বিশুদ্ধবাস্তব এক তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। নির্মল বিধি রাগের সহায়। নির্মল রাগ ভগবৎ ইচ্ছারূপ

বিধির অঙ্গগত। ভগবৎ পক্ষে বিধির জয়। জীব পক্ষে রাগের আদর। জড়জগতে রাগ ও বিধির যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল রাগের অসহ্যানিবন্ধন। রাগ বাহ্যলাভ করিলে বিধি স্বকার্যোদ্ধার পূর্বক সহজেই নিবৃত্ত হয়। অতএব শাস্ত্রা অবস্থায় জীব সম্বন্ধে রাগই সর্ব প্রধান। অসম্বস্তগত রাগ যে রূপ অধম, সম্বস্তগতরাগ সেই রূপ উত্তম। ঐবধের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, বিধির সহিত রাগেরও সেই সম্বন্ধ। রাগের কার্য্য অনন্ত, কিন্তু বিধির কার্য্য রাগের রক্ষণ ও পোষণ। পুষ্ট রাগ বিধিকে অপেক্ষা করে না। শুদ্ধ জীব অর্থাৎ জড়-মুক্তজীব ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদ্ভাগের স্থল নাই। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভাগের নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ভগবন্তীলার উপকরণ স্বরূপ শুদ্ধ জীবই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী। তত্ত্বজ্ঞান বিচারে প্রদর্শিত হইবে যে ব্রজবাসী জন ব্যতীত আর কেহ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী নয়। এস্থলে ইহার উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে। ব্রজবাসীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রে যে রাগাত্মিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ের শাস্ত্র বর্ণন শ্রবণ পূর্বক যে বদ্ধ জীবের তদনুকরণে লোভ জন্মে, সেই বদ্ধজীবের যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগ ভক্তি বলে। এস্থলে মথার্থ বিষয়ে লোভই সেই ভক্তির উত্তেজক, শাস্ত্র যুক্তি বা বিধি তাহার উত্তেজক নয়। অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্বক বিধি যে কার্য্য জীবের প্রবৃত্তি উত্তেজন করিবার যত্ন করে, ভাগ্য ক্রমে একমাত্র লোভই যখন তাহার উত্তেজনা করিল, তখন ঐ ভক্তিকে সাধন কালে বৈধী ভক্তি বলা যায় না। তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। অতএব সাধন ভক্তি দুই প্রকার, বৈধ সাধন ভক্তি ও রাগানুগা সাধন ভক্তি। বৈধ-সাধন ভক্তির বিবৃতি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রাগানুগা-সাধন-ভক্তির বিবরণ লিখিতেছি।

রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয়করণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রে প্রীতি করিয়া থাকেন, যিনি সেই সেই ভাব প্রাপ্তির জন্য লুক্ক হন তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা ভক্তি বৈধী সাধক ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ কীর্ষিত হইয়াছে সেই সমুদায় অঙ্গ স্বীকার করেন। বৈধ ভক্তরা বিধি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল অঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু রাগানুগা ভক্তি সাধকগণ রাগানুগা প্রবৃত্তির দ্বারাই তত্তৎ কার্য্যে নিবৃত্ত হন। শরীর যাত্রা নির্বাহক শারীর কর্ম্ম, মানস কার্য্য ও সামাজিক ক্রিয়া, বদ্ধ জীবের জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। জীবনকে বহিষ্কৃত হইতে না দিয়া ভক্তির সাধক করিবার জন্য যে সকল বৈধ

চেষ্টা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও রাগাঙ্গুগা ভক্তি সাধকের অঙ্গোজ্ঞান । রাগাঙ্গুগা ভক্তের সাধন অন্তরঙ্গ । সাধন কালে জীবন কি ভাব গ্রহণ করিবে, অন্তরঙ্গ সাধনের উপযোগী হইবার জন্য অবশ্যই বৈধীভক্তির অঙ্গ সকল স্বীকার না করিলে, জীবন, হয় অকালে সমাপ্ত হইবে, নতুবা বহিষ্কৃত হইয় রাগাঙ্গুগা বৃত্তিকে ধর্ম করিয়া ফেলিবে । বিশেষতঃ সর্বভাবে ভগবদাশ্রয়ী হইলে অন্তরঙ্গ সাধন কখনই পুষ্ট ও সংরক্ষিত হইতে পারেনা । রাগাঙ্গুগা বৃত্তি পুষ্ট হইলেও শ্রবণ কীর্তনাদি অঙ্গ কখনই পরিত্যক্ত হইবে না । তবে, যেমত বৈধ ভক্ত জীবনে নৈতিক সৈন্য ধর্ম পর্যাবসিত হইয়া একটু বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ রাগাঙ্গুগ ভক্ত জীবনে বৈধ জীবন ক্রিয় পরিমাণে পরিণত হইয়া একটু স্বাধীন লক্ষণ পৃথক ভাব অবলম্বন করে । তাহাতে স্থল বিশেষে বিধিগণের কিছু কিছু তারতম্য এবং কোন স্থলে রূপান্তর হইয়া পড়ে । সেই প্রকার ভক্তদিগের আচার দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয় । ঐ সকল পরিবর্তন কোন শাস্ত্র-বিধি দ্বারা ঘটে না, ভক্তদিগের রুচি হইতে উৎপন্ন হয় । অতএব তাহার নিশ্চিত উদাহরণ দেওয়া যায় না । উদাহরণ কেবল বৈধ বিষয়েই স্থির থাকে । রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার আছে, রাগাঙ্গুগা ভক্তিতেও সেই সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার স্মরণীয় থাকে । ভক্তি রস তন্ময় তাহার বিবরণ করা যাইবে । এস্থলে বিস্তৃত রূপে লিখিতে গেলে পৌনরুক্তি দোষ ঘটবে । সংক্ষেপতঃ এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে রাগাঙ্গুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির ন্যায় দ্বিবিধা যথা:—

১। কাম রূপা ।

২। সম্বন্ধ রূপা ।

বিদয় সম্বোগ তৃষ্ণাকে কাম বলে । ইঞ্জিয়ার্থই বন্ধ জীবের বিবর, অতএব ইন্দ্রিয় তৃষ্ণাকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া থাকেন । যে স্থলে পরম তত্ত্বরূপ ভগবান বিষয় রূপে বৃত্ত হন, সে স্থলে বিষয় সম্বোগ তৃষ্ণাকে প্রেম বলিয়া থাকেন । কাম ও প্রেমের স্বরূপ ভেদ নাই কেবল মাত্র বিষয় ভেদ আছে । নিত্য সিদ্ধ জীব স্বরূপ ব্রহ্ম গোপীগণের বিষয়াস্তর অভাবে প্রেমকেই ব্রজতমে কাম বলা যায়, যে হেতু তথায় কাম ও প্রেমের ভেদ নাই । তাহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি কাম রূপা । তাহাদের ভক্তির অঙ্গকরণ কারী জীবের রাগাঙ্গুগা ভক্তিও কামরূপা । জল ও তৃষ্ণার সহিত যে সম্বন্ধ, সাপা ও সাধকের

মধ্যে তদতিরিক্ত অন্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে সম্বন্ধ রূপা বলি না । কামরূপা রাগাভুগা ভক্তিতে কৃষ্ণমুখ ব্যতীত অন্য মুখের অন্তর্বেণ বা উদ্যম নাই ।

প্রভু দাস সম্বন্ধ, সখা সম্বন্ধ, পিতা পুত্র সম্বন্ধ এবং বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ এই রূপ চারিটি মুখ্য সম্বন্ধ-গত রাগাত্মিকা ভক্তিই সম্বন্ধ রূপা । তাহার অনুকরণকারী জীবের সম্বন্ধ রূপা রাগাভুগা ভক্তি সাধন কালে লক্ষিত হয় ।

কোন ব্রহ্মবাদী ভক্তের ভাবে সাধক লুক্ক হইয়া তাঁহার অনুচরস্থলে আপনাকে স্থির করিয়া তাঁহার আভুগত্য সহকারে তাঁহার ভাবে সিদ্ধ দেহে অন্তরঙ্গ ভগবন্তজন করিবেন । যে পর্য্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থা রূপ ভাবোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত নিজ ভজনের অনুকূল বৈধী ভক্তির অঙ্গ সকল বহিরঙ্গ সাধন রূপে স্বীকার করিবেন । শাস্ত্র ও যুক্তি তাঁহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগের অনুশীলন করিবেন । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তজনের সশ্রদ্ধ সেবা করিবেন । তাঁহাদের কথা আলাচনা করিবেন । ভক্তি পীঠরূপে স্থল বিশেষে বাস করিবেন অথবা মানসে ব্রহ্মবাস করিবেন ।

বৈধী ভক্তিভে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই এক মাত্র কারণ । রাগাভুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের করুণাই এক মাত্র কারণ । কেহ কেহ বৈধীভক্তিকে প্রেম ভক্তির মর্যাদা স্বরূপ বলিয়া তাহাকে মর্যাদা মার্গ বলিয়া নাম দিয়াছেন । রাগাভুগা ভক্তিকে প্রেম ভক্তির পুষ্টিকারিণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বৈধীভক্তি সর্বদাই ঐশ্যজ্ঞান যুক্ত । রাগাভুগা ভক্তি সর্বদাই ঐশ্যজ্ঞান শূন্য । কোন কোন স্থলে বৈধ ভক্তগণ বৈধী প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন । আগামী বৃষ্টিতে রাগ জনিত ভগবন্তজনের লক্ষণাদি বিচারিত হইবে ।

পঞ্চম ব্যক্তি ।

—:—

প্রথম ধারা— ভাব ভক্তি বিচার ।

প্রেম ভক্তিই সাধন ভক্তির ফল । প্রেম ভক্তির দুইটা অবস্থা, প্রথম অবস্থা ভাব এবং দ্বিতীয় অবস্থা প্রেম । প্রেমকে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে ভাবকে তাহার কিরণ স্বরূপ বলা যায় । ভাব বিশুদ্ধ মন স্বরূপ, কচি দ্বারা চিত্তকে মন্থন করে । পূর্বে যে ভক্তি-সামান্য লক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধ মন স্বরূপ হয়, এবং কচির দ্বারা চিত্তকে মন্থন করে সেই অবস্থাকে ভাব বলা যায় । ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির পরূপতা লাভ করে । তত্বে ভাব স্বয়ং প্রকাশ রূপ কিন্তু মনো-বৃত্তি-গত হইয়া প্রকাশ্য রূপে ভাসমান হয় । এস্থলে যাহাকে ভাব বলা গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি । রতি স্বয়ং আশ্বাস স্বরূপ হইয়াও কৃষ্ণাদি বিষয়াবাদের হেতু রূপে প্রতিপত্তা । এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে রতি চিত্তের বিশেষ, জড়ান্তর্গত কোন তত্ত্ব নয় । বদ্ধ জীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, তাহা ঐ জীবের চিহ্নভাগ-গত ভাবের ক্ষুদ্র সম্বন্ধীয় বিকৃতি মাত্র । জড়ে যখন ভগবদনুশীলন হয় তখন ঐ রতি সম্বন্ধে ভগবৎ সম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয় সকলের আশ্বাসনের হেতু হয় । তৎকালেই ক্লাদিনী-অংশে স্বয়ং আশ্বাস প্রদান করে । রতিই প্রেম কল্পতরুর বীজ স্বরূপ । রতিতে যখন অন্যান্য ভাব আদিয়া সহায়তা করে তখন ভাব যোজক সম্বন্ধের দ্বারা প্রেম বৃক্ষকে প্রকট করে । রস-তত্ত্ব বিচারে ইহার বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ।

রতিই প্রেমের অত্যন্ত সূক্ষ্মাংশ বিশেষ; যাহা হইতে আর কোন স্বরূপ-গত সূক্ষ্মাংশ নাই । শত সংখ্যক অঙ্কে যেমন এক একটা অখণ্ডিত অতি সূক্ষ্ম বিভাগ (ইংরাজী ভাষায় যাহাকে unit বলে) । প্রেম তত্ত্বে রতি তজ্জপ একটা অখণ্ডিত সূক্ষ্ম বিভাগ । সাধন ভক্তিতে কচি, শ্রদ্ধা, আসক্তি প্রভৃতি যে সকল ভাব দেখা গিয়াছিল, সে সকল এক অঙ্গ স্থলীয় রতির ভগ্নাঙ্ক বিশেষ ।

সাধনাস্থে শ্রদ্ধা বা রুচি না থাকিলে সাধন সম্পূর্ণরূপে বিফল । বর্ণাশ্রমাদি যথেষ্ট
বে শ্রদ্ধা ও রুচির উল্লেখ আছে, সে শ্রদ্ধা ও রুচি রতিরই ভগ্নাঙ্ক বটে কিন্তু ঐ
ভগ্নাঙ্কের প্রতিবিম্বিত ভাব । নীতি বিরুদ্ধ জীবনে রতির ভগ্নাঙ্ক সকল অত্যন্ত
বিকৃত । নৈতিক জীবনে উহারা কিয়ৎ পরিমাণে বিধি রুদ্ধ । সেশ্বর নৈতিক
জীবনে তাহারা অধিকতর বিধিবদ্ধ, কিন্তু তথাপি বিকৃত-প্রায় । সাধন-ভক্ত-
জীবনে উহাদের বিকৃতি নাই, কিন্তু ভগ্নাংশতা থাকায় তাহারা পূর্ণাঙ্ক নয় ।
ভাব-পত-জীবন উদিত হইলেই একাঙ্ক স্থলীয় রতি লক্ষিত হন ।
পূর্ণাঙ্ক স্থলীয় রতি উদিত হইলেই জীব চরিতার্থ হয় । দেহ-তাগ্য পর্য্যন্ত
প্রাপক সম্পদ থাকে । প্রপঞ্চোন্মত্ততাই রতির বিকৃতি । ঈশোন্মত্ততাই তাহার
বিকৃতি মুক্তি বা যৌর প্রকৃতি ।

রতি বা ভাব দুই প্রকার যথা:—

১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব ।

২। প্রসাদজ ভাব ।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হয় যথা:—

১। বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাব ।

২। রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব ।

শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করে ।
সেই রুচি সাধনাভিনিবেশক্রমে পরে আসক্তি হইয়া শেষে রতিরূপে পুষ্ট হয় ।
ইহাই সাধনের কলক্রম । শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ভাবের
উদাহরণ । পদ্ম পুরাণোক্ত রাগানুগভক্তা জীর ভাব প্রাপ্তিই রাগানুগসাধনাভি-
নিবেশজ ভাবের উদাহরণ ।

প্রসাদজ ভাব দুই প্রকার যথা:—

১। কৃষ্ণ প্রসাদজ ভাব ।

২। ভক্ত প্রসাদজ ভাব ।

- ০ কৃষ্ণ প্রসাদ তিন প্রকার, বাচিক, আলোকদান ও হৃদ্য । ভগবান যখন
কাহার প্রতি প্রেম হইয়া বাক্য দ্বারা আনন্দ বিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ
হয় । ভগবান স্বীয় মূর্তি দর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোক
দান বলে । হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব উদয় করান, তাহাকে হৃদ্য প্রসাদ বলে ।
নারদাদি ভক্তপ্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয়াছে । সে সমুদায়
ভক্তপ্রসাদভাব । ভক্তদিগের একটা মহতীশক্তি উদিত হয় । তাহারা সেই

শক্তিক্রমে কৃপাপূর্বক অন্য জীবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। প্রজ্ঞান ও ব্যাধি নারদের কৃপায় নৈসর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে কএকটা কথা বলা আবশ্যিক। প্রেমভক্তদিগের শক্তি অসীম। যে কোন প্রকারের পাজ হউক তাঁহারা তাহাকে কৃপাকরিয়া শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। ভাব ভক্তগণ সাধনভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অঙ্কুর-গীয় শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। নিজ নিজ চরিত্রের বল দ্বারা বহিমুখদিগের প্রাক্তন ক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন। বৈধ ও রাগাভ্যুগ্ৰাসাধন ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণ দ্বারা বহিমুখ লোকের প্রাক্তন অঙ্কুর-সারে পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন। এ স্থলে আরও বিচার্য্য এই যে জীবগণ সাধনক্রমে ভাব ভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রায়িক। প্রসাদজ্ঞ ভাব বিরলোদয় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীও প্রসাদ ক্রমে ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি ও বিধি সমূহের প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু। এরূপ প্রসাদকে অবিচার বলিয়া কেহ অভিমান করিতে পারেন না, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে সতত বলিলে এরূপ অধিকার তাঁহার পক্ষে অনায়াস নয়। ন্যায় কাহাকে বলি? পরমেশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়। ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত বিধি হইয়াছে, তাহার পালনকেই সাধারণে ন্যায় পক্ষ বলে। যেব্যক্তি সতত ইচ্ছাময় তাঁহার নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্র ও তাঁহার ইচ্ছার অধীন। মনুষ্যসম্বন্ধে যাহা প্রমাণ, তদ্বারা যে ন্যায় অন্যায স্থির হয়, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সর্বতোভাবে অতীত।

ভক্ত ভেদে রতি পঞ্চ বিধ। রস বিচার স্থলে তাহাদের পৃথক্ বিচার করা যাইবে।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মে তাহার জীবন অতি পবিত্র হয়। বৈধ ভক্তগণের জীবনে রতির উৎপত্তি হইলে যে সকল পরিবর্তন স্বাভাবিক তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। বিধি বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে। আচারও কিয়ৎ পরিমাণে স্নেহভা দীকার করে। ভাব জীবন যে বৈধ জীবনের এক কালীন পরিবর্তন করে তাহা নয়, কিন্তু ভাবুকের কার্য্য সকল বিধি-সতত বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণ রতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়। ভাবুক স্নেহ ভাবাপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা কোন উৎপত্তের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুক কোন প্রকার পুণ্য পাপে রুচি থাকে না। কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কৰ্ম্ম করেন না। কাহার অঙ্কুরণও করিতে তাঁহার

প্রযুক্তি হয় না। শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদি সংরক্ষণ ক্রিয়া পূর্ব পূর্ব অভ্যাস বশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্য কার্যেই যখন ডাঙ্কিয়া তখন পাপ কার্য কোন প্রকারেই তাঁহা হইতে সম্ভব হয় না। রত্নির চালন ক্রমে কোন কোন স্থলে বৈধ আচারে বৈধি লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা দেখিয়া বৈধ ভক্তগণ কোন প্রকারেই অমুখা প্রকাশ না করেন। জ্ঞাত-ভাব ব্যক্তি সর্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধ ভক্তের ভক্তি ধন ক্রমশঃ কম প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাব ভক্তের জীবন সাধন ভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ। তথাপি ভাব-জীবনের কএকটী নূতন লক্ষণ সর্বদাই আলোচনীয়।

দ্বিতীয় ধারা—ভাবুক লক্ষণ।

ভাবুকের যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ হয় তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত নয় প্রকার লক্ষণ সর্গপ্রধান।

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| ১। ক্ষান্তি। | ৬। সমুৎকণ্ঠা। |
| ২। অব্যর্থকালত্ব। | ৭। সর্বদা নাম গানে রুচি। |
| ৩। বিরক্তি। | ৮। কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি। |
| ৪। মান শূন্যতা। | ৯। কৃষ্ণ বসতি স্থলে প্রীতি। |
| ৫। আশাবদ্ধ। | |

ক্ষোভ অর্থাৎ চিন্তের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইলেও ভাবুকের চিত্ত ক্ষুভিত হয়না। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয় জনের ক্রোধ বা মৃত্যু হয়, কোন সাপত্তি নাশ, কোন সাংসারিক কলহ উপস্থিত বা গীড়া হয়, তাহাতে ভাব ভক্ত তৎকালিক উপস্থিত ক্রিয়া মাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবৎ পাদপদ্মে নিযুক্ত থাকার ক্ষুভিত হইতে পারেনা। ক্রোধ, কাম, লোভ, ভয় আশা, শোক, মোহ ইহারাই চিত্ত ক্ষোভের বিশেষ বিশেষ প্রকার।

কাল ব্যথা না যায় এইরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভাবুক সমস্ত কার্যেই ভাব দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। যে কার্য উপস্থিত, তৎসাধোগী ভগবদ্বীলা স্মরণ পূর্বক সেই কার্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপন করেন। সমস্ত কর্মই ভগবদাস্যরূপে করিয়া থাকেন।

ইঞ্জিয়ের বিষয় সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে বিরক্তি বলা যায়। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। জ্ঞাত ভাব পুরুষের ইঞ্জিয়ার্ণে অরুচি হইয়া

উঠে। সেই সেই ইচ্ছার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট শ্রীতি হয়। বাবাজী বলিয়া একটা শ্রেণী লক্ষিত হয়, তাহারা ভেক ধারণ পূর্বক আপনাদিগকে বিরক্ত মনে করে। বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয় একপনয়। যদি ভাবোদয় ক্রমে ইচ্ছার্থে অকুটি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই যে ভাব ক্রমে যখন বিরক্তি উদ্ভূত হয় তখন সকলের পক্ষে সংসার সুবিধাকর হয় না। যাহাদের পক্ষে সংসার সুবিধা কর হয় না, তাহারা অভাব ধর্ম করিয়া যারান্য ক্ষুদ্র বসন, কেশা, করঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিকার দ্বারা ঈশ্বরাশ্রয় সেবন করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বয়ং হইয়া পড়ে। এই পরিবর্তনদ্বিধন ঈশ্বরদেবের নিকট অধিকার বিচার পূর্বক সর্ব শাস্ত্র সম্মত বলিয়া নির্দিষ্ট হয় তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছে। অনেকে জাত-ভাব হওয়া দূরে থাকুক, বৈধ ভক্তিভেদে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই, ক্ষণ-বৈরাগ্য ক্রমে বা যথেষ্টাচার করিয়াও জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য ভেক গ্রহণ করে। শ্রী পুরুষের কলহ ক্রমে, সাংসারিক ক্রেশ বশতঃ, বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায় অবসানে, কোন মাদক দ্রব্যের বশ্যতা দ্বারা বা অবিবেক পূর্বক যে তাৎকালিক সংসার বৈরাগ্য উদয় হয় তাহার নাম ক্ষণ-বৈরাগ্য। সেই ক্ষণ-বৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহসা কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া কোপীন ও বহির্কাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে অত্যন্ত কালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা শ্রী ইচ্ছায় পরবশ হইয়া কোন প্রকার অবৈধ সংসার পত্তন করে, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইচ্ছায় তৃপ্তি করে। তাহার পরমার্থ কিছুমাত্র হয় না। এই প্রকার অবৈধ ভেকের পক্ষটি একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণব জগতের কোন প্রকার মঙ্গল হইবেনা। পূর্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিচারে অবৈধ বৈরাগ্যকে অগম্য কাৰ্য্য রূপ পাপ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম গত সন্ন্যাস আশ্রম নির্ভ পাপ কার্য্য। এক্ষণে যে অবৈধ বৈরাগ্যের বিচার করা গেল, তাহা ভক্ত জীবন গত মহদপরাধ বিশেষ।

বৈষ্ণব বৈরাগী বলিয়া যাহারা পরিচয় দেন তন্মধ্যে ভক্তি জনিত বৈরাগ্য অতি অল্প লোকের হইয়া থাকে। অবৈধ বৈরাগীগণ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

১। মর্কট বৈরাগী ।

৩। অস্থির বৈরাগী ।

২। কপট বৈরাগী ।

৪। ঔপাধিক বৈরাগী ।

বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদমিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বদা অনর্থ আশিয়া উপস্থিত হয়। এইস্থলে যে বৈরাগ্য লিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু মর্কট বৈরাগী বলিয়াছেন।

মহৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই করি মরণ সময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে। গৃহী লোক আদর পূর্বক ভোজন এবং গাঁজা জামাকাদি অনর্থ চেষ্টার জন্য অর্থ দিবে। এই ভরসায় যে সকল বৃষ্ঠ লোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কপট বৈরাগী বলে।

কলহ, ক্রোধ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ কণিক বৈরাগ্য উদয় হয়, তদ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয় তাহারা অস্থির বৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকেনা, তাহারা অস্তিশীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে।

যাহারা মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে এক প্রকার ঔপাধিক হরি ভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতি দ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে গুহ্য রতিরসাধন চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্যালিঙ্গ ধারণপূর্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।

এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, চুই ও জীবের অমঙ্গল সাধক।

ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয় তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক। যথার্থ বিরক্তি, জাত-ভাব পুরুষ বা স্ত্রীদিগের অলঙ্কার বিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবেনা, কিন্তু ভক্তির অহুভাব স্বরূপ বলা যাইবে।

স্বয়ং উৎকৃষ্ট হইয়াও তদ্বিষয়ে অভিমান শূন্যতার নাম মান-শূন্যতা। যাহার উৎকৃষ্টতা নাই তাহার মান নাই। সেরূপ মান-শূন্যতা ভক্ত জীবনের অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত নয়।

জাত ভাব পুরুষে ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়া আশাবদ্ধকে উৎপন্ন করে। সে সময়ে আর কৃত্রিম জনিত সন্দেহ থাকে না।

নিজাভীষ্টলাভে যে বৃহৎ লালসা তাহাকে সমুৎকর্ষা বলি। জাত-ভাব ব্যক্তির ভগবানই এক মাত্র নিজাভীষ্ট। তাহাতে সমুৎকর্ষা প্রবল হইয়া পড়ে।

জাত-ভাব পুরুষের ভগবদ্ভ্যাস গানে সর্বদা কচি থাকে। অর্থাৎ আর কিছু ভাল লাগে না।

জাতভাব পুরুষ ভগবদ্গুণাখ্যানে সর্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন । রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি । তাহার গাঢ়তম অবস্থার নাম রতি ।

ভগবানের বসতি স্থলে প্রীতিই জাত-ভাব পুরুষের একটি লক্ষণ । ভগবানের বসতি স্থল দুই প্রকার, প্রপঞ্চ গত ও প্রপঞ্চাতীত । প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত হরিলীলার পীঠ সে সকলই প্রপঞ্চ-গত । তাহাতে পরা ভক্তি যোজনা করিলে ভক্তি চক্ষে সে সমুদায় প্রপঞ্চাতীত বসতি স্থলের নিদর্শন স্বরূপ হয় । প্রপঞ্চাতীত বসতি স্থল চিচ্ছগৎ । চিচ্ছগৎ দুই প্রকার । শুদ্ধ চিচ্ছগৎ ও বদ্ধ চিচ্ছগৎ । শুদ্ধ চিচ্ছগৎ বিরজা পারে পরব্যোম স্বরূপ । তাহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রস-পীঠরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেই সকল প্রকোষ্ঠে ভগবান তত্তৎ রসোপযোগী স্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া সেই সেই রসোপকরণ রূপ শুদ্ধ জীব নিচয়ের সহিত নিত্য বিরাজমান । যে যে বদ্ধ জীবগণ সেই সেই প্রকোষ্ঠস্থ রসের আশ্বাদন প্রিয়, সেই সেই জীবগণের চিন্তাগে ভক্তিপূত হৃদয়ে ভগবানের সেই সেই স্বরূপ বিরাজমান আছেন । অতএব বৈকুণ্ঠ ও ভক্তজীব হৃদয় এই দুইটী অপ্রাকৃত ভগবৎবসতি স্থল । ভগবানের প্রপঞ্চ-গত-নীলা স্থান ও ভক্তগণের ভজন পীঠ সমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চ-গত বসতি স্থল বলা যায় । শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগবলীলা স্থান ও দ্বাদশ পাট এবং নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণব ক্ষেত্র, তথা গঙ্গাতীর, তুলসী ক্ষেত্র, ভগবৎ-কথা স্থান ও শ্রীমূর্তির অধিষ্ঠান সমূহ ভগবৎবসতি স্থল । ঐ সমুদায় স্থলে জাত-ভাব পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয় ।

তৃতীয় ধারা—জ্ঞান বিচার ।

জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে জাত-ভাব পুরুষদিগের কিরূপ চেষ্টা তাহা জানিতে কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে পারেন । ভাবের উদয় হইবার পূর্বেই বৈধীভক্তি সাধন কালে পুরুষের ভাগবত শাস্ত্রে সমস্ত বেদান্ত তত্ত্বের এক প্রকার অবগতি হইয়া থাকে । ভাব উদ্ভিত হইলে তাহার আশ্বাদন ব্যতীত জ্ঞানের অন্যাংশের আলোচনা হয় না । জ্ঞান পঞ্চ প্রকার যথা:—

১। ইন্দ্রিয়ার্ণ-জ্ঞান।

৪। ব্রহ্ম-জ্ঞান।

২। নৈতিক জ্ঞান।

৫। শুদ্ধ জ্ঞান।

৩। দৈশ্বর-জ্ঞান।

ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব মাত্রেই ইন্দ্রিয়ার্ণ জ্ঞান সম্ভব। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতের ভাব সকল স্নারবীরশিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। স্নায়ুরেন্দ্রিয় রূপ মনের প্রথম বৃত্তি দ্বারা ঐ ভাব সকল বাহ্য জগৎ হইতে আনীত হয়। তাহার দ্বিতীয় বৃত্তির দ্বারা ভাব সকলকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে। তৃতীয় বৃত্তির দ্বারা ঐ সকল ভাবের সংমিলন ও বিযোগ ক্রমে কল্পনা বিভাবনাদি কার্য্য করায়। চতুর্থ বৃত্তি দ্বারা ঐ সকল ভাবের জাতি নিরূপণ পূর্বক সংখ্যা লঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘু ভাবকে পুনরায় বিভক্ত করত সংখ্যার আধিক্য করে। পঞ্চম বৃত্তি দ্বারা সংসজ্জিত ভাব সকল হইতে যুক্ত অর্থ নিসৃত করে। ইহার নাম যুক্তি। যুক্তিতেই কার্য্যাকার্য্য নির্ণীত হয়। যুক্তি দ্বারাই সমস্ত মানস ও জড় বিজ্ঞান আবিস্কৃত হয়। জড় বিজ্ঞান অনেক প্রকার, যথা, জড়-গুণ বিজ্ঞান (Science of matter and motion) চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism) বৈদ্যুত বিজ্ঞান (Electricity) আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান (Medicine) দেহ বিজ্ঞান (Physiology) দৃষ্টি বিজ্ঞান (Optics) সঙ্গীত বিজ্ঞান (Music) তর্ক শাস্ত্র (Logic) মনস্তত্ত্ব (Mental philosophy) ইত্যাদি। প্রব্যগুণ ও প্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইলে যত প্রকার শিল্প ও কারু (Art and manufacture) আবিস্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway) তড়িৎ বাত্মাবহ (Electrical wire) অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহ নির্মাণ (Architecture) এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্ণ জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ জ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল সমাচার ও কাল জ্ঞান অর্থাৎ অক্ষবোধ (Geography & Chronology) জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্ণ জ্ঞান। পশুপুস্তাক জ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব বিজ্ঞান (Menerology) তথা অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) এ সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ার্ণজ্ঞান। যাহারা এইজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান তাঁহারা এই রূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানব প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।

ইঙ্গিরার্থ জ্ঞানেতে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচার পূর্বক একটী নীতি তত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়। সুখদুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিন্তের অল্পকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ তাহা নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যে হেতু সেই সমুদায় ঘটনা নইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তি দ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতিঃ উন্নতি ও দ্বেষের ঝর্ক করিবার বিধান ও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার, যথা, রাজনীতি, (Politics) দণ্ডনীতি, (Penal code) বণিকনীতি, (Laws of trade) প্রয়োজন বিজ্ঞান (Utilitarianism) শ্রম বিভাগ (Division of labour) শারীর নীতি (Rules of health) সংসার নীতি (Socialism) জীবন নীতি (Rule of life) ভাব সাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি।

- কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরোলোক জ্ঞান বা ঈশ জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয় জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে আর উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ বা অযশ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই। আশাও নাই।

জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নির্বাহের সংযোগ ও উন্নতি বিধান আলোচনা করিয়া নর যুক্তি স্থির করেন যে জগৎ স্বয়ং প্রাপ্তভূত হইতে পারে না। কোন এক প্রধান জ্ঞান স্বরূপ তত্ত্ব হইতে ইহা নিসৃত হইয়াছে। তিনি সর্ব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের আর অধিক সুবিধা করিয়া দিবেন। আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্তি করিবেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি নিজ উচ্চ স্বভাব বশতঃ আমাদেরকে সৃজন করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না। এই প্রকার অনেক অস্থির সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বর বিশ্বাস নৈতিক জ্ঞানে সংযোগ করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কোন কোন ঈশ্বর জ্ঞান বাদীর মতে কর্তব্য কৰ্ম্ম দ্বারা পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ প্রাপ্তি হয়, অকর্তব্য কৰ্ম্ম দ্বারা নরকাদি

ক্ৰেশ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম,অষ্টাঙ্গ যোগাদি ক্রিয়া, তপস্যা, দেশ বিদেশের নানা মাম বিশিষ্ট দৈশ-সাধন রূপ ধর্ম ব্যবস্থা ইত্যাদি দৈশের জ্ঞান জনিত পৃথক পৃথক বিধান বলিয়া জানিতে হইবে। কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান ও সমস্ত কথ্যই এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এই জ্ঞানে জীবের নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপ-বোধ নাই। এই জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণ ইহার ক্ষুদ্রতা যখন উপলব্ধি করেন, তখন অধিকতর উন্নতি কিসে হয় তজ্জন্য ব্যস্ত হন। সেইরূপ ব্যস্ত হইবার সময় বাঁহারা অধীরতা লক্ষণ চাপল্য বশতঃ বুদ্ধিকেই পুনঃ পুনঃ পেথন করেন, তখন বুদ্ধি আর আশ্রয় হইবার পথ না পাইয়া শব্দের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক বাহ্য তাহার অধিকারে আছে, তাহার ব্যতিরেক চিন্তার জন্ম দেয়। আকার আছে, বলে প্রাপ্য তত্ত্ব নিরাকার। বিকার আছে, বলে প্রাপ্য তত্ত্ব নির্বিকার। গুণ আছে, বলে প্রাপ্য তত্ত্ব নিগুণ। বিশেষ আছে, বলে প্রাপ্য তত্ত্ব নির্বিশেষ। এইরূপ লক্ষণ দ্বারা একটী নির্বিশেষ তত্ত্ব করণা করিয়া নিজে চরম গতিও তাহাতে অনেবণ করে। এই স্থলে দৈশের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পড়ে। বাঁহারা ধীরতা স্বীকার পূর্বক আত্মাতে চিন্তাষের অনেবণ করেন, তাঁহারা পঞ্চম জ্ঞান রূপ শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্ম জ্ঞানই চতুর্থ জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞান বলেন যে এই জগৎ অবিদ্যা করিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু এক মাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়া মাত্র। জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে পেনথিসম্ (Pantheism) বলে। অদৈতবাদ দুই প্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্ত বাদ। মায়া বাদে, কিছুই স্থায়ী নাই, কেবল মায়া দ্বারা জগৎ প্রতীতি হইতেছে। বিবর্ত বাদে কিয়ৎ পরিমাণ কার্য স্বীকার আছে, তাহাও দুই প্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত। তত্বকে স্বীকার পূর্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উদ্ভিত হয়, তাহার নাম বিকার; যথা তত্বকে স্বীকার পূর্বক অন্য বস্তু রূপ দখি বিকার স্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্বকে অস্বীকার পূর্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয় তাহার নাম বিবর্ত। যথা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্লিতে রজত জ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্তবাদে আরও অনেক প্রকার জীব বাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কএকটী মূল কথায় উহাদের সকলের ঐক্য আছে। আমরা সংক্ষেপতঃ তাহার বিচার দেখাইব।

- ১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। বাহ্য প্রতীত হইতেছে তাহা সত্য নয়। ব্যবহারিক প্রতীতি মাত্র।
- ২। জীব নাই, যদি থাকে তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত।
- ৩। জগৎ মিথ্যা।
- ৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।
- ৫। যুক্তিই চরম প্রয়োজন।
- ৬। ব্রহ্ম নিষ্ঠুর অর্থাৎ নিঃশক্তি।

ব্যবহারিক প্রতীতি বিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সতর্কতা হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে নাপারিলে প্রস্তাবকে উদ্ভ্রান্তশ্রেনীভূত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রস্তাব হয়। জীব যে একটি ক্ষুদ্র তত্ত্ব বিশেষ, তাহাও সহজ প্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্তা, নিয়ন্তা ও পাতা ইহাও যুক্তি সহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, বাহ্য দেখিতেছি সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটি সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভান স্বরূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ব্রাহ্ম তত্ত্ব স্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে। মাদকভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবিধ প্রস্তাব সর্বদাই করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা বাদসাহা বা নবাব বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে, এবং সেই অভিমানে কাঁধ করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিবে ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি নেক প্রকার, তন্মধ্যে কুতর্ক জনিত ভ্রান্তি, চিত্ত পীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক সেবন দ্বারা ভ্রান্তি ইহারা প্রধান। তর্ক হত হইয়া নর-বুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Panthiest) বলিয়া বাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও ঐ মত তন্মধ্যে স্পিনোজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐমতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয় ছিল। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে খ্রিস্টিয়ানিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে তাহাও অঈশ্বরবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যেমতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার শক্তি রহিত ব্যক্তিগণ কাষে কাষেই অহুর্মোদন করিয়া থাকে। অস্বদেশে দস্তাবেজ, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্ক প্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐমত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজ

কাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐমত্তের অঙ্গগত। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রায়ই ঐমত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এত দূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে কোন ব্রাহ্ম মতের ব্যবস্থা জগতে আছে সে সমুদায়ই অদ্বৈত মতের অধীন হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পণ্ডকে ঈশ্বর বলিয়া পূজাকরে সেও অদ্বৈত বাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈত বাদ তাহাকে অঙ্গগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে পণ্ডতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের ঐশ্বর্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা ক্রমে সকলেই অদ্বৈত মতকে আপন আপন চরম উদ্ধর্তা বলিয়া পূজা করেন। মূল তত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিতর্ক ভক্তি বাদই যাহাদের জীবন তাঁহারা তত্ত্ব বিচার পূর্বক অদ্বৈত বাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজ ধর্ম যে ভক্তি তাঁহারা অনুশীলন করেন। অদ্বৈত মতের ভিত্তি কি তাহা দেখা যাউক। জগতে যত প্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন সে সমুদায়কে দ্রব্য জাতি বিভাগ ও স্থান মূল অনুসন্ধান দ্বারা দ্রব্য সংখ্যার লাঘব ক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতন বিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন সে সমুদায়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। যে বুদ্ধিদ্বারা এই দুইটী বস্তু নির্দেশ করেন সত্ত্বস্তি মনের বুদ্ধি বিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্ত বুদ্ধির মূলানুসন্ধান করা সে বুদ্ধির কর্ম নয়, অথচ তাঁহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে চিত্ত ও জড় কোন মূল তত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। এই স্থলে একটী নির্দিষ্ট ব্রহ্ম কল্পনা পূর্বক তাহাকেই ঐ উভয় তত্ত্বের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে কবেন যে দুই যেমত বিকৃত হইয়া দধি হয় তজ্জপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগত হইয়াছে। অথবা যেমত শুদ্ধি অর্থাৎ বিহ্বল কোন সময় রজত ভ্রম হয় ও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তজ্জপ সেই ব্রহ্মেই জগদ্রূপ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়। ব্রহ্ম ব্যতীত যদি বস্তু নাই তবে এই জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম এই উদাহরণ নিতান্ত অকর্মণ্য যেহেতু কে রজ্জু ওকে সর্প ইহা দেখিতে গেলে সর্প যদি ব্রহ্ম স্থলীয় হয় তবে সর্প বলিয়া আর একটী বস্তু না থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব। এই স্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধি-রজত উদাহরণও তজ্জপ। দুইয়ের বিকার যে দধি তৎস্থলীয় ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমত সত্য বস্তু, জগৎও তজ্জপ

সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না। অদ্বৈত মতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই যুক্তি বিরুদ্ধ। অদ্বৈত মত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে সেই মত সমর্থন করিবে? যদি বল সহজ জ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। সহজ জ্ঞানেই ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল অদ্বৈত মত বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাও অকর্মণ্য। যেহেতু সেই মতবাদীগণ যে সকল ঋতি অবলম্বন করেন, সেই সব ঋতিতে অদ্বৈত মত পোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈত মত পোষক বাক্য সকল কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত স্থলে কোন মতের পক্ষপাত করা হয় নাই। বিশেষ রূপ বিবেচনা করিলে সমস্ত বেদ শাস্ত্রেই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ জ্ঞান তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মত পোষক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্বৈত মত বেদের মত নয়। বেদ শাস্ত্র সিদ্ধ জ্ঞানাবতার স্বরূপ নিরপেক্ষ। কোন মতবাদ বেদে নাই। সহজ জ্ঞান, বেদশাস্ত্র, যুক্তি, সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান, ও প্রত্যক্ষাত্মমান রূপ প্রমাণ সকল কেহই অদ্বৈত বাদের পোষক নয়। ভ্রান্ত তর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই ঐ মতের পোষক। জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম হইবে একরূপ বিশ্বাস রূপক-ভাবে স্বীকার করিলে দোষ নাই। জড়াভিমান বিগত হইলে ব্রহ্মাভিমানই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ব্রহ্মে স্বগত ভেদ রূপ স্বাদ্য, স্বাদক ও স্বাদন রূপ ভেদত্রয় তখন ব্রহ্মভূত ব্যক্তির অনিবার্য ধর্ম হইবে। যুক্তি কি? চিন্তন রূপ জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিকেই যুক্তি বলে। যুক্তি একটি ক্ষণিক কার্য বিশেষ। নিত্য সিদ্ধ জীবদিগের সম্বন্ধে যুক্তি কোন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাহারা কখন বদ্ধ হয় নাই। যুক্তির প্রয়োজন কি? কেবল বদ্ধ জীবদিগের মুক্তিলাভ সম্ভব। জীব হই প্রকার, তাহা শুদ্ধ জ্ঞান বিচারে প্রদর্শিত হইবে। যুক্তি যে জীবের প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না, যে হেতু যুক্তি সর্ব জীব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নয়। প্রেমই সর্ব জীব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। অতএব তাহাই প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নির্কিংশেষ বা নিঃশক্তি বলিয়া বলে। ব্রহ্মকে নির্কিংশেষ বলিলেও তাহার নির্কিংশেষত্ব কেবল বস্তুস্তরের সবিশেষত্ব হইতে ভিন্ন বলা হয়। তাহাও ব্রহ্মের একটি বিশেষ গুণ। ব্রহ্মের যদি শক্তি নাই, তবে এই সৃষ্ট জগতের বা জন্মময় জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে হইল? ব্রহ্ম ব্যতীত ঐ মতে যখন আর বস্তু নাই, তখন অগত্যা ব্রহ্ম শক্তির প্রতিই এই প্রপ-

কেৱল বেতু বলিয়া লক্ষ্য কৰিতে হইবে। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন কাৰ্য্য আমৰা এই ধানেই সমাপ্ত কৰিব, যে বেতু আমাৰ প্ৰকৃত কাৰ্য্য বাকী আছে। আমাৰ এই মাত্ৰ বক্তব্য যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ জ্ঞান বাহ্যকে বুদ্ধজ্ঞান বলে, তাহা জ্ঞানাত্মক ৰূপে ইণ্ড-জ্ঞানৰ বিকৃতি। শঙ্করাচাৰ্য্য, অটোবক্ষ, দত্তাৰেণ, নানক, কবির, সৌৰভদ্রাধ, শিব নারায়ণ এই সকল ব্যক্তিগণ চতুৰ্থ শ্ৰেণী জ্ঞান প্ৰচাৰক আচাৰ্য্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন। উক্ত জ্ঞানাত্মক হইতে যে শুদ্ধ জ্ঞান উদ্ভূত হয় অদ্বৈতবাদ তাহা নয়।

শুদ্ধ জ্ঞান বিচাৰ কৰিতে হইলে এই অনেক বড় হইবে, এবং প্ৰকৃত উদ্দেশ্য যে জীৱৰ নিজস্ব ধৰ্ম্মৰ বিচাৰ তাহাৰ স্থানাভাব হইয়া পড়িবে। এজন্য আমাৰ সংক্ষেপতঃ শুদ্ধ জ্ঞানৰ বিচাৰ কৰিব।

শুদ্ধ জ্ঞান পঞ্চ প্ৰকাৰ অনুভব স্বৰূপ যথা:—

১। পৰেশাত্মভব।

৪। ফলাত্মভব।

২। স্বাত্মভব।

৫। বিরোধাত্মভব।

৩। স্বধৰ্ম্মাত্মভব।

পৰেশাত্মভব ত্ৰিবিধ, বুদ্ধাত্মভব, পৰমাত্মাত্মভব ও ভগবদাত্মভব। জগতৰ সমস্ত অবিশেষ চিন্তাৰ বিপৰীত কোন নিৰ্ৰীকশেষ চিন্তাগত পৰেশতাবকে ব্ৰহ্ম বলা যায়। পৰেশতত্ত্ব সৰ্ব্বভোভাবে স্বপ্ৰকাশ। জ্ঞানাত্মশীলনকাৰী জীৱৰ সম্বন্ধে সেই পৰেশাত্মভব পূৰ্ণোক্ত ত্ৰিবিধৰূপে প্ৰতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে পেশ কৰিলে ব্যতিক্ৰম অবস্থায় সেই পৰেশতত্ত্বৰ যে নিৰ্ৰীকশেষ আভিৰূপ হয় তাহাই ব্ৰহ্ম। তাহা পৰেশতত্ত্বৰ নিত্য সিদ্ধ স্বৰূপ নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেৰ যদি অদ্বৈতবাদ দোষস্পৰ্শনা কৰে, তবে এই উপায় দ্বাৰা কথঞ্চিৎ পৰেশ সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যদিও ইহাকে পৰেশাত্মভব বলা যায়, তথাপি তাহা অতিশয়-সামান্য অতএব পৰিশেষে পৰমানন্দপ্ৰদ হয় না। কিয়ৎ পৰিমাণে রতিও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধভাবে তাহাতে রতির পুষ্টি সম্ভাবনা নাই। সনকাদি মহাত্মাগণ এই রতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্ত রতির আশ্ৰয় ৰূপে উদাহৃত হইয়াছেন।

পৰমাত্মাত্মভবই দ্বিতীয় পৰেশাত্মভব। তৃতীয় প্ৰকাৰ জ্ঞান বিচাৰে যে ইণ্ড-জ্ঞান প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে, তাহাৰ চৰমাবস্থাতেই উদ্ভূত হয়। ব্ৰহ্ম জীৱৰ কৰ্মফলদাতা, সৰ্ব্ব কৰ্ম্মৰ প্ৰয়োজক কৰ্ত্তা, জগতে গৃহপ্ৰবিষ্ট পৰেশ

ভাবের নাম পরমাত্মা। অষ্টম বোধ্যবস্তু যে ইহাদের অনিবার্য ব্যবস্থা
হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার কারনিক বা স্বাভাবিক অবস্থার বিশেষ। ইহাকেই
শাস্ত্রে পুরুষ বলে। পরমাত্মার বিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যাপ্তি প্রকাশ ও সর্ব
প্রকাশ। সর্ব প্রকাশ দ্বারা তিনি বিরাট, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। ব্যাপ্তি প্রকাশ
দ্বারা তিনি জীবের শরীর, তৎসংস্করণস্বরূপে পরিমাণ পুরুষ বিশেষ। কর্ম
মার্গে যদি ব্যক্ত ইহাদের উদ্দেশ্য থাকে, তবে কর্মকর্তা পরমাত্মারই উপাসক
হন। চিন্তার চরমাবস্থায় যেহেতু উপাসনীয় বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎকার হয়,
কর্মের চরমাবস্থায় তদ্রূপ উপাসনীয় পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

ভগবদহুভবই তৃতীয় ও চরম পরেশাহুভব। স্বরূপবিশিষ্ট, সর্বশক্তিমান,
সমস্ত ঋণাধার পরেশত্বই ভগবান। মূলতঃ বিচারে ভগবান ব্যতীত আর
কোন সত্ত্ব বস্তু নাই। ভগবান শক্তিমান। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে
সমস্ত জীব ও জগৎ প্রস্তুত হইয়াছে। শক্তিমান হইতে শক্তি অতিরিক্ত।
জগৎ ও জীব যখন ভগবৎ শক্তি পরিধাম তখন তাহার মূলতঃ বিচারে পৃথক
বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু তটস্থ বিচারে শক্তিকে শক্তিমানবস্তু বলা যায়
না। অতএব জগৎ ও জীব তটস্থ বিচারক্রমে পৃথক পৃথক বস্তু হয়। যুগপৎ
ভেদ ও অভেদ স্বীকার না করিলে যথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না। যদি বল
তাহা কিরূপে সম্ভবে এবং যুক্তি দ্বারাই বা তাহা কিরূপে সংস্থাপন করা যায়।
তাঁহার উত্তর এই যে এই তত্ত্ব ভগবৎ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবানের
অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে বিপরীত ধর্মের সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যুক্তি বৃত্তি, স্বভাবতঃ
ক্ষুদ্র। এই তত্ত্বকে সে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। ভগবানের ইচ্ছা ও নির্বিকার-
রতা, বিশেষ ও নির্বিশেষতা, অচিন্ত্য ও ভক্তিগম্য। নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষ-
পাতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীত ধর্ম সকল যে বিগ্রহে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে,
তাঁহাতে যুগপৎ স্বরূপগত অভেদ ও তটস্থ-বিচারগতভেদ কেন না স্বীকার করা
যাইবে? যিনি কেবল-অদ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহার যেরূপ ভ্রম, যিনি কেবল-
দ্বৈত স্থাপন করেন তাঁহারও তদ্রূপ ভ্রম। ভগবান নিজ নিজ সিদ্ধি বিগ্রহে
সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব হইতে পৃথক। তিনি স্বশক্তি ক্রমে সমস্ত জীব ও
জড়ের নিত্যতা ও সত্যতার সিদ্ধি করিতেছেন। বেদ সকল এই জন্যই কখন
অদ্বৈত বাক্য এবং কখন দ্বৈত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভগবদহুভবই পূর্বোক্ত ব্রহ্মাহুভব ও পরমাত্মাহুভবের চরম অবস্থান।
পূর্বোক্ত দুইটি অহুভব জীবের জ্ঞান ও কর্মরূপ শাখা বৃত্তি দ্বয়ের উদ্দেশ্য,

পৰেশভাৱেৰে ঋণাত্মকত্ব মাত্ৰ । ভগবদহুত্ব কেবল বিশুদ্ধ ভগবন্তক্তিৰূপ সাক্ষা-
দৰ্শন হইতে সম্ভব । স্বৰূপ প্ৰাপ্ত বস্তুই প্ৰকৃত বস্তু । যে বস্তুৰ স্বৰূপ
নিৰ্দিষ্ট হয় না, তাহা বস্তুগুণ বিশেষ । ব্ৰহ্মেৰেও পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ নিৰ্দিষ্ট
নাই । তাহাদেৱেৰে গুণ পৰিচয় মাত্ৰ তাহাদেৱেৰে উদ্দেশক । অতএব তাহাদেৱেৰে
মুখ্য অবস্থিতি নাই । তাহাৰা ভগবানেৰে গোণ অবস্থিতি মাত্ৰ । এতন্নিবন্ধন
তাহাৰা কেবল একটা একটা-বৃত্তি-গম্য । ভগবান সৰ্ব-বৃত্তি-গম্য । সমস্ত বৃত্তিৰ
অধীশ্বৰী । যে ভক্তি তিনি সমস্ত বৃত্তিকে ক্ৰোড়ীভূত কৰিয়া সাক্ষাৎ ভগবদৰ্শন
কৰেন । তাহাৰ দৰ্শন বৃত্তি চৰিতাৰ্থ হইলে তদধীন সমস্ত বৃত্তিই পৰিতৃপ্ত হয় ।

ভগবদহুত্ব চাৰি প্ৰকাৰ যথা :—

- ১। কৰ্ম প্ৰধানীভূত অহুত্ব । ৩। কৰ্মজ্ঞান উভয় প্ৰধানীভূত অহুত্ব ।
২। জ্ঞান প্ৰধানীভূত অহুত্ব । ৪। কেবলাহুত্ব ।

যে পৰ্য্যন্ত জীবেৰেৰে জড় শব্দক ৰহিত না হয়, সে পৰ্য্যন্ত ভগবদহুত্বৰ কাৰ্য্যটি
সৰ্বত্ৰ এক প্ৰকাৰ হয় না । কাহাৰ কাহাৰ কৰ্ম প্ৰধান বুদ্ধি ভক্তিৰ পৰি-
চৰ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাৰ ভগবদহুত্বকে কৰ্ম প্ৰধানীভূত কৰিয়া প্ৰকাশ
কৰে । কাহাৰ কাহাৰ জ্ঞান প্ৰধানীভূত বুদ্ধি ভক্তিৰ পৰিচৰ্চায় নিযুক্ত হইয়া
ভগবদহুত্বকে জ্ঞান প্ৰধানীভূত ৰূপ প্ৰকাশ কৰে । সেই প্ৰকাৰ জ্ঞান কৰ্ম
উভয় নিষ্ঠ বুদ্ধি ভক্তিৰ পৰিচৰ্চায় নিয়মিত হইয়া তদুভয় প্ৰধানীভূত ভগবদ-
হুত্ব লক্ষণ বিশুদ্ধ কৰে । ফলকালে অৰ্থাৎ জড়যুক্ত হইলেও ঐ তিনি প্ৰকাৰ
ভগবদহুত্বৰ মহিম জ্ঞান যুক্ত ভগবদহুত্বৰূপে লক্ষিত হয় । ঐ সকল লোকেৰে
চৰম গতি স্থলে পাৰ্শ্বদ গতিৰূপ সালোক্য, সাষ্টি ও সামীপ্য এই ত্ৰিবিধ গতি
হইয়া থাকে । সাধনকালে তাহাদেৱেৰে ৰাগানুগমার্গগত কেবল সাধন থাকে,
তাঁহাদেৱেৰে ফলকালে কেবলাহুত্বৰ ৰূপ জ্ঞানোদয় হয় । বস্তুতঃ ভগবদহুত্ব
দ্বিবিধ, মহিম জ্ঞান ৰূপ অহুত্ব ও কেবল জ্ঞানৰূপ অহুত্ব । মহিম জ্ঞান
ৰূপ অহুত্ববেৰে বিষয় পৰব্যোমবাসী অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডাদিৰেৰে ৰাজ ৰাজেশ্বৰ পৰ-
মৈশ্বৰ্য্য পতি ত্ৰিনিবাস নাৰায়ণচন্দ্ৰই লক্ষিত হন । কেবল মিশ্ৰিত মহিম
জ্ঞান শব্দে মথুৰানাথ ও ছাৱকানাথ ভগবান ত্ৰিকৃষ্ণকেই বিষয় বলিয়া
জানিতে হইবে । যে স্থলে শুদ্ধ কেবল জ্ঞান সে স্থলে ব্ৰজপতি ত্ৰিকৃষ্ণকেই অহু-
ত্ববেৰে এক মাত্ৰ বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে । মহিম জ্ঞান ও কেবলাহুত্ববেৰে
যে ভেদ তাহা নিত্য ভগবন্তত্বগত । কেবল সাধন কালেই প্ৰাপ্ত মধ্য ঐ ভেদ
লক্ষিত হয়, এমত নয় । উভয় প্ৰকাৰ ভগবদহুত্বই বৈকুণ্ঠত্বানুগত ও নিত্য ।

মহিম জ্ঞান যুক্তই হউক বা কেবলই হউক ভগবদমুভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ

১। স্বরূপ-গত-ভগবদমুভব ।

২। শক্তি-গত-ভগবদমুভব ।

৩। ক্রিয়া-গত-ভগবদমুভব ।

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ । ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, বলঃ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ভগবানের স্বরূপ-গত গুণ । জড়ীয় বস্তুতে যেমত গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই । তথাপি গুণ সমূহ যে গুণ কর্তৃক নিয়মিত হয়, সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করত অন্য সমস্ত গুণের আধার রূপে প্রকাশ পায় । জ্ঞী অর্থাৎ শোভা যদিও গুণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তথাপি জ্ঞীই সমস্ত গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হন । জ্ঞীই ভগবদ্বিগ্রহ রূপিণী পরমা শক্তি । সেই বিগ্রহে যথা স্থানে অন্য গুণগণ ন্যস্ত থাকিয়া ভগবানের অখণ্ড, সৰ্ব্ব প্রভুত্ব, অসীম বীৰ্য্য, অনন্ত বলঃ, সাচ্ছন্দ্য ও সৰ্ব্ব বিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন । ষাঁহারা ভগবানের নিত্য বিগ্রহ স্বীকার না করেন তাঁহারা ভক্তি বৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা করিতে পারেন না । অচিন্ত্য বিগ্রহ ভগবান্ চিচ্ছগুণের স্বৰ্ঘ্য স্বরূপ প্রকাশমান এবং চক্ষু স্বরূপ আনন্দ বিস্তারক । বিগ্রহ বলিলেই যে জড়ীয় বিগ্রহ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত জড় বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে । জড় জগতে যেমত জড়ীয় বিগ্রহ দ্বারা ব্যক্তিগণের ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিচ্ছগুণে তদ্রূপ চিদ্বিগ্রহ দ্বারা ভগবান্ অন্য চিৎ হইতে পৃথক থাকেন । ভগবানের চিদ্বিগ্রহ সৰ্ব্ব চিন্তকের পরমাকর্ষক ও অধিপতি । জড় জগতে বিশেষ বলিয়া বে ধর্ম্ম আছে তাহা যে জড় জগতেই উৎপন্ন হইয়া জড়ের সহিত লয় পায় এরূপ নয় । জড় যেমত চিন্তের প্রতিফলিত তত্ত্ব বিশেষ, বিশেষ ধর্ম্ম ও তদ্রূপ চিদ্রূপ ধর্ম্ম । প্রতিফলিত জড়ে প্রতিফলিত ধর্ম্ম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষ তত্ত্ব যদি ভগবদগত তত্ত্ব না হইত তাহা হইলে কিছুই সৃষ্টি হইত না এবং জীব ও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়ের বিচার করিত না । সেই চিদ্রূপ বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিন্ন হইয়াছে । ভগবদ্বশু সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব হইতে পৃথক থাকিয়াও সৰ্ব্বত্র অনুস্থিত আছে । এমত কি বৈকুণ্ঠের প্রতিকলন রূপ জড় জগতেও সৰ্ব্বত্র পূর্ণরূপে যুগপৎ অবস্থিত । অতএব ভগবৎ স্বরূপ বিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য । সেই স্বরূপ-স্বর্ঘ্যের গুণ ক্রিয় রূপ ব্রহ্ম অনন্ত

জগতের জীবন স্বরূপ বর্তমান আছেন। পরমাত্মা সমগ্র ও ব্যগ্র জগতের নিয়ামক হইয়া বর্তমান। ব্রহ্ম পরমাত্মরূপে সর্বব্যাপী হইয়াও ভগবৎ স্বরূপ নিত্য বৈকুণ্ঠলীলা বিগ্রহ বিশেষ। ঐশ্বর্য প্রদান প্রকাশে ঐ বিগ্রহের এক প্রকার মূর্তি হয়, সেই মূর্তি অনন্ত মূর্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আশ্রয়। মাধুর্য্য প্রদান প্রকাশ ঐ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রূপে চিহ্নিলাস সমূহের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ প্রভাব ক্রমে নিত্য ব্রজলীলা পরায়ণ। রস তত্ত্ব বাঁহ্যর স্বরূপে প্রকাশিত হয় তাঁহারই সম্বন্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ নিত্য সিদ্ধ। সেই স্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময় ধাম ও উপকরণ ও চিন্ময় কাল ও সঙ্গী সকল আছে। তত্ত্বসংগত ব্যক্তি দিগের নিকটেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত চিহ্নিলাস নিত্য নূতন রূপে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্বরূপ, তাহার অবস্থান, তাহার উপকরণ, তাহার সঙ্গী ও তাহার বিলাস সমস্তই চিন্ময়, নিত্য, পরম উপাদেয়, নির্দোষ ও সমস্ত বিশুদ্ধ জৈব আশার একমাত্র নিলয়।

জড় জগৎ ভাল লাগে নাই, অথচ উচ্চ জগৎকে উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই, এই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তিগণ একটা নির্কিংশেব কল্পনা করেন। গম্ভীর রূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে জড় জগতের যত বিপরীত ভাব আছে তাহার সমষ্টি দ্বারা উচ্চজগৎ নিরূপিত হয়। জড় জগতে আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ, ছায়া, কর্ম, বহু এই সকল ভাব আছে। তদ্বিপরীত ভাব সকল অর্থাৎ নিরাকার, নির্কিংশ, নিগুণ, নির্কিংশেব, অক্ষয় নৈকর্য্য, অদ্বয় একত্রিত হইয়া যে জগৎকে প্রকাশ করে তাহাই উচ্চ জগৎ। বিবেচনা করিয়া দেখুন এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি নিম্নত। জড় হইতেই যুক্তির জন্ম। নিতান্ত পিষ্ট হইয়া যুক্তি তাহার বিষয়ের একটা বিপরীত ভাবকে কল্পনা করিয়া দেয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটী কল্পনারই অবস্থা বিশেষ। চিদালোচনা দ্বারা যাহা পাওরা যায় তাহা নয়। ভাল, যুক্তিই বলুক যে বস্তুর লক্ষণ কি এবং অবস্তুর লক্ষণ কি? যুক্তি যদি পক্ষপাতী ও কুসংস্কারবিষ্ট না হয় তবে অবশ্যই বলিবে যে অবস্তুর নাম অসম্ভা অর্থাৎ যাহা নাই। বস্তুর নাম সম্ভা, যাহা আছে। আশাকৃত জগৎ যদি অবস্তু হয় তবে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রম সকলই মিথ্যা। যদি বস্তু হয় তবে বস্তুর লক্ষণ বিহীন হইবেন। বস্তুর লক্ষণ কি? বস্তুর মাত্রাই ১। অস্তিত্ব ২। বিশেষ ৩। ক্রিয়া ও ৪। প্রয়োজন থাকিবে। যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে নাস্তিত্ব আনিয়া বস্তুর লক্ষণ লোপ করে।

যদি বিশেষ না থাকে তবে সেই বস্তুই বস্তু বস্তুই হয় নাই। যদি ক্রিয়া না থাকে তবে পরিচয় অভাবে তাহাকে ভান বলা যায়। যদি প্রয়োজন না থাকে তাহাকে স্বীকার করা বৃথা। উচ্চ জগৎকে অবশ্য বস্তু বলিতে হইবে। তবে তাহার অস্তিত্ব আছে, বিশেষ আছে, ক্রিয়া আছে ও প্রয়োজন আছে। জড় জগতের বিপরীত ধর্মই যে সেই বস্তু তাহা কে বলিয়াছে? যদি বলিতে চাও তবে তোমার সিদ্ধান্তকে ভিকালক সিদ্ধান্ত বলিব। যদি বিতর্করূপে যুক্তি কর তবে অবশ্য এই মাত্র বলিবে যে সেই উচ্চ জগৎ দোষ শূন্য ও জড় হইতে বিলক্ষণ। জড় হইতে বিপরীত বলিলে একটা অপক সিদ্ধান্ত আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। বিপরীত বস্তু আছে কিনা, তাহার কোন পরিচয় নাই। এমত বস্তু স্বীকার করা মাদক জনিত সিদ্ধান্তের ন্যায় হইবে। জড়ের হেয়ত্ব বর্জিত লক্ষণ দ্বারা সেই জড়-বিলক্ষণ-জগতকে অহুত্ব করিলে দোষ হয় না। বিশেষতঃ যুক্তিরূপ যন্ত্রটি জড়কে ছাড়িয়া কোন সত্তার পরিচয় করাইতে পারে না। কিন্তু জীবের চিৎসত্তায় যে বিতর্ক জ্ঞান লক্ষণ আশ্রয় প্রত্যয় বৃত্তি আছে, তাহার চালনা দ্বারা সেই উচ্চ জগৎ-গত অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হয়। চিৎসত্তাতে অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন নাই বলিলে চিত্তই স্বীকৃত হয়না। যুক্তি বাদীগণ কুসংস্কার ত্যাগ পূর্বক এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে সহজেই এসকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

শক্তিগত ভগবদ্ব্যভাব হইলে জীবের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। ভগবানের যে শক্তি তাহা অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয়। ভগবৎ স্বরূপ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন কিন্তু কার্যতঃ ভিন্ন রূপ ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। নর বুদ্ধি যত দূর চালিত হউক না কেন, সেই পরাশক্তির কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেনা। করিতে গেলে পশুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আশা হীন হইবে। 'সেই পরাশক্তি সমস্ত বিপরীত গুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ইচ্ছা ও নির্দ্বিগ্নতা, বিশেষ ও নির্দ্বিগ্নতা, একস্থান ব্যাপীতা ও সর্বব্যাপীতা, বৈরাগ্য ও রাগ বিলাস, নৈকর্য্য ও ক্রিয়া, যুক্তি ও স্বেচ্ছাময়তা, বিধি ও স্বাধীনতা, প্রভুত্ব ও কৈর্য্য, সার্বভৌমতা ও জ্ঞান সংগ্রহ, মধ্যমাকার ও অপরিমেয়তা, সর্বার্থ সিদ্ধতা ও বাল চেষ্টা এবাধিধ সর্ব প্রকার বিপরীত গুণ গণ ঐ শক্তির আশ্রয়ে সামঞ্জস্য স্বীকার করে। সেই পরাশক্তির চিৎপ্রভাব ক্রমে ভগবৎ স্বরূপ বিগ্রহ, লীলা স্থান, লীলোপকরণ সমূহ নিত্যরূপে প্রকাশমান। সেই শক্তির জীব প্রভাব ক্রমে

অনন্ত সংখ্যক মৃত ও বদ্ধ জীব নিচয় অনন্ত চিৎকালে অবস্থিত আছে। সেই শক্তির মায়া-প্রভাব ক্রমে অনন্ত জড়ময় জগৎ প্রাকৃত হইয়া বদ্ধ জীবগণের পায় নিবাস রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সেই প্রভাবের সন্ধিনী অংশে, সেই সেই ধাম গত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। সম্মিলনে ভাব, জ্ঞান ও সম্বন্ধ সমূহ বিনিমিত হইয়া নিজ নিজ ধামের ভাব বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানিনী অংশে সর্ব প্রকার তত্ত্বানুশোধযোগী আনন্দ স্বরূপ আনন্দন কার্য সম্পাদিত হইতেছে। ইহাই সংক্ষেপতঃ বୁঝিতে হইবে যে ভগবদ্বস্ত তৎশক্তি কর্তৃকই প্রকাশ লাভ করেন।

ক্রিয়া-গত ভগবদ্বস্তব রস বিচারে বর্ণিত হইবে। এস্থলে তাহার কোন বিস্তৃতি করা গেল না।

মাতৃভবই শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকরণ। জীবের স্বরূপ বোধকে মাতৃভব বলে। জীবের স্বরূপ কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। নীতি বিরুদ্ধ বা অজ্ঞ জীবনে যাহারা অবস্থিত তাহারা বলে যে প্রাকৃত বস্তুর ভাগমত সংযোগ দ্বারা মানব কলেবর ও সেই কলেবর স্থিত যন্ত্র সমূহ উৎপন্ন হইলে সেই সকল যন্ত্র চালনা দ্বারা যে একটি জ্ঞান পূর্ণ উদ্ভিত হয় সেই জ্ঞান গুণ বিশিষ্ট যন্ত্র সমন্বিত নৃদেহই জীব। নৃদেহের বিচ্ছেদে জীব থাকে না। পশুদিগকে জীব বলা যায় না, যাহারা নৈতিক জীবনে অবস্থিত তাহারা পূর্ববৎ বাক্য দ্বারা উত্তর প্রদান করে, কেবল অধিক এইমাত্র বলে যে জীব নীতি-পরায়ণ। নীতি বিরুদ্ধ কার্য ও নীতি দ্বারা পশু ও মানবের পার্থক্য হয়। কল্পিত সেশ্বর বাদী নৈতিকেরা তজ্জপই উত্তর প্রদান করে, আর বলে যে জীবের সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটি কল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস করত তাহার অধীন থাকা উচিত। বাস্তব সেশ্বর বাদী নৈতিক বলেন যে ঈশ্বর মাতৃ গর্ভে জীবের সৃজন করিয়াছেন। কর্তব্য পালন দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ করিতে জীবের যোগ্যতা আছে। অসৎ কার্যের দ্বারা নরক গমন হয়। মাতৃ গর্ভের পূর্ব সংবাদ যেমত তাঁহারা অবগত নন, তজ্জপ পরলোক তত্ত্বও তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ ভূত হয় না। অতএব জীবের ও জড়ের কি সম্বন্ধ তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে জীব বাস্তবিক ব্রহ্ম। অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন। অবিদ্যা বন্ধন দূর হইলে জীব ব্রহ্মই থাকিবেন। এই সমস্ত অক্ষুট, অসম্পূর্ণ ও সন্দেহ সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐ সকল মতস্থ ব্যক্তিগণ স্বরূপ বোধ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ

নিবাসী নন। জীবের যে বর্তমান দেহ তাহাও তাঁহার নিজস্ব দেহ নয়। শাখা চিৎত্ব। ভগবান বিহীন চৈতন্য, জীব তাঁহার অনুচৈতন্য। ভগবান স্বর্গীয় স্থানীয়, জীব কিরণ স্থানীয়। ভগবান পূর্ণ সচ্চিদানন্দ এবং জীব চিদানন্দ-কণ বিশেষ। জড় জগৎ ও জড়, ভগবানের তত্ত্ব নিকট তত্ত্ব নয় যেহেতু তাহাতে চিৎপরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জীব স্বয়ং চিৎস্ত বলিয়া ভগবানের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ তত্ত্ব। ভগবানের যেমত একটি স্বরূপ বিগ্রহ আছে, জীবের তদ্রূপ চিদেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিদেহ বৈকুণ্ঠ ধামে প্রকাশিত থাকে। জড় জগতে বদ্ধ হইয়া তাহা দুইটি আবরণে লুকাইত আছে। সর্ব প্রথম আবরণটির নাম লিঙ্গাবরণ। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা লিঙ্গ জগতের তত্ত্ব বিশেষ। জড়োপেক্ষা লিঙ্গ জগৎ সূক্ষ্ম, অতএব লিঙ্গাবরণ ও সূক্ষ্ম। স্থূল জগতে যে আত্মবুদ্ধি ও স্থূল সম্বন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান তাহাকেই অহঙ্কার বলা হয়। জীবের যে জড় সঙ্গের পূর্বে চিদেহ ছিল তাহাতে যে আত্মাভিমান, তাহা ন্যায্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু জড়-সঙ্গ ক্রমে জড়ীয় বস্তুতে যে আত্মাভিমান তাহা ঔপাধিক ও অন্যায্য। ইহারই অন্য নাম অবিদ্যা। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বন্ধন সূত্র। জড়ে অবস্থিত হইয়া জীব জড়ে অভিনিবেশ করেন, তখন ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত হয়। যখন জড়ে বিচার বুদ্ধির চালনা করেন তখন ঐ কিকিৎ স্থূল তত্ত্ব বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করেন তখন ঐ তত্ত্বকে মন বলা যায়। অহঙ্কার হইতে মন পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব তাহা শুদ্ধ জীব-নিষ্ঠ নয় এবং জড়ও নয়, এতন্নিবন্ধন তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। জীবের শুদ্ধাবস্থায় যে চিদেহ চিৎকার্য ও চিদশুশীলন তাহার কিয়ৎ পরিমাণ লক্ষণ লিঙ্গ দেহে লক্ষিত হওয়ার মধ্যবর্তী তত্ত্বকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গবদ্ধ জীবের চিদেহে যে আমিষ ও মমত্ব ছিল তাহা জড় সঙ্গে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া লিঙ্গ দেহে আবির্ভূত হইলে, চিদেহ-গত উক্ত পরিচয় লুপ্ত প্রায় ও বিস্তৃত হইতে লাগিল। আপাততঃ লিঙ্গ দেহে আমিষ উদ্ভিত হইলে ঐ দেহ যে জড়দেহের সম্বন্ধে থাকে তাহাতেই আমিষ আরোপিত হয়। চিদেহ-গত-জীবের যে কৃষ্ণ দাস বলিয়া আপনাকে অভিমান ছিল তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিষয় দাস রূপে অভিমান উদ্ভিত হয়। এই অবস্থা ক্রমে জীবের মারাবদ্ধতা দৃষ্ট হয়। জীবের চিদেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গ দেহ এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূল দেহ। স্থূল দেহ যে সকল কৰ্ম করে তাহার

কলকে সঙ্গে করিয়া লিঙ্গ দেহ দেহান্তর লাভ করে। স্থূল-লিঙ্গ-গত জীবের কর্ম চক্র ও ভুচ্ছ জ্ঞানোপার্জি আর নিবৃত্ত হইতে চাহেনা। তৎক্ষণ পুরুষেরা কর্মকে অনাদি ও অন্তবিশিষ্ট তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে কর্ম জড় জগৎ বাতীত অন্যত্র নাই তাহা জীবের মুক্তি সহকারে বিনাশ লাভ করিবে ইহা সমস্ত তত্ত্ববাদের মত। কিন্তু কর্ম যে কিরূপে অনাদি হইল তাহা অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না। জড়ীয় কাল চিৎকালের জড় প্রতিকলন রূপে কর্মের ব্যবহারোপযোগী জড় দ্রব্য বিশেষ জীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ অবস্থার নয়। কেবল বর্তমান আছে। জড়বদ্ধ হইলে জীব জড়ীয় কালে প্রবেশ করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান রূপ ত্রিকাল সেবক হইয়া স্মৃতি হুঃখের আশ্রয় হন। জড়কাল চিৎকাল হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিৎকালের অনাদিও প্রযুক্ত জীবের জড়ীয় কর্মের আদি যে ভগবদ্বৈমুখ্য তাহা জড়কালের পূর্ব হইতে আসিতেছে। অতএব জড়কালের সম্বন্ধে তটস্থ বিচারে কর্মের মূল জড়কালের পূর্বস্থ বলিয়া কর্মকে অনাদি বলা হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এই বলা যাইতে পারে যে কর্ম, জড়কালের সম্বন্ধে অনাদি কিন্তু জড় কালের মধ্যেই ইহার অন্ত লক্ষিত হওয়ায় কর্মকে বিনাশী বলা যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। জড় কালের মধ্যে কর্মের আদি নাই কিন্তু অন্ত আছে।

উক্ত বিচার ক্রমে সিদ্ধান্তিত হইল যে জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় স্বভাব ভেদে দ্বিবিধ। বদ্ধ জীব পঞ্চ প্রকার, পূর্ণ-বিকচিত-চেতন, বিকচিত চেতন, মুহূর্ত্তিত চেতন, সংকোচিত চেতন ও আচ্ছাদিত চেতন।

আদৌ মুক্ত জীবের বিচার সমাপ্ত হউক। নিত্য মুক্ত ও বদ্ধ মুক্ত এই দুই প্রকার মুক্ত জীব। "যে সকল জীব কখন জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠ বাস করিতেছেন তাঁহারা নিত্য মুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎ সেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্ত লীলার সহকারী। ভগবান যখন নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন তখন অনেক মুক্ত জীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কখন জড় বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শুদ্ধ ধামে গমন করেন। সেই সব জীব নিত্য সিদ্ধ ও ভগবানের নিত্য পরিকর। তাঁহারাও অনন্ত। বদ্ধ মুক্ত জীবগণের সর্বতোভাবে নিত্য সিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ।

তঁাহারা বন্ধ ভাব হইতে মুক্ত হওয়ার জড় জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন । সময়ে সময়ে জড় জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপা পূর্বক ভগবন্নিদেশ বিজ্ঞাপিত করেন । ইচ্ছা পূর্বক স্বীয় স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধ ধামে গমন করেন । তাহাতেও তঁাহারা আর বধ হন না । মুক্ত জীবদিগের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর । তঁাহাদের অন্য সঙ্গ-পিপাসা নাই । ভগবৎ সেবা পিপাসাই তঁাহাদের প্রবল । সামিধ্য বশতঃ স্বীয় স্বীয় বিশেষাঙ্গসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ-গত বিচিত্র সেবায় সর্বদা রত । ষাঁহারা ঐশ্বর্য্য ভাব বিশিষ্ট তঁাহারা দাস্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন ষাঁহারা মাধুর্য্য রত, তঁাহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার সেবা লাভ করিয়াছেন । জীব সকল নিজ নিজ ভাবানুসারী স্বভাব স্বীকার করত কেহ কেহ শ্রীষ, কেহ কেহ পুরুষত্ব ভাবে অবস্থিত হন । তথায় জড় দেহের ন্যায় শ্রী পুরুষ বাবহার, সম্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জনের প্রয়োজনতা নাই । ভগবৎ প্রসাদ রূপ চিৎ সামগ্রী সেবন দ্বারা ঐতি ধর্ম্মের পুষ্টি হয় । ভগবৎ সেবা জন্য পরস্পর সখ্যসখীসঙ্গ নিরন্তর থাকে । তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই । কোন প্রকার অভাব নাই । তথায় যে কাল আছে তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে তত ও ভবিষ্যৎ নাই কেবল বর্ত্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে । স্মৃতির প্রয়োজন নাই যেহেতু সিদ্ধ জ্ঞানগত স্মৃতি কার্য্য অনায়াসে বর্ত্তমান কালে হইয়া থাকে । আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার । আনন্দ অহরহ নিত্য নুতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ হয় । তৃপ্তি বলিয়া একটা ব্যাপার তথায় নাই । লোভ ও আনন্দ-অব্যবহিত ভাবে প্রচুর রূপে পরিলক্ষিত হয় । ভগবৎ সেবোপযোগী রসানুসারে অপূর্ব্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ নিত্য বর্ত্তমান । রস সমূহের মধ্যে শৃঙ্গার রসের সর্ব্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্বন্ধ রূপ শৃঙ্গার অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বলবান । সেই রসের পীঠ স্বরূপ নিত্য বৃন্দাবন তথায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান । সকল রসেই ভগবান স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবক রূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগ-গত-স্বরূপকে তত্ত্বৎ রস গেবীদিগের আদর্শ-স্থল করিয়া অচিন্ত্য লীলা বিস্তার করিয়াছেন । শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীমন্নন্দ যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক ইহারা তত্ত্বদ্রসগত ভগবানের সেবক ভাব বিশেষ । ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ লাক্ষ্য ভগবদ্বিভাগ বিশেষ অন্যান্য রসে

বলদেবই একমাত্র সাক্ষাৎভাগ। তাঁহার অঙ্গ বাহ স্বরূপ ত্রিমন্ত্রম্ব যশোদা, সূর্যবল ও রক্তককে জানিতে হইবে। প্রকট সময়ে অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে প্রাপক মধ্যে সপীঠ সাহুচর ভগবান কৃষ্ণ চন্দ্র বিহার করেন। সেই সমস্ত বিহার কার্যে ভগবান, তাঁহার অহুচর সমূহ, তাঁহার রম্যোপকরণ সমস্ত এবং রস পীঠ যে প্রাপক্ষিক চক্ষু গোচর হয় তাহা প্রাপক গত কোন বিধির অধীন নয়, কিন্তু ভগবদচিন্ত্য শক্তির স্বাধীন কার্য্য বিশেষ। কথিত হইয়াছে যে বদ্ধ জীব পঞ্চ প্রকার যথা:—

১। পূর্ণ বিকচিত চেতন।

৪। সংকোচিত চেতন।

২। বিকচিত চেতন।

৫। আচ্ছাদিত চেতন।

৩। মুকুলিত চেতন।

○ এতন্মধ্যে পূর্ণ বিকচিত চেতন, বিকচিত চেতন ও মুকুলিত চেতন বদ্ধজীবগণ নরদেহ প্রাপ্ত। সংকোচিত চেতন বদ্ধ জীবগণ পশু পক্ষী সরীসৃপ দেহ গত। আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ ও প্রস্তর গতি প্রাপ্ত বদ্ধ জীব। কৃষ্ণ দাস্য বিম্বিত হওয়ার জীবের অবিদ্যা বন্ধন। ঐ বিম্বতি যত গাঢ় হয় ততই চেতন বিশিষ্ট জীবের জড় দুঃখাবস্থা প্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতন ধর্ম্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে সে অবস্থা অত্যন্ত বহিমুখ অবস্থা। কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজাপ্তি দ্বারাই সেই অবস্থা পরিমোচিত হয়। অহল্যা ও জমলাজুন ও সপ্ততাল বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। প্রদত্ত উদাহরণ ত্রয়ে ভগবৎ সংস্পর্শই সাধু সংস্পর্শ। পূর্ণ প্রেম প্রাপ্ত জীব অথবা ভগবান ব্যতীত আর কাহার সংস্পর্শে সে অবস্থা মোচন হয় না। চেতনধর্ম্ম যেখানে সংকোচিত সেন্সলেও (নৃগরাক্ষার কুকলাসদ্ব মোচনে) কেবল ভগবৎ সংস্পর্শই একমাত্র কারণ। প্রাপ্ত-প্রেম পুরুষগণ অর্থাৎ নারদাদি ভক্ত ও সিদ্ধ জীবগণ কৃপা করিলেও সংকোচিত চেতন জীবের উদ্ধার হয়।

নৃদেহে যে মুকুলিত চেতন, বিকচিতচেতন, ও পূর্ণ বিকচিতচেতন জীব ত্রয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার উদাহরণ অত্যন্ত সহজ। নরজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে দেখা যাইবে। নর জীবন পঞ্চ প্রকার যথা:—

১। নীতি শূন্য জীবন।

৪। সাধন ভক্ত জীবন।

২। কেবল নৈতিক জীবন।

৫। ভাব ভক্ত জীবন।

৩। সেশ্বর নৈতিক জীবন।

নীতি শূন্য জীবনে ও কেবল নৈতিক জীবনে ঈশ্বর চিন্তা নাই। সেশ্বর

নৈতিক জীবন দুই প্রকার, অর্থাৎ কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন এবং বাস্তব সেশ্বর নৈতিক জীবন। নীতি শূন্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন ও কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবনে, মুকুলিত-চেতন-জীবকে লক্ষিত করা যায়। যুক্তি পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তির পরিচয় নাই। অতএব নরচেতন যতদূর সমৃদ্ধি যোগা তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সেই অবস্থায় চৈতন্য কেবল মুকুলিত হইয়াছে প্রস্ফুটিত হয় নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে। বাস্তব সেশ্বর নৈতিক জীবনে চৈতন্য পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুক্ততা লক্ষিত হয়, যেহেতু তাহাতে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে সকলের কর্তা, পাতা ও নিয়ন্তা এক জন পরম পুরুষ অবশ্য আছেন। তখনও ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাধন ভক্ত জীবনে, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি রূপ পাপড়ী গুলি প্রসারিত হইতে থাকে। পূর্ণ রূপে প্রসারিত হইলেই ভাব ভক্তের জীবন আরম্ভ হয়। অতএব বাস্তবিক সেশ্বর নৈতিক জীবন ও সাধন ভক্ত জীবনেই বিকচিত্তচেতন জীব পরিলক্ষিত হন। ভাব ভক্ত জীবনে পূর্ণ বিকচিত্তচেতন জীবকে লক্ষ করা যায়। ভাব ভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেম ভক্তি হয়। ভাব ভক্তি বলিলেই প্রেম ভক্তিকে এস্থলে বর্ণিত হইবে। প্রেম ভক্তের জীবনান্তে জড় সম্বন্ধ থাকেনা। জীব তখন বদ্ধ মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ধামে অবস্থিত করেন।

স্বধর্ম্মানুভবই শুদ্ধ জ্ঞানের তৃতীয় প্রকরণ। স্বধর্ম্ম কাকে বলা যায়? উত্তর, পীর ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। বস্তুরাত্মেরই একটী একটী ধর্ম্ম আছে। বস্তু-ধর্ম্ম, বস্তু হইতে পৃথক নয়। ধর্ম্মেরই অন্যান্য নাম শক্তি, গুণ, প্রকৃতি ও বৃত্তি। ধর্ম্মই তদধিষ্ঠান বস্তুর এক মাত্র পরিচয়। অগ্নি যে কি বস্তু তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অগ্নির ধর্ম্ম যে দগ্ধ করা, উত্তাপ দেওয়া ও প্রকাশ করা তাহা দ্বারাই, অগ্নিরূপ বস্তু পরিচিত হয়। যদি বলা যায় যে ধর্ম্ম বা গুণ বই বস্তু নাই, তাহাতে দোষ এই যে দুই তিনটী ধর্ম্ম একটী সাধারণ আধার ব্যতীত সর্বত্র একত্র মিলিত হইত না। যখন সেরূপ লক্ষিত হইতেছে তখন বস্তু না মানিলে বিজ্ঞান বা সহজ জ্ঞান কোঁন ক্রমেই সন্তোষ লাভ করে না। বস্তু ধর্ম্মের তিনটী অবস্থা যথা:—

১। স্বেচ্ছাবস্থা।

২। জাগ্রতাবস্থা।

৩। বিকৃতাবস্থা।

দেশালাই বা চকমকী ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয়। অগ্নির জ্যোতি, উত্তাপ ও দহন শক্তি ত্রয়ের প্রকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি রূপ বস্তু ও উপলব্ধ হয়। প্রকাশ হইবার পূর্বে ঐ ধর্ম সকল স্পষ্টাবস্থায় থাকে। পরে জাগ্রত হয়। জাগ্রত হইলে বিষয় ভেদে স্বাস্থ্য বা বিকৃতি লাভ করে। কাঠ পাইলে অগ্নির ধর্ম সকল স্বাস্থ্য লাভ করত কার্য্য করিতে থাকে। কৈন অকুপযুক্ত বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকে কিন্তু আলোক দেয় না, বা আলোক দেয় কিন্তু দগ্ধ করে না। সেস্থলে আলোক প্রদান ধর্মটি বিকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতে একটি একটি মূল ধর্ম থাকে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা ক্রিয়া হয়। মূল ধর্ম কোন এক বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করত বিকৃত অবস্থায় অন্য প্রকারে বৃত্তির বিকৃত চালনা করিয়া থাকে। ইহাকেই ধর্মবিকৃতি বলি। বিষয়াভাষ কালে ধর্মের স্রুষ্টি। যোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে ধর্মের জাগ্রতাবস্থা। অযোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে ধর্মের বিকৃতাবস্থা। ধর্মের সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে তিনটি বিষয়ের যোগ্যতার প্রয়োজন। যে বস্তুকে ধর্ম আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকে আশ্রয় বসি। ধর্ম স্বয়ং বৃত্তিরূপ। বাহ্যতে ঐ বৃত্তি নিযুক্ত হয় তাহাকে বিষয় বলে। আশ্রয় যোগ্যতা, বৃত্তি যোগ্যতা ও বিষয় যোগ্যতা এবিধ ত্রিবিধ যোগ্যতা মিলিত না হইলে কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে স্রষ্ট হয় না। যে স্থলে যোগ্যতা ত্রয়ের কোন অংশে কোন অভাব বা ত্রুটি থাকে সেস্থলে কার্য্য ততদূর সন্দেহ হয়। বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তির পরস্পর একরূপ সম্বন্ধ যে পরস্পরের পবিত্রতা ক্রমে পরস্পর উন্নত হয়। বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনা দ্বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতি বিধান করে। আশ্রয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক। বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির শুদ্ধালোচনা ক্রমে আশ্রয়ের পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তি বা ধর্ম ইহারা অন্যান্যাপেক্ষী।

বস্তু দুই প্রকার, চিহ্নবস্তু ও জড় বস্তু। জড় বস্তু সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এই জড় জগতে জীব ব্যতীত আর চিহ্নবস্তু নাই। চিহ্নজগতে ভগবান জীব ও পীঠাদি সমস্ত উপকরণই চিহ্নময়। এজগতে জীব এক শ্রেণীর বস্তু ও জড় অন্য শ্রেণীর বস্তু। জড় বস্তু হইয়া জীবের এক প্রকার নূতন দশা হইয়াছে। তন্মধ্যেও জীব একবস্তু।

বস্তু স্বরূপ জীবের ধর্ম কি? সমস্ত জড় জগৎ অনেন্দ্রণ করত কোন স্থলে

যাহা লক্ষিত না হয়, এবং জীবই কেবল তাহা লক্ষিত হয় তাহাই জীবের ধর্ম। উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আনন্দকেই জীবের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত জীব যদি জড় জগৎ হইতে অন্যত্র নীত হয় তাহা হইলে এই জগৎ নিরানন্দময় হইয়া যায়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী কোন স্থানেই আনন্দ আর লক্ষিত হইবে না। জীবই জগতের আনন্দ ধাম। পূর্বেই স্থির করা হইয়াছে যে জীব চিৎসত্ত্ব, এক্ষণে দেখা গেল যে জীব আনন্দ ধর্ম বিশিষ্ট। জীবের চিন্দেহ বৈরূপ জড় সঙ্গ ক্রমে লিঙ্গ ও মূল দেহ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহার আনন্দ রূপ ধর্মও তদ্রূপ লিঙ্গ ও মূল গত হইয়া দুঃখ রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই দুঃখের কিয়ৎ পরিমাণ যেখানে নিবুড়ি লক্ষিত হয় সেই স্থলে একটা ক্ষণিক তত্ত্ব রূপ সুখ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকার বিশেষ।

জীব চিদানন্দ। শুদ্ধধামে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম নিত্য বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত আছে। জড় জগতে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম বিকৃত রূপে অবস্থিতি করে। চিৎ যে কি বস্তু তাহা যুক্তি দ্বারা বা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় না। চিৎই চিৎকে অবগত হইতে পারে। চিৎ স্রষ্টি লক্ষণ সামগ্রী বিশেষ। সেই সামগ্রী দ্বারা জীবের সিদ্ধ দেহ, বৈকুণ্ঠধাম, ভগবান্নিলয়, ভগবদ্বিগ্রহ ইত্যাদি সমুদায় গঠিত। সেই সামগ্রী দ্বারা জীবের দেহ গঠিত, তাহাতে ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হইলেই সেই চিৎ পদার্থের ধর্মরূপ আনন্দ পরিচালিত হয়। সন্ধিনী হইতে চিন্দেহ, সন্ধিং হইতে ইচ্ছা ও ক্লাদিনী হইতে আনন্দ আদিয়া একত্রিত হইলে জীব প্রকাশিত হয়। জীবের দেহ চিৎ পরমাণু স্বরূপ, জীবের ইচ্ছা সন্ধিতকণ বিশেষ, জীবের আনন্দ ক্লাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। ইহাই জীবের স্বরূপ, ইহাই জীবের ধর্ম। ক্লাদিনী হইতে উল্লাসরূপ স্রষ্টি লক্ষণ জীব প্রকাশিত হইলে জীবের রতি ধর্মের উদয় হয়।

আনন্দ, প্রীতি, রতি এই সমুদায় পদবাচ্য যে জৈব ধর্ম তাহাই জীবের ধর্ম। মুক্ত অবস্থায় তাহা অকুষ্ঠ, বিমল ও অপ্রতিহত। জড়বদ্ধাবস্থায় সেই ধর্ম বিকৃত। অতএব বদ্ধ জীবের স্বধর্ম স্বরূপ-গত নয়, সম্বন্ধগত। নীতিশূন্য জীবনে ও নিরীশ্বর নৈতিক জীবনে বা কল্পিত সেখর নৈতিক জীবনে সেই স্বধর্ম বিষয়রাগ রূপে বিকৃত। উক্ত ত্রিবিধ জীবনে বিকৃতির কিয়ৎ পরিমাণ তারতম্য আছে। তথায় বিপরীত বিষয়-গত হওয়ায় স্বধর্ম নিত্যস্ত বিপরীত আকার লাভ করে। উত্তম বুদ্ধি লোকেরা উহাকে স্বধর্ম না বলিয়া বৈধর্ম্যই

বলেন। নীতি শূন্য জীবনে আহাৰ, নিদ্রা, জীসঙ্গ, প্রভৃতি পাশব কার্যেই জীবের একমাত্র রাগ। নৈতিকেরাও তাকে বৈধৰ্ম্য বলে। নৈতিক দিগের পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ চালিত হয়, কেবল ক্রিয়৷ পরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টি পথে রাখে। বলিতে গেলে নীতি শূন্য জনের চরিত্র অপকৃষ্ট পশু চরিত্র। নীতিযুক্ত নিরীশ্বরদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট পশু চরিত্র। যেহেতু তদুভয় চরিত্রেই জীবের স্বধৰ্ম্য নিতান্ত বিকৃত। বাস্তবিক ঈশ্বর বিশ্বাস সহকারে যাহারা নৈতিক জীবন স্বীকার করেন, তাহাদের বিষয় রাগ ঈশ্বর চিন্তাধীন হওয়ায় জীবের স্বধৰ্ম্য ঐস্থলে বিকৃতি ত্যাগোন্মুখ হইয়া উঠে। বৈধভক্ত জীবনেই স্বধৰ্ম্য অনেকটা প্রকাশ হয়। ভাব ভক্ত জীবনে তাহা পূর্ণ হয়। বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মে ও বৈধভক্ত জীবনে যে সকল অধিকার বিভাগ আছে, সেই সেই অধিকার-গত নিষ্ঠার সহিত যে পরেশ-ভক্তি তাহাকেই স্বধৰ্ম্য বলিয়া বদ্ধ জীব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অর্জুনের যুদ্ধ, উদ্ধবের বৈরাগ্যরূপ বার্ষিক কৰ্ম্মভাগ এই সকল স্বধৰ্ম্মের উদাহরণ। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে শুদ্ধ জীবের শ্রীতিই স্বধৰ্ম্ম এবং বদ্ধ জীবের ভক্তিই মুখ্য স্বধৰ্ম্ম। কৰ্ম্মাদি সমস্তই গোণ স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ ভক্তির অধীন থাকিলে অধিকার ভেদে স্বধৰ্ম্ম ও ভক্তির বিপরীত অচরণ করিলে বৈধৰ্ম্ম রূপে পরিত্যজ্য। জড় বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের স্বধৰ্ম্ম শুদ্ধ হয়না। শ্রীতি সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বধৰ্ম্মকে পরিশুদ্ধ রূপে আলোচনা করিতে সক্ষম হন না। জড় মুক্ত হইবা মাত্র সেই আলোচনা বিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বধৰ্ম্মাঙ্ক-শীলন দ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ ও স্বধৰ্ম্মরূপ শ্রীতি উভয়েই ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা লাভ করে।

ফলাহুভবই জীবের শুদ্ধ জ্ঞানের চতুর্গুণ প্রকরণ। ফলাহুভব পঞ্চ প্রকার যথা:—

১। বিকৰ্ম্ম ফলাহুভব।

৪। জ্ঞান ফলাহুভব।

২। অকৰ্ম্ম ফলাহুভব।

৫। ভক্তি ফলাহুভব।

৩। কৰ্ম্ম ফলাহুভব।

নীতি শূন্য জীবন সৰ্ব্বদা বিকৰ্ম্মময়। পাপ কৰ্ম্মকে বিকৰ্ম্ম বলে। নিজের ইন্দ্রিয় সুখই সেই জীবনের এক মাত্র তাৎপর্য্য। পরলোক বলিয়া একটা বিশ্বাস সে জীবনে থাকেনা। এবস্তুত জীবনের ফল এই যে পীড়া, অকাল-মৃত্যু, অকারণ বল বীৰ্য্যাদি ক্ষয়, মনের যাতনা অন্যান্য শাস্ত্রমতে নরকাদি

গমন, অবশ ও সকলের অবিশ্বাস প্রাপ্তি হয়। তদ্বারা নরজীবন বিধব যন্ত্রণার পাত্র হইয়া পড়ে। কিস্কিন্ধ্যায় বৃদ্ধি থাকিলে এরূপ ভয়ানক কল কেহই স্বীকার করিতে চাহে না।

নিরীশ্বর নৈতিক জীবন ও কল্পিত সেখর নৈতিক জীবন সর্বদাই অকর্ম্ম হয়। কর্তব্য কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে। নরজীবনের বহু প্রকার কর্তব্য কর্ম্ম আছে তন্মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক তাঁহার উপাসনা বন্দনাদি নিত্য কর্তব্য কর্ম্ম। তদভাবে জীবন অন্য প্রকারে নৈতিক হইলেও, অকর্ম্ম দ্বারা দূষিত থাকিল। নীতি দ্বারা শরীরাদি রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু যে পর্যন্ত নর ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে সে পর্যন্ত সে কখনই সকলের বিশ্বাস ভাজন হইতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস বে ছদয়ে নাই সে ছদয় স্বর্ঘ্য শূন্য জগতের ন্যায় ভয়ানক। সময়ে সময়ে সেই ছদয়ের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া মহাপাতক পক্ষী সকল কোঠর নির্মাণ করে। শাস্ত্রে এরূপ কীর্তিত আছে যে নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ইহা বথার্থ বলিয়া অমুভূত হয়। কল্পিত সেখর নৈতিক জীবন ধূর্ততা দ্বারা সর্বদা অসরল ও পাপ হয়। তাহার ফলও সহজে অমুভূত হয়।

যাঁহারা সরল ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া নৈতিক জীবন স্বীকার করেন তাঁহারা ভারতে বর্ণাশ্রমাচারবান পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। অন্যান্য দেশে সেই লক্ষণ সম্পন্ন পুরুষেরা বর্ণাশ্রম স্বীকার না করিয়াও সেই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য মতে জীবন নির্বাহ করেন। ব্যবহার স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে উচ্চশ্রেণী লোককে অবলম্বন পূর্বক বিধি লিপিবদ্ধ হয়, পরে ঐ বিধির তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্বক অপর লোকের কার্য্য চলিতে থাকে। ভারত বাসীগণ আধ্যাত্মিক; তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণাশ্রম বিধি নিশ্চিত হইয়াছে। সেই বিধির তাৎপর্য্যানুসারে অপর জাতি সকল সংসার নির্বাহ করেন। সে যাহা হউক ঈশ্বরের উপাসনা অন্যান্য কর্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যাহা করেন তাহা কর্ম্ম। তাঁহাদের কর্ম্মকে কর্ম্ম বই অন্য নাম এই জন্য দেওয়া হয় না যে তাঁহারা কর্ম্মকে সর্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করেন। ঈশ্বর ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। এস্থলে ঈশ্বরও কর্ম্মাক্ষ বিশেষ। *সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের তৃপ্তি সাধন করিলে তিনি স্বর্গবাসাদি ফল প্রদান করেন। এই জীবনে ঈশ্বর কর্ম্ম হইতে স্বাধীন হইতে পারেন না। অন্তএব

ঈশ্বরানুগত্য সহস্র কৰ্মের মধ্যে একটি কৰ্ম । তাছাড়াও স্বর্গাদি ফল হয় । পুণ্য কৰ্মের পরিমাণানুসারে স্বর্গাদি ফল ভোগ করিয়া জীব পুনরায় কৰ্মক্ষেত্রে আসিয়া কৰ্ম করেন । পুনঃপুন কৰ্ম ও ফল, এইরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন । কৰ্ম হইতে নিস্তার পাইবার পন্থা নাই, বেহেতু তত্ত্বতে এরূপ নিস্তারের বাসনাটিও পাপ কৰ্ম বিশেষ । মতান্তরে জীব সকল এই কৰ্মক্ষেত্রে যে সকল কৰ্ম করেন তাহার বিচার কোন এক নির্দিষ্ট দিবসে হইবে । স্বর্গের পর সেকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে । ষাঁহার ভাল কৰ্ম করিয়াছেন এবং নিজ নিজ আচার্য্যের অনুগত হইয়া আছেন তাঁহারা চির স্বর্গলাভ করিবেন । পক্ষান্তরে ষাঁহার ঐ সকল আচার্য্যকে স্বীকার করেন নাই বা ভাল কৰ্ম করেন নাই, মন্দ কৰ্ম করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল নরকে থাকিবেন । খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান নামা সেখর নৈতিক লক্ষ্যদায়গণ এইরূপ বিশ্বাস করেন । এরূপ বিশ্বাস যেস্থলে আছে সে জীবন উচ্চতর হইতে পারেনা । আদৌ একটি ক্ষুদ্র জীবনে জীব যাত্রা করিলেন তদ্বারা তাহার অনন্ত ফল হইল । বিশেষতঃ জন্ম ও মঙ্গল বশতঃ বাল্য কাল অর্থাৎ বিবেক জন্মের পূর্বে হইতে যাহারা পাপশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাপাচরণ করিল, তাহারা চির নরক গম্য রূপ ফল লাভ করিল ! তাহাদের পুণ্য শিক্ষার সুবিধা হয় নাই । পক্ষান্তরে সদ্বংশ জাত ও বাল্যে সংসঙ্গ প্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিল যে চিরস্বর্গ লাভ করিল ? পরমেশ্বরের বিচার এরূপ হইলে আর দুর্বল জীবের গতি কোথা ! এই সকল মতস্থ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অল্পভব অতিশয় ক্ষুদ্র, অতএব তাহাদের মতে যে কৰ্ম ফল তাহাও নিঃসঙ্গ অযুক্ত ও তুচ্ছ । সংক্ষেপতঃ সেখর নৈতিক জীবনটী কৰ্মময় । কৰ্ম ও বিকৰ্ম নাই বটে, কিন্তু ঐ জীবনে কৰ্মের তিনটী বিভাগ আছে যথা—

১। নিত্য কৰ্ম,—সদ্ব্যাসনাাদি ।

২। নৈমিত্তিক কৰ্ম,—শ্রাদ্ধাদি ।

৩। কাম্যকৰ্ম,—পুত্রোপ্তি যাগাদি ।

সেখর নৈতিক জীবনের দুইটী অবান্তর বিভাগ আছে অর্থাৎ নীচ প্রকৃতি অনিত সেখর নৈতিক জীবন ও উচ্চ প্রকৃতি অনিত সেখর নৈতিক জীবন । নীচ প্রকৃতি সেখর নৈতিকেরা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্যাপেক্ষা কাম্য কৰ্ম্যকে অধিক স্বীকার করে । উচ্চ প্রকৃতি সেখর নৈতিকেরা কাম্য কৰ্ম

মাত্রই স্বীকার করেন না । নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকে কেহ নিকাম জ্ঞানে, কেহ ব্রহ্মার্শণ সহকারে, কেহবা ভগবদর্শণ পূর্বক স্বীকার করিয়া থাকেন । ইচ্ছার মধ্যে বাহ্যিক নিকাম কর্মও তাঁহারা ও কর্মপর । বাহ্যিক ব্রহ্মার্শণ পরায়ণ তাঁহাদের কর্ম, জ্ঞান সীমাকে লাভ করিয়াছে । বাহ্যিক ভগবদর্শণ পরায়ণ তাঁহাদের কর্ম, ভক্তি সীমাকে লাভ করিয়াছে । যে কর্ম ভক্তি সীমাকে লাভ করে সে কর্মের ফলই ভক্তি অতএব তাঁহাকেই গোবী ভক্তি বলা যায় । বৈধ ভক্তগণ সেই অবস্থার কর্মকে জীবন ব্যতীর উপযোগী বলিয়া স্বীকার করেন । অন্য সর্বপ্রকার কর্ম ফলই অমঙ্গল জনক হইতে পারে । ফলকথা এই যে কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই । জীবন ধারণের জন্য কর্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অতএব বদ্ধজীব সর্বদা সতর্কতা সহকারে কর্মফল স্বীকার করিবেন ।

জ্ঞান ফলাভূত বিচার স্থলে কিছু বক্তব্য আছে । শুদ্ধ জ্ঞানের যে ফল তাহা প্রেম, অতএব সে ফলের বিচার এস্থলে হইবে না । ইচ্ছিয়ার্থ জ্ঞান নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান, ও ব্রহ্ম জ্ঞান এই চারি প্রকার জ্ঞান জনিত ফলেরই বিচার হইবে । তন্মধ্যে ইচ্ছিয়ার্থ জ্ঞানও নৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গেল । এস্থলে ঈশ্বর জ্ঞানও ব্রহ্ম জ্ঞান ফলেরই কিছু কিছু বিবেচনা করা যাইবে । পূর্বেই কথিত হইল যে ঈশ্বর জ্ঞান হইতে কর্মের কর্তব্যতা নিরূপিত হয় । কর্মের দুই প্রকার প্রবৃত্তি । ফলভোগ করাইয়া পুনরায় নিজের অধীনে জীবকে আনিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করা একটি প্রবৃত্তি । ঈশ্বরকে সন্তোষ করাইয়া শান্তি প্রদান করা আর একটি প্রবৃত্তি । প্রথম প্রবৃত্তি পূর্বেই বিচারিত হইল । দ্বিতীয় প্রবৃত্তি কমে ঈশ্বরজ্ঞান জনিত কর্ম ক্রমশঃ জীবের উন্নতি প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তাহা দিতে স্ময়ং অক্ষম হইয়া পড়ে । অষ্টাঙ্গ যোগ শাস্ত্রে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা চিত্ত বশীভূত হইলে সেই সেই কর্মই অবশেষে কৈবল্য প্রদান করিব বলিয়া ভরসা দেয় । সে কৈবল্যের আকার দেখিলেই বোধ হয় তাহা মিথ্যা । প্রথমে কথিত হইল যে ক্রেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশয় হইতে অপারামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলি । সেই ঈশ্বর কেবল-স্বরূপ । জীবও যোগ ক্রমে সেই কৈবল্যলাভ করে । ভাল, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরম্পর কি সম্বন্ধে থাকে এবং যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছিলাম সেই বা তখন আমার সম্বন্ধে কি করে ? অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে এইপ্রশ্নের উত্তর নাই । তবে আমাকে কি বুঝিতে হইবে ? আশি কি

এই স্থির করিব যে ঈশ্বর একটা কল্পিত পুরুষ বিশেষ? সাধন কালেই তাহার প্রয়োজন, পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তাহা হইলে যে সকল জীব কৈবল্যলাভ করে তাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপ হইল। এরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় যে ঈশ্বর একটা অবস্থা-বিশেষ, সেই অবস্থায় জীব সমূহ লয় হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর-সামুদ্র্য বাদ হইল। যদি বল তাহাতে দোষ কি! তাহা অদ্বৈতবাদ মতের একটা পৃথক্ নাম মাত্র। একমত হুই নামে প্রচার করার আবশ্যিক কি? যোগের ফল বিভূতি যেমত অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য হয় তদ্রূপ চরম ফল যে কৈবল্য তাহাও ভক্তি বিরুদ্ধ বাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করাই কর্তব্য। যোগের প্রতিজ্ঞাটী শুনিতে ভাল ছিল কিন্তু ফল অতি তুচ্ছ। ঈশ্বর জ্ঞান জনিত ফল বলিয়া অনেক শাস্ত্রে সালোক্য, সার্থী ও সামীপ্য এই মুক্তি ত্রয়কে বলিয়াছেন। সেই প্রকার মুক্তি বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্বারা ভগবৎ সেবাই চরমে হইয়া থাকে। সেই সকল মুক্তিকে সেবাধার বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর জ্ঞান যদি ক্রমভিত্তিকে পুষ্টি করে, তবে তাহার ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপটী ধীম্র শুদ্ধজ্ঞান রূপে পর্যাবসিত হইয়া যায়। ইহাতে ঈশ্বরজ্ঞান চরিতার্থ হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বরজ্ঞান কুপথগামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান রূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে সামুদ্র্য বা নির্কাণ মুক্তি তাহা নিতান্ত হেয়। নির্কিশেষ*তত্ত্ব বলিয়া একটা ব্রহ্ম স্থাপন করা গেল। নির্কিশেষ তত্ত্ব বলিলে এই বুঝা যায় যে যত প্রকার অস্তিত্ব হইতে পারে তাহার বিপরীত যে তটী তাহাই নির্কিশেষ ব্রহ্ম। অস্তিত্বের বিপরীত তত্ত্বের সহজ নাম নাস্তিত্ব। নির্কাণ শব্দে নাস্তিত্বকে বুঝায়। ব্রহ্ম সামুদ্র্য বলিলে নির্কাণ বা নাস্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্ম সামুদ্র্য লাভ করিলেন বলিলে এই হয় যে জীবের সর্বনাশ হইল। ইহাকে কি লাভ বলা যায়? এই ফলের জন্য কি যত্ন করা উচিত। অত্যন্ত ভগবদপরাধ ক্রমে কংশ শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছে তাহা কি শিষ্ট লোকের অনুবণীয়। অতএব জ্ঞান ফল অতি তুচ্ছ। পঞ্চাস্তরে যুক্তিকেই বাহারা জ্ঞান বলেন, তাহারও জ্ঞানন যে জ্ঞান ফল নিতান্ত অকর্মণ্য। পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে যুক্তি জড় জগতের বাহিরে যাইতে সক্ষম নয়। যদি কখন যাইতে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক করিয়া থাকে তদ্বারা প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের বিচারে কোন ফল লাভ করা যায় না। কখন কখন যুক্তি নিরাশ হইয়া নাস্তিকতাকে প্রসব করে। সন্দেহ বাদ, নাস্তিক বাদ, জড়বাদ, নির্কাণ বাদ

এ সমুদায় বাদই যুক্তির অনধিকার চর্চা ক্রমে প্রসূত হয়। অতএব সর্বতোভাবে জ্ঞান ফল জীবের অমঙ্গল জনক।

ভক্তি ফলাহুভবই শেষ ফলাহুভব। পূর্বেই ওদর্শিত হইয়াছে যে ভক্তিই জীবের স্বধর্ম। স্বধর্মের ফলই স্বধর্ম উন্নতি, আশ্রয় উন্নতি ও বিষয়ে বিশুদ্ধ রূপে অবস্থিতি। স্বর্গ, মুক্তি, জড়শরীর, মন, বন্ধ আত্মার বিভূতি ও সমাজের উন্নতি এই সকল সম্বন্ধে ভক্তির কোন মুখ্য ফল নাই। ভক্তি অহৈতুকী ও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। ভক্তি নিজে উন্নত হইয়া প্রেমরূপী হইতে পারে, ইহাই ভক্তির চেষ্টা। জড়বন্ধ জীবকে আশু সেই অবস্থা হইতে স্বস্বরূপে নীত করিয়া স্বীয় কার্য্য পবিত্র রূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ইহার চেষ্টা। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভক্তির ফল ভক্তি বই আর কিছুই নয়। যে স্থলে ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহা থাকে, সে স্থলে ভক্তি লুক্কাইত হইয়া পড়েন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল প্রদান করে। কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং সমস্ত ফলদানে সক্ষম। ইহাও স্বধর্ম উন্নতি ব্যতীত অন্য কোন ফল দেন না।

বিরোধাহুভব শুদ্ধ জ্ঞানের পঞ্চম ও শেষ প্রকরণ। বিরোধাহুভব চারি প্রকার যথাঃ—

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ১। পরেশ স্বরূপ বিরোধাহুভব। | ৩। স্বধর্ম স্বরূপ বিরোধাহুভব। |
| ২। স্বস্বরূপ বিরোধাহুভব। | ৪। ফল স্বরূপ বিরোধাহুভব। |

পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একত্রিত হইয়া তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। তিনি নিরাকার বলিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপের বিপরীত বাদ হইয়া উঠে। জড়ীয় রূপ নাই বলিয়া তিনি নিরাকার মন। তাঁহার গুণ অচিন্ত্য। কেবল সর্বব্যাপী বলিলে তাঁহাকে ক্ষুদ্র গুণ বিশিষ্ট বলা হয়। মধ্যমাকার হইয়াও সর্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্তমান আছেন, এই গুণটী অলৌকিক ও অচিন্ত্য। তাঁহাকে নির্কিংশেষ বলিলে, একটী মাত্র নির্কিংশেষতা গুণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্কিংশেষ বলিলে অলৌকিক অচিন্ত্য গুণের পরিচয় হয়। জীব সকলকে মাতৃগর্ভে সৃজন করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার নির্মিত সুখদাম জগতকে আর উন্নত করিয়া লইবেন এবং যে যত দূর তাঁহার ঐ প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে ততদূর তাহাকে সুখ প্রদান করিবেন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য লীলার বিরোধ বাক্য হয়। যে পুরুষ সিদ্ধ সঙ্কল্প ও

সর্বশক্তিমান, তাঁহার যদি এরূপ ইচ্ছা থাকিত যে এই জগৎ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া সকল অভাব শূন্য হইবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা মাজেই জগৎটা তদ্রূপই হইত। কতক হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া লইবেন এরূপ বুদ্ধি বাঁহাদের আছে তাঁহারা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ স্বর্গকার, কর্মকার, সৃজধরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন। এই রূপ অশুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেক অনার্থ্য-জুষ্ট মত জগতে প্রচলিত হইয়াছে। সর্বতোভাবে স্বরূপতঃ ভগবান একত্ব হইয়াও দ্রষ্টা স্বরূপ জীবের অধিকারানুসারে উদয় ভেদ স্বীকার করেন। তদ্রূপে ভগবানের একত্ব অস্বীকার করাও পরেশ স্বরূপ বিরোধ কার্য। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান ভক্তিব্যোগে শ্রীমূর্তিতে প্রতিভাত হন ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি কার্য। সেই প্রতিভাত শ্রীমূর্তি সেবন করাই ভক্ত জীবনের উচিত কার্য। তাহা পরিত্যাগ পূর্বক, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপ বিগ্রহ নাই বলিয়া বাঁহারা সেই নিরাকার তত্ত্বপাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তদ্রূপ। তন্মধ্যে কেহ বাপিণ্ডিতা-ভিমानी হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্বক প্রথমে ধনু, আত্মাকে শর, ও ব্রহ্মকে তল্লজ্য বলিয়া অধ্যাত্মযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই যৎ কাষ্ঠ নির্মিত প্রতিমূর্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমূর্তির প্রতিমূর্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বস্ত্র লাভ হয় না। তিনি এক প্রকার সত্য বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্তি দেখেন নাই, তাঁহার যে মূর্তি তাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক, যেমত আমি সনাতন ঋষিকে দেখিনাই, একটা মূর্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মূর্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কিনা তদ্বিশয়ে সন্দেহ। কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়া বিশেষ) লইয়াছেন তিনি যখন সেই ফটগ্রাফ দর্শন করিবেন তখন চক্ষু নিমীলন করিলে বাস্তব সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটগ্রাফটী কেবল সত্য ভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না। বরং ইহা স্মরণের একটা যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রথম ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা যে অধ্যাত্ম যোগ সে কেবল সাধকদিগের পক্ষে একটা প্রাথমিক ব্যাপার মাত্র। তাহাতে

সাধক হৃদয় চরিতার্থ হয় না। ভগবৎ স্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্যন্ত এই রূপ কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া আছে, তাহা তদধিকারীর পক্ষে কর্তব্য বটে। যিনি ভগবৎ স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অমূৰ্ক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত অগতে তদমুখীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদমুরূপ জীমূর্তি প্রকাশ করেন। সেই জীমূর্তি দর্শকদিগের উদ্দীপকত্ব। যথার্থ সাধক হইয়া তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন। স্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে মিথ্যা কল্পিত মূর্তি যেমত অমঙ্গল জনক, স্বরূপাতাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তজ্জপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তুরূপ হইবার পূর্বে প্রায়ই ঘটয়া থাকে। সামান্য ভাষায় তাহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। এই সমস্ত ভগবৎ স্বরূপ বিরোধী মত সর্বতোভাবে পরিহার্য।

তদ্বাক্য ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান লাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের জীবিত সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। মুসলমান-দিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম ও তৎপরে খ্রীষ্টীয়ান দিগের ক্ষুদ্র মত ও তদুভয়ের অহুগত ব্রাহ্মধর্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্ম বুদ্ধিকে দূষিত করিলে; নবা সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিত সেবাহে অশ্রদ্ধা উদ্ভূত হয়। দুঃখের বিষয় এই জীবিত সেবা নিন্দা করিবার পূর্বে কেহই এ বিষয়ের সম্যক বিচার করেন নাই। জীবিত সেবা প্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্ম জীবিত সেবা নাই, সে ধর্ম নিতান্ত অকর্মণ্য। ভক্তি মার্গে জীবিত সেবা ব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্মামুখীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যিক। জীবিত সেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করত জীবিত সেবা পরিসেবিত হন। জীবের চিন্তেহ গত চক্ষু দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস নারদাদি বিশ্বজ্ঞান এবং সাধারণতঃ সমুদায় নিকরূপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দ সমাধি সময়ে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেন। মনোবৃত্তিতে সেই রূপের অহরহ ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্য রূপের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ জীবিত সেবা দর্শন করত নয়নানন্দ বর্জন করেন। এস্থলে জীবিত সেবা কখনই কল্পিত বা জীব নির্মিত বস্তু হয় না। যাহার ভক্তি নাই তাহার পক্ষে ভগবৎ স্বরূপতা নাই কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময় মূর্তির অর্চ্যবস্তু। জীবিত সেবা ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপের বস্তু হইতে পারেনা, সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যে রূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, জীবিত সেবা সেইরূপ জড়

চক্ষের অলঙ্কিত ভগবৎ স্বরূপের প্রতিকৃৎ স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎ স্বরূপ প্রতিকৃৎ যে বস্তুবৎ তাহা ভক্তগণ বিভিন্ন ভক্তি বুদ্ধিরূপ কল দ্বারা অলঙ্কণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যাস্থানার্থের সহিত বিদ্যাস্থানের যে প্রকৃত সন্থক তাহা কেবল বিদ্যাস্থান ফলকোৎপত্তি রূপ কল দ্বারাই লঙ্কিত হয়। তদ্বিষয়ে বাহারী অনভিজ্ঞ তাহার বিদ্যাস্থান দেখিলে কি বুঝিবে? বাহারীর হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারী শ্রীবিগ্রহকে পুতলিকা বই আর কি বলিতে পারে! ভক্তদিগের শিক্ষাসূত্র এই যে শ্রীবিগ্রহ সেবকেরা পৌত্তলিক নন। তবে পৌত্তলিক কে, ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎ স্বরূপের সহিত সন্থকহীন বস্তুকে বাহারী উপাসনা করে তাহারী পৌত্তলিক। তাহারী পঞ্চ প্রকার —

- ১। বস্তুজ্ঞানাভাবে বাহারী জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।
- ২। জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া বাহারী পূজা করে।
- ৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য বাহারী উপাসনা শুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে।
- ৪। বাহারী চিন্তা বুদ্ধির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করত তাহার একটি কল্পিত মূর্তির ধ্যান করে।
- ৫। জীবকে বাহারী ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য বন্য জাতিগণ, অগ্নি পূজকগণ ও জোভ সেটার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীক দেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপ জান উদয় হয় নাই অথচ জীবের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় জ্ঞান বশতঃ যে চাকচিক্য বিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায় তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকার বিচারে ঐ রূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনা ক্রমে যুক্তি দ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত একটি নির্কির্শেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদী মাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্কির্শেষ ভাব কখনই ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ সন্থকীয় ভাব হইতে পারেনা। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্কির্শেষতাকে একটি বিশেষ বলিলে স্বরূপ সন্থকীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়-বিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড়-বিপরীত নয়।

চরমে নির্বাণকে বাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্যের সত্ত্বমূর্ত্তি সকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য স্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আত্মকান যাহাকে পঞ্চ উপাসনা বলিয়া বলা যায় তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করত তদ্বিপরীত ধর্ম যে গুণশূন্যতা তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে তাহা বোধ গম্য হয় না।

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণু মূর্ত্তি ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। তদ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার রূপ পরম লাভ হয়না।

বাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা মতে ইহা অপেক্ষা আর বৃহৎ অপরাধ নাই। যে সকল জীব পূজার্থ তাঁহাদিগকে ভগবন্তুক্ত বলিয়া পূজা করিলে, আর জীবকে ঈশ্বর বুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয়না। শ্রীরাম নৃসিংহাদির স্বরূপ ভঙ্গন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয় তাহা মুৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত পাঁচ প্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎ স্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকে তাহা নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের সর্বব্যাপিত্ব গুণকেই ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎ স্বরূপের অবহেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবাকার সকলের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য এই যে সমান অধিকারেই সাপত্ত্য ভাবও তজ্জনিত কলহ অনিবার্য হইয়া পড়ে। পৌত্তলিক মাত্রাই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন। অপৌত্তলিক, স্বরূপলব্ধ, ভগবন্তক্তের কোন পৌত্তলিকের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি এই মাত্র মনে করেন যে যে পর্য্যন্ত স্বরূপ লাভ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত কল্পনা বই আর কি করিবে? কল্পনা করিতে করিতে সাধু সঙ্গ ক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইবে। তখন আর বিবাদ করিবে না।

জীবের স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে যত প্রকার বিরোধ আছে তাহা অহুভব করিয়া পরিত্যাগ করিবে। চিদানন্দ স্বরূপ জীবকে একপক্ষে জড়মধ্য-গত করিয়া অনেক জড়ীয় ভাব দ্বারা অন্ত্রিত করা যায়। জড়-দেহ-গত জীব ওপাধিক ধর্ম যোগে আপনাকে শুদ্ধ জীব হইতে অন্যতর বস্তু বলিয়া বোধ করেন।

যাতৃগৰ্ভেই জীৱেৰ উৎপত্তি, ক্রমশঃ এই জীৱনে ধৰ্ম্মালোচনা কৰিলে
 পৰমেশ্বৰ হুঁই হইয়া তাহাকে একটী নিৰ্দোষ স্বৰূপ প্রদান কৰিবেন। ইহাই
 এক প্রকাৰ জীৱেৰ স্বৰূপ বিৰোধ। ইহা খ্ৰীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধৰ্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধই অবিদ্যা গত হইয়া জীব হইয়াছেন, আমি
 ব্রহ্ম এই প্রকাৰ অনুসন্ধান কৰিতে কৰিতে অবিদ্যা বিগত হইলে জীৱেৰ জীবদ
 নাশ হইয়া ব্রহ্মত লাভ হইবে। ইহা পেনথিষ্ট, থিয়সফিষ্ট ও অন্বদেশীয়
 অভেদবুদ্ধবাদীৰ মত। ইহা স্পষ্টই জীৱেৰ স্বৰূপ বিৰোধ। জীব ঘটনা
 বশতঃ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়ের ও নিজের পার্থিৱ উন্নতি সাধন কৰিতে
 কৰিতে যখন পঞ্চ লাভ কৰিবে তখন তাহার নাশ হইবে। কেহ বা বলেন
 তাহার ক্ষেহস্তা নাশ হইলেও তাহার ক্রিয়াদিতে শক্তি বৰ্ত্তমান থাকিয়া অন্য
 জীৱেৰ উন্নতি সাধন কৰিবে। ইহা চাৰ্ব্বাক, কম্টি, মিল ও সোশিয়ালিষ্ট
 প্রভৃতি নাস্তিকগণেৰ জীব-স্বৰূপ-বিৰোধী মত। জীব অনেক জন্ম হইতে
 কৰ্ম্ম স্বীকাৰ কৰিয়া ক্ৰেশ পাইতেছে। প্রেম, মৈত্ৰী বৈরাগ্য শিক্ষা দ্বাৰা ক্রমশঃ
 স্বভাব শুদ্ধ হইয়া অবশেষে বুদ্ধত ও চৰমে নিৰ্ৰাণ লাভ কৰিবে। ইহা শাক্য
 দিঃ প্রচারিত বৌদ্ধদিগেৰ এবং চতুৰ্দ্ধিশতি ভগবৎসংখ্যা বিশ্বাসী জৈন
 দিগেৰ মত। ঘটনা বশতঃ জীব এই সংসাৰে উৎপন্ন হইয়া মহাক্ৰেশে পতিত
 হইয়াছে। সংসাৰেৰ কোন স্মৃতি স্বীকাৰ না কৰিয়া কোন প্রকাৰে জীবন
 ধারণ পূৰ্ব্বক মরণ লাভ কৰিলেই তাহার শাস্তি। ইহা স্কুপেনহুগাৰ প্রভৃতি
 পেনমিষ্ট দলেৰ মত। প্রকৃতি পুৰুষেৰ সংযোগ দ্বাৰা জীবদ। জীবহেৰ উচ্চে-
 দই পৰম পুৰুষাৰ্থ। কৰ্ম্ম নিমিত্তই হউক বা বিবেক নিমিত্তই হউক কৰ্ম্ম ও
 পুৰুষেৰ ভোগ্য ভোক্তা ভাব অনাদি, তাহা উচ্ছেদ কৰিতেপাৰি, ত্ৰিবিধ
 দুঃখেৰ অত্যন্ত নিৰুত্তিৰ রূপ পুৰুষাৰ্থ। এই মতটী সাংখ্য মত। ইহাতে জীৱেৰ
 অত্যন্ত স্বৰূপ বিৰোধ আছে। জীবকৃত কৰ্ম্মেৰ দ্বাৰা যে অৰ্হ উৎপন্ন হয়,
 তাহাই জীৱেৰ কৰ্ম্মফল দাতা। জীৱেৰ মোক্ষ বা ঈশ্বৰেৰ ঐশ্য এইমতে নাই।
 ইহা জৈমিনী কৃত পূৰ্ব মীমাংসা দৰ্শনেৰ মত। জীৱেৰ নৈকৰ্ম্ম্য ও অপৰিস্ফাভ
 অবস্থা যে কৈবল্য, তাহা আদৌ ক্রিয়াযোগ দ্বাৰা বিস্তৃতিও উদয়কালে বৈরাগ্য
 যোগ দ্বাৰা লাভ হয়। এই পাতঞ্জল মত যে জীৱেৰ স্বৰূপ বিৰোধীমত তাহা
 পূৰ্বেই দৰ্শিত হইয়াছে। গৌতম যিনি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন কৰিয়াছেন এবং কণাদ
 যিনি বৈশেবিক শাস্ত্র প্রণয়ন কৰিয়াছেন, সেই উভয় মুনিকৃত শাস্ত্রে পৰমা-
 ণাদিৰ যেকোন নিত্যতা জীবও ঈশ্বৰেৰ তজ্জন নিত্যতা পীকৃত হইয়াছে। তাহাতে

জীবের চিত্তই স্বীকৃত হয় নাই। জীবকে অণু বলা হইয়াছে, মনকেও অণু বলা হইয়াছে। তাহাতে লিঙ্গ স্বরূপ বলিয়া জীবকে স্থির করা হয়। কোন কোন নৈসারিক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সে মুক্তি শুদ্ধ ব্রহ্ম সাধুজ্ঞ মুক্তির ন্যায় জীবের সর্বনাশ বিশেষ। শঙ্করাচার্য যে বেদান্ত ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতেও জীব অনিত্য। বেদান্ত শাস্ত্রই স্বার্থ মঙ্গলময় শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রের যে সব ভক্তি পোষকভাষ্য আছে তাহাতেই জীবের শুদ্ধ স্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। প্রত্যুত পূর্বোক্ত মত সমূহই জীবের স্বরূপ বিরোধীমত। সে সমুদায়ই পরিহার্য।

স্বধর্ম স্বরূপ বিরোধানুভব করা নিতান্ত কর্তব্য। ভগবচ্ছন্দা, ভগবদানুগতা, ভগবন্নিষ্ঠা, ভগবজ্জিহ্বা, ভগবদাসক্তি, ভগবদ্রতি, ভগবদানুগতা, ভগবৎ শ্রীতি, ভগবদ্ব্যবহৃতি শব্দ দ্বারা যে ভগবন্তত্ত্বকে উদ্দেশ্য করে সেই ভক্তিই জীবের স্বধর্ম। বিকর্মবুদ্ধি, অকর্মবুদ্ধি, কর্মবুদ্ধি, অযুক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি, ও শুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞান, ইহারা সকলেই জীবের স্বধর্ম বিরোধী ভাব। পূর্বে ঐ সকল, বিষয়ের বিচার হইয়াছে, অতএব তদুপে স্বধর্ম বিরোধানুভব করাই শ্রেয়।

ফল স্বরূপ বিরোধানুভব ও নিতান্ত কর্তব্য। ভক্তির যাহা ফল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ, মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সাক্ষ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রকার জড়মোচন, কোন কোন মতে ভক্তির ফল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভুক্তি যে ভক্তির ফল তাহাকে ভক্তি শাস্ত্রে ভক্তি বলেন। ভক্তির যে লক্ষণ পূর্বে লেখা হইয়াছে, তাহাতে ভোগেচ্ছা একবারেই থাকেনা। ভুক্তি ভক্তির ফল নয়, কর্মের ফল। ভক্তি ব্যতীত কোন প্রকার সাধন দ্বারা কোন ফল হয় না, অতএব কর্ম ভক্তিকে নিজাভীষ্ট ফলদানের জন্য বরণ করিলে ভক্তি তাহা দিয়া স্থানান্তরিত হন। ভুক্তিকে কর্ম ফল বলাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, শুদ্ধজ্ঞান উদয় হইলে অবিদ্যা দূর হয়, জীব স্বস্বরূপ লাভ করে। অতএব মুক্তি জ্ঞানেরই ফল। ভক্তির ফল নয়। সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য ও সাক্ষ্য ইহারা সেবোপযোগী অবস্থা বিশেষ। কিন্তু একান্ত ভগবৎ ভক্তগণ ভগবৎ সেবা ব্যতীত কিছুই চান না। সেবা লাভের জন্য অবাস্তব অবস্থা রূপে মুক্তি সকল শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আনীত হয়। অতএব তাহারা কখনই ভক্তি ফল নয়। মুক্তি জীবের জড় মোচন রূপ অবস্থা বিশেষ। ভক্তি তৎপূর্বেও তৎপরেও থাকে। মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে তাহার ফল কি? যাহা

তাহার ফল তাহাই ভক্তির ফল । মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না । ভক্তিই ভক্তির ফল । যে স্থলে ভুক্তি বা মুক্তি বাহ্য হৃদয়ে থাকে সেখানে শুদ্ধা ভক্তি উদ্ভিত হয় না । অতএব ভুক্তি ও মুক্তি বাহ্যই ভক্তির স্বরূপ বিরোধী ।

যে পঞ্চপ্রকার জ্ঞান বিচারিত হইল তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্হ জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ইহারা গোণ অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধ আত্মা ও সমাজ সম্বন্ধীয়, অতএব জীবের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর । ব্রহ্ম জ্ঞানটী ঈশ্বর জ্ঞানের একটি উপশাখা মাত্র । উহা সাধন পক্ষে কোন কোন স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করে, কিন্তু প্রায়ই অরূপকারী । ঐ সমস্ত জ্ঞান, জ্ঞান হইতেই হয় । শুদ্ধ জ্ঞানই এক মাত্র উপায়ে জ্ঞান । যেহেতু তাহা ভক্তির অঙ্গ সহচর । ভাব ভক্তদিগের ভগবৎ গুণাখ্যানে যে আসক্তি হইয়া থাকে, শুদ্ধ জ্ঞানই সেই আসক্তির এক মাত্র বিষয় । ভগবত্তীলা জ্ঞান না হইলে তাঁহার গুণাখ্যান ও ভক্তব্রহ্মণ কীর্তনাদি সম্ভব হয় না । ভগবান মধ্যমাংকারেও যে অপরিমেয় সেই গুণের আখ্যান স্বরূপ যশোদা কর্তৃক ভগবদ্ভক্তবদন প্রথমে সম্ভব হয় নাই, পরে অপরিমেয় হইলেও ভক্তির নিকট ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন এই ভক্তদ্বারাই অনায়াসেই বদন করিলেন । এই সমস্ত ভগবত্তীলা কথা কেবল শুদ্ধ জ্ঞান জনিত তত্ত্ব নিচয় । অতএব ভাবভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের ঐক্য বিবেচনায় অশুদ্ধজ্ঞান সকলকে জ্ঞান বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানের নিন্দা শুনায় । শুদ্ধজ্ঞানকে জ্ঞান কাণ্ড বলেন । জ্ঞানকাণ্ড কেবল পূর্বোক্ত অপর চারি প্রকার জ্ঞান । তাহা ভক্তের পরিত্যজ্য ।

ইহাতে আর একটি সূক্ষ্ম বিচার আছে । জ্ঞানের তিনটি বিভাগ, জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আশ্বাদন । ভাব ভক্তদিগের পক্ষে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ পূর্বেই সাধন ভক্ত জীবনে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আশ্বাদন দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে । ভাব-ভক্ত জীবনে জ্ঞানের আশ্বাদন অংশ কেবল বর্তমান থাকে । এই আশ্বাদন অংশ মুক্তি লাভের পরেও নিত্য ধামে জাজ্বল্যমান থাকে, বরং জড় বদ্ধাবস্থায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে কুণ্ঠিত থাকে । মুক্ত জীবের পক্ষে তাহা বৈকুণ্ঠ লাভ করে । যে পীঠে ভগবদাশ্বাদন রূপ জ্ঞানাংশে বিগত-কুণ্ঠতা আছে সেই পীঠকেই পণ্ডিতেরা বৈকুণ্ঠ বলেন । শুদ্ধ জ্ঞানের আশ্বাদন অর্থাৎ পরেশানুভব, বিরক্তি অর্থাৎ ভক্তির অরূপযোগী বস্তুতে ঔদাসীন্য ও ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ভাগ ইহারা যুগপৎ ভক্ত হৃদয়ে বাস করেন ।

ইহারা একই বস্তু। ভক্তি যে স্থলে বস্তু বলিয়া গৃহীত সে স্থলে শুদ্ধ জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যবহাৰ ও বিরক্তি তাহার ধর্মরূপে কার্য্য করে।

চতুর্থ ধারা—রতি বিচার।

জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ভাব ভক্তির সম্বন্ধে আর যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিব। ভাব ভক্তি সাধন ভক্তি হইতেই উদ্ভূত হউক অথবা কৃষ্ণ বা তত্ত্বজ্ঞ প্রসাদ হইতেই উদ্ভূত হউক, কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত পুষ্ট হইতে পারে না। কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি অপরাধ জন্মিলে সেই অমূল্য রতিধন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে হইতে অভাব হইয়া পড়ে। তাহা নান আত্মীয় প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব ভক্তির সহিত ভক্ত সঙ্গ করা ও ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করা জাত-ভাব পুরুষের নিত্য কৰ্ত্তব্য।

কোন কোন স্থলে একরূপ সন্দেহ হয় যে যে রতিকে এত অমূল্য ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেলে তাহা ভগবন্ত ব্যতীত অন্যান্য পাত্রের লক্ষিত হয়। ভক্তগণের শুদ্ধ রতির উপলক্ষের জন্য উক্ত বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা অন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভজন লিঙ্গকে বিবেচনা করিয়া কিছু বলিব না, কিন্তু ভক্তগণের জিজ্ঞাসা ক্রমে তাহাদের ভক্তি দ্বারের জন্য যাহা কিছু বলিতেছি তাহাতে যদি অগত্যা অন্য সম্প্রদায়ের ভজন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধ বাক্য হয়, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। জীবের ভাগ্য ক্রমেই শুদ্ধ ভক্তিতে রতি হয়। গ্রন্থ রচনা পূর্বক অপরকে রতি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাহাদের শুদ্ধ ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে, তাহাদেরই জন্য যখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইল তখন অপর সম্প্রদায়ের লোক যদি ঘটনা ক্রমে ইহা পাঠ করেন, তাহাতে আমাদের দোষ নাই। যদি ভাগ্য ক্রমে ঐক্য হন, তবে সর্বতোভাবে মঙ্গল। যদি ঐক্য না হন, তবে এই গ্রন্থ অন্যের হস্তে অর্পণ করিবেন, আমাদের প্রতি অনন্ত ঈর্ষ্য হইবেন না, ইহাই আমাদের সর্বদা প্রার্থনা।

অভেদ ব্রহ্মবাদীদের মত এই যে ব্রহ্ম নিগূর্ণ। কোন সগুণ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার সাক্ষাৎ উপাসনা হয় না। জীব সগুণ, অতএব সগুণ উপাসনা বই জীবের আর গতি নাই। এতন্নিবন্ধন জীব প্রথমে সগুণ ভাবে

কল্পিত কোন মূর্তিকে উপাসনা করিতে করিতে, ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হইলে
 গিণ্ডণ লক্ষণ ব্রহ্মের প্রতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসন্ধানকে নিযুক্ত করিবেন ।
 অপবোদ্ধানুভূতি গ্রহে অভেদ ব্রহ্মবাদ মতের এক জন প্রধানাচার্য্য শ্রীশঙ্কর
 স্বামী এই রূপ নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে বৈরাগ্য, বিবেক, শম, দম, উপরতি,
 তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুকুতা এই নয়টি সাধন যোগে পুরুষ বিচার
 করিতে করিতে কর্তব্য জ্ঞান লাভ করিবেন । পূৰ্ব্বোক্ত সাধন সমূহ কিরূপে
 প্রভূত হয় তাবিচারে বলিয়াছেন যে স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম, তপস্যা ও হরিতোষণ এই
 তিনটি প্রক্রিয়া শৃঙ্খলরূপে করিতে পারিলে উক্ত নব বিধ সাধনের উপযোগী
 হওয়া যায় । গিণ্ডণ দেবতা মাত্রের উপাসনাকে হরিতোষণ বলিয়া উক্তি
 করিয়াছেন । অদ্বৈত বাদীর মতে প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু ইহঁরাই
 পঞ্চবিধ সঙ্গ দেবতা । এই পাঁচটি দেবতার উপাসনাকাণ্ড পৃথক্ পৃথক্
 হইয়া পঞ্চ উপাসনা পদ্ধতি সম্বত তন্ত্র সকল বিরচিত হইয়াছে । তাঁহাদের
 সিদ্ধান্ত এই যে ঐ সকল দেবতার উপাসনা করিতে করিতে চিত্তৈক্যাধ্য রূপ
 ফল হয় । সেই ফল সাধন ক্রমে নির্বিশেষতা লাভ করত নির্বিশেষা-
 ভিনিবেশ লক্ষণ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় । সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে আমিই
 ব্রহ্ম এই রূপ জ্ঞান হয় ।

গাঢ় রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে অদ্বৈত বাদীগণ
 ব্রহ্মকেই এক মাত্র বস্তু বলেন । অন্য সকলই অবস্তু । প্রথম সাধন কালে
 যে দেবোপাসনা করার বিধান হইল, সে দেবতাও অবস্তু । নির্বিশেষ
 অবস্থায় সে দেবতা নাই । অতএব সে দেবতা কাল্পনিক । এই মতের
 অন্তর্গত যে রাম কৃষ্ণাদি মূর্তি তাহাও কাল্পনিক । কাল্যাণ প্রকৃতি, সূর্য্য,
 গণেশ, শিব ও বিষ্ণু তাহাদের মতে কল্পিত দেবতা । অষ্টাঙ্গ যোগীও পঞ্চো-
 পাসকগণও তাঁহাদের অনুগত এবং চবমে সকলেই ব্রহ্মবাদী ও মুক্তি পক্ষগ ।
 উপাস্য দেবতাকে মিথ্যা ও কল্পিত জানিয়াও তাঁহাদের উপাসনা করেন ।
 তাঁহাদের উপাসনা কালে যে রতির লক্ষণ দেখা যায় তাহাকেই তাঁহারা রতি
 বলিতে চাহেন । উৎসবকালে তাঁহারা কল্প, খেদ, বৈবর্ণ্য, অজ্ঞ, পুলক ইত্যাদি
 লক্ষণাক্রান্ত হইয়া নৃত্য করেন । এই সমস্তই রতি লক্ষণ বটে কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও
 নিরুপাধিক রতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা নয় ।

রতি কত প্রকার? উত্তমরূপে বিচার কবিলে পাঁচ প্রকার রতি জগতে
 লক্ষিত হয় । যথা:—

১। শুদ্ধা রতি ।

৪। ঙ্গড় রতি ।

২। ছায়া রতি ।

৫। কপট রতি ।

৩। প্রতিবিশিত রতি ।

শুদ্ধা রতিকে শাস্ত্রে আত্ম রতি, ভাগবতী রতি, চিত্ততি, ভাব এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে । জীব বিশুদ্ধ দশায় যে বৃত্তি দ্বারা ভগবত্ত্বের সহিত যোজিত থাকেন তাহার নাম রতি । সে সময় আর বিষয়াস্তরে রতি থাকে না । একনিষ্ঠতাই রতির লক্ষণ । আর্দ্রতা মানস্য, উল্লাস, ক্রটি, আসক্তি এ সমুদায় রতি তত্ত্বের অবস্থা ভেদ মাত্র ।

সেই শুদ্ধা রতির কিয়ৎ পরিমাণ আবির্ভাবকে ছায়া রতি বলে । তাহার ক্ষুদ্রতানিবন্ধন সে ক্ষুদ্র, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র, কোতূহল ময়ী ও দুঃখহারিণী । ভক্তদিগের সঙ্গ বশতঃ অথবা বৈধ অঙ্গ সাধন কালে ঐ রতির উপলব্ধি হয় । এই ছায়া রতি চঞ্চলা অর্থাৎ স্থায়ী নয় । অতঃপরে লোকদিগেরও ভক্ত সঙ্গবশতঃ এই রতি হইয়া থাকে । অনেক ভাগ্য ক্রমে এই ছায়া অর্থাৎ শুদ্ধা রতির কাস্তি রূপা রতি জীব হৃদয়ে উদ্ভিত হয় । যেহেতু ইহার উদয় হইলে জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গলই হইয়া থাকে । এই ছায়ারতি বাস্তবিক ভাব নয়, ইহাকে ভাবাভাস বলি । যদি বিশুদ্ধ ভক্ত জনের কৃপা হয়, তবে অতি শীঘ্র এই ভাবাভাসও ভাব হইয়া উঠে । কিন্তু ভক্তজনের প্রতি অপরাধ ঘটিলে ছায়া রতি লুপ্ত হইয়া যায় ।

অভেদ ব্রহ্মবাদী দিগের, অথবা তদধীন কল্পিত দেব দেবী উপাসকদিগের হৃদয়ে ভক্ত সান্নিধ্য বশতঃ ভক্ত হৃদিস্থিত রতি প্রতিবিশিত হয় । কোন ভক্তের সাধিক বিকারের মাধুর্য্য দেখিয়া ঐ সকল মুক্তিপক্ষীয় লোকদিগের কীৰ্ত্তনাদি কালে বা অন্য উৎসব কালে যে সাধিক বিকারের অনুকৃতি হয়, তাহাই প্রতিবিশিত রতি । অতএব সগুণ উপাসক দিগের রতি লক্ষণ অনেকটা এরূপেও ঘটয়া থাকে । ইহার মূল তত্ত্ব এই যে সগুণ উপাসকেরা স্বীয় আচার্য্য দিগের পদ্ধতি ক্রমে মুক্তিলাভরূপ অতীষ্ট সিদ্ধিকে অনেক কষ্ট সাধ্য মনে করিয়া কল্পিত দেবতার নিকট সহস্র রতি লক্ষণ প্রকাশ দ্বারা হৃদয় বেদনা বিজ্ঞাপন করেন । তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য-গত-ভোগ বা অপবর্গ সম্বন্ধীয় যে সৌখ্য্যংশ তাহাই তাহাতে ব্যঞ্জিত হয় । ছায়া রতি ও প্রতিবিশিত রতি উভয়েই রত্যাভাস মাত্র । শুদ্ধা রতি নয় । শুদ্ধারতি কেবল ভগবন্নিষ্ঠ

অর্থাৎ নিত্য ভগবৎ স্বরূপকে বিবস্ব রূপে অবলম্বন কারয়া জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে । কল্পিত দেব দেবী সেবানিগের বিচারে আদৌ জীবের নিত্যতা নাই, অতএব রতির আশ্রয় নাই । ভগবানের স্বরূপ গত বিশেষ নাই, যেহেতু চরমে অভেদ জ্ঞানই তাহাদের প্রয়োজন, অতএব সেই শুদ্ধা রতির বিবস্ব ও ঐ মতে লক্ষিত হয় না । এতদ্বিস্বজন তাহাদের যে রতি লক্ষিত হয়, সে রতি হয় শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব অথবা জড়রতির রূপান্তর । কোন স্থলে কপট রতি ও হইতে পারে । যে স্থলে রতির আশ্রয় যে জীব তিনি স্বীয় সত্তাকে অনিত্য বলিয়া জানেন এবং বিষয় যে পরমেশ্বর তিনি নির্কিংশেষ অর্থাৎ স্বরূপ শূন্য, সে স্থলে উপাসকের রতি সূতরাং অনিত্য, ঔপাধিক, কপট, জড়-গত বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ । কোন ঘটনা ক্রমে অর্থাৎ আচার্য্যের তাৎপর্য্য বৃত্তিতে না পারিয়াই হউক বা ক্রটি ক্রমেই হউক পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার উপাসকের মনে যদি একরূপ উদয় হয় যে আমার উপাস্য স্বরূপটী নিত্য ও আমি ও তাহার নিত্য কিঙ্কর, তখন শুদ্ধা রতির আংশিক আবির্ভাব হইয়া থাকে । বিষ্ণু, শিব ও গণেশ উপাসকদিগের ঐ রতি চৈতন্যোদ্দেশিনী হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয় । সূর্য্যোপাসক দিগের ভগ্ন চিন্তা হইতে সেই ভগ্নস্থ শ্রীনারায়ণে ক্রমশঃ ঐ রতি আশ্রয় লাভ করে । প্রকৃতি পুঙ্ক দিগের শক্তি চিন্তাকে অতিক্রম করত ক্রমশঃ ঐ রতি শক্তিমান ভগবানকে আশ্রয় করে । ভগবদঙ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহারা অন্য দেবতা উপাসনা করে তাহারা উপাসনার সাক্ষাৎ বিধিকে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করত আমারই ভজনা করিয়া থাকে । তাহারা অবশেষে আমাকেই হইতে হইবে । ইহার মূল তত্ত্ব এই যে রতির আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু কথায় বিষয় সম্বন্ধে কিছু কথায় থাকায় রতি পূর্ণা হয় না । ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে রতির 'বত পুষ্টি হয়, অনেক জন্ম ক্রমে, আশ্রয় ও বিষয় কথায় শূন্য হইয়া পড়ে । তখন ঐ সকল জীবের বিগুহ কৃষ্ণ ভক্তি সূতরাং লভ্য হইয়া পড়ে । মধ্যে মধ্যে সাধু সঙ্গই ঐ রতির পুষ্টি জনক ঘটনা ।

অগতে জড় রতির ভুরি ভুরি উদাহরণ মাদকসেবী ও বেশ্যা গত ও নিত্যান্ত গৃহাসক্ত ও উদর পরায়ণ লোকদিগের জীবনে লক্ষিত হইতেছে । লয়লা মরিলে মজ্জু বাঁচে না । উর্দ্ধশী চলিয়া গেলে যযাতি রাজ্যের প্রাণ বিয়োগ হয় । জুলিয়টের জন্য রোমিওর জীবনাশাত্যাগ হয় । এইরূপ অনেক উদাহরণ পুস্তকেও দেখা যায় । এ সমস্ত রতির লক্ষণ বটে ? এ রতি কি ? চিন্ময়

জীব জড় বদ্ধ হইয়া আপনাকে জড়াভিমান করিলে, তাহার স্বধর্ম যে ভগবদ্ভক্তি তাহা আশ্রয়ের সহিত বিকৃতি লাভ করত ভগবদ্ভূপ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া জড়কে বিষয় জানে তাহাতে স্বীয় লক্ষণ বিকৃত করিয়াছে। অভেদ বাদ পক্ষীয় সম্বন্ধ উপাসকগণ যে দেব দেবী পূজা করেন সে সকল জড়ীয় কল্পনা মাত্র। জড়ীয় কল্পনা গত বিষয়ে জড় রতি যে কার্য্য করে সেই কার্য্য ঐ কল্পিত দেব দেবী সম্বন্ধেও করিয়া থাকে। জুলিবরের উপন্যাস শুনিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া যেমত পাঠক ও শ্রোতাগণ কল্পিত মানব চরিত্রে সহানুভূতি সহকারে রতি লক্ষণ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কল্পিত দেব দেবীর বর্ণিত লীলা স্মরণ করত তৎসেবকগণ রতি লক্ষণ প্রকাশ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? রামায়ণ শ্রোতা কোন বুদ্ধাঙ্গী, রামের বনবাস গমনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, অন্যান্য শ্রোতাগণ তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে তাহার একটি ছাগ বনমধ্যে গেলে আর পাওয়া যায় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া সে ক্রন্দন করিতেছে! এই স্থলে বিবেচনা করুন ঈশ্বর উপাসনা নামে যত লোক ক্রন্দন করেন, সে সমুদায়ই শুদ্ধা রতি নয়। তাহার মধ্যে অনেকেই জড় রতির কার্য্য করেন। এই জড় রতি ও স্থল বিশেষে শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব, কল্পিত-দেবোপাসক ও ব্রহ্মবাদীদিগের রতি লক্ষণ সনূহ ব্যঞ্জিত করে।

পূর্বোক্ত চারি প্রকার রতিরই কাপট্য সম্ভাবনা আছে। দুঃখী জীব স্বামীর সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপট-জড়-রতির উদাহরণ প্রদান করে। নৈবেদ্য খাদ্য সামগ্রী বিশেষতঃ ছাগ মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেব দেবীর নিকট বহুতর ধূর্তলোক রতি লক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপট রতির উদাহরণ স্থল হইয়া উঠে। আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধু মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাও সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং মহোৎসবে সম্মান পাইবার আশায় অনেকেই ভাগবতী রতির কাপট্য স্বীকার করত নৃত্য, শ্বেদ, পুলকাস্ত্র, গড়াগড়ি, কম্প ও কখন কখন ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন।

জগতে এবদ্বিধ নানা জাতীয় রতি আছে বলিয়াই যে সকল লোক বিশুদ্ধ ভাগবতী রতির যথা যোগ্য সম্মান না করে তাহারা শোচ্য ও ক্ষুদ্রাশয়। ভাব ভক্তি বিচার সমাপ্ত হইল।

যষ্ঠ দৃষ্টি ।

প্রেমভক্তি বিচার—প্রথম দ্বার ।

—::—

প্রেমভক্তির বিচারভেদ ।

এখন প্রেমভক্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ভাব বা রতি সাক্ষ্যতা অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রেম বলে । প্রেম উদ্ভিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মাস্থ্য বা আদ্র্ভতা প্রাপ্ত হয় । অধিকন্তু ভগবানে অনন্য মমতা জন্মে । রতির বিলাস যোগ্যতা উদ্ভিত হইলেই তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায় । রতিতে মমতা ছিল কিন্তু ঐ মমতা অনন্য ভাব লাভ করে নাই । শুদ্ধ রতি ভগবানকেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, স্বাধাতে ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয় । যখন এই অবস্থা উদ্ভিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধ রূপে বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে । রসোপযোগী যে রতি তাহাই প্রেম । প্রথমে যে রতির কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রেমাকুর । শুদ্ধ রতি বটে কিন্তু তাহাতে রসোপযোগীতা হয় নাই, যেহেতু কৃষ্ণে অনন্য মমতা তাহাতে লক্ষিত হয় নাই । প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত রতিই স্থায়ীভাব । স্থায়ীভাব না হইলে রস কে হইবে ? প্রেম বলিতে প্রেমের আরম্ভ মাত্র বুঝিতে হইবে । প্রেম দুই প্রকার যথা:—

১। ভাবোপ প্রেম ।

২। প্রসাদোপ প্রেম ।

যে স্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গ সকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ পদে আকৃত হয় তখন সে ভাবোপ প্রেম বলিয়া অভিহিত হয় । ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গ সকল পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ঐহিক স্বরূপ সঙ্গ ক্রমে যে প্রেম উদ্ভিত হয় তাহাকে প্রসাদোপ প্রেম বলে ।

ভাবোপ প্রেম দুই প্রকার যথা:—

১। বৈধ ভাবোপ প্রেম ।

২। রাগানুগ ভাবোপ প্রেম ।

প্রানালোষ প্রেম একই প্রকার । কেবল ভগবৎ সঙ্গ বলসেই সেই প্রানাল জন্মে । প্রেম প্রাপ্ত পুরুষের প্রানালে ভাব পর্য্যন্তই উদ্ভিত হয়, পরে কৃষ্ণ সঙ্গ ক্রমে বা ভাবান্বিত অহংসেবন দ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয় ।

প্রেম দ্বিবিধ যথাঃ—

১। মাহাত্ম্য জ্ঞান যুক্ত প্রেম ।

২। কেবল প্রেম ।

বিধি মার্গাচ্ছন্দ্রে যে প্রেম উদ্ভিত হয়, তাহাই মহিম জ্ঞান যুক্ত । তাহাকে কেহ কেহ স্নেহ ভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন । সেই প্রেম দ্বারা জীবের সার্থি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য সিদ্ধ হয় । যুক্ত হইয়াও জীব সেই প্রেম ভাবে ভগবৎ সেবা করেন ।

রাগাশ্রিত সাধন ক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলমাত্র লাভ করে । প্রায় শব্দার্থ এই যে যদি রাগাভুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও প্রেম কেবল হয় না । রাগাভুগ সাধন ভক্তিতে কেবল অভ্যাস বশতই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ তাহাতে অনন্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধ কালে কেবল প্রেম উদ্ভিত হয় ।

প্রেমোদয় হইলে জীবন সার্থক হয় । জীব সর্বার্থ সিদ্ধি লাভ করে । সমস্ত অমঙ্গল দূর হয় । প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই । মোক্ষ প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম তত্ত্ব বিশেষ । প্রেমের বহুতর অবাস্তর ফলের মধ্যে মোক্ষ একটী ফল । জড় সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড় সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না । প্রেম ভক্তের জীবন অত্যন্ত জড় সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময় । বিধি, স্বর্ঘ্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায়, প্রেমোদয়ে লুকাইত হয় । প্রেম ভক্তের সম্মুখে প্রাপ্ত পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠ রূপে প্রতিভাত হয় ।

দ্বিতীয় ধারা—প্রেমোদয় ক্রম বিচার ।

এবস্থিত পরম পুরুষার্থ স্বরূপ প্রেমের উদয় ক্রম জানা কর্তব্য । প্রেমের উদয় ক্রম নয়টি অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যথাঃ—

১। শ্রদ্ধা ।

৪। অনর্থ নিবৃত্তি ।

২। সাধু সঙ্গ ।

৫। নিষ্ঠা ।

৩। ভজন ক্রিয়া ।

৬। রুচি ।

৭। আসক্তি।

৯। শ্ৰেয়।

৮। ভাব।

নীতি শূন্য জীবন পশুবৎ। তাহাতে যে বুদ্ধি শক্তি দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞান ও শিল্পাদি উন্নতি ক্রমে ইচ্ছিয়ন্তু সমৃদ্ধি হয় তাহা আশুৱিক। সমস্তই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। নৈতিক জীবন নীতি বদ্ধ হইলেও পরলোকেও ঈশ্বর ভাবাভাবে ক্ষুদ্র এবং জীবের অযোগ্য। শেষের নৈতিক জীবনে পরলোক চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা থাকিলেও সেই জীবনের আশয় অন্তঃক, ক্ষুদ্র ও অতৃষ্ণ। জীব তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। অভেদ-বাদী-জীবন নিভান্ত হয় ও কুপথ-গত। ভক্তজীবনই একমাত্র অবলম্বনীয়। পরমেশ্বরের সৰ্ব্বময়, সৰ্ব্বকর্তা ও সৰ্ব্ব নিয়ন্তা। তাহাতে পরমাত্মরূপই ভাল। আর বত কিছু ভাল আছে সমস্তই সেই অমুরাগের অধীন। নিজ চেষ্টারূপ কৰ্ম ও নিজ বুদ্ধিরূপ জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরিমেয়। তদ্বারা সেই পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করা যায় না। নিঃস্বার্থ ভগবন্তজীই জীবের কর্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড়-সঙ্গই জীবের অযোগ্যগতি। অযোগ্যতানিবন্ধন এই জড় সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদৈশ্বৰ্য্য এই দুৰ্দশার হেতু। জীবই নিজ বন্ধনের হেতু কর্তা। ভগবান তাহার প্রযোজক কর্তা। জগৎ মিথ্যা নয়। সূত্র্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কাৰাগার। ভগবান দয়াময়। জীব ক্ৰেশ পাইতেছে, তাহাকে ক্ৰেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করত তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন এজন্য ভগবান সৰ্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাহার অচিন্ত্য লীলা ক্রমে জীবের ভক্তি-পথে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ স্নেহের প্রতিকলন। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্ৰেয় এবং শ্ৰেয়। এবস্তৃত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। আমুর' বিস্তৃত রূপে লিখিলাম, কিন্তু সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভগবদ্বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবন্তকে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিজের ক্ষুদ্রতাতে বিশ্বাস যেই ক্ষেত্রে উদ্ভিত হয় সেই ক্ষেত্রেই পূৰ্বোক্ত বাক্য সমূহ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। বিশ্বাসতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে পূৰ্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস সমূহ ভগবন্তকে একান্ত বিশ্বাসের ভিতর নিহিত আছে। পরানন্দ

স্বরূপ ত্রিঐশৈতন্যচক্র এই বিশ্বাসকে ভক্তিলতা বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তদিগের জীবন চরিত্র অনুষঙ্গ করিলে দেখা যায় যে নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্র বিচার করত কাহার কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশ ক্রমে কাহার কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। কাহার কাহার স্বধর্ম্মাচরণ ক্রমে কর্মের ফলের প্রতি যুগ্ম পূরক শ্রদ্ধা উদ্ভূত হইয়াছে। কাহার কাহার জ্ঞান ফলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জুগুপ্সাজাত হইলে শ্রদ্ধা উদ্ভূত হইয়াছে। কাহার কাহার আকাশকী শ্রদ্ধা উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধা উদয়ের কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা যে ভক্তিলতার বীজ সেও বিধির অধীন তত্ত্ব। অতএব কথিত হইয়াছে যে ভাগ্যবান জীবেরই শ্রদ্ধা উদ্ভূত হয়। কর্ম্মাধিকার পরিসমাপ্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ ঘটয়া থাকে।

শ্রদ্ধা উদ্ভূত হইল। জীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি নিসর্গ বশতঃ অনর্থের একান্ত বশীভূত। তখন তিনি কি কবিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন? ইহা বিচার করিয়া বিগত-অনর্থ সাধু পুরুষ দিগের পদাশ্রয় অবলম্বন করেন। তখন সাধু সঙ্গ জন্য লাল্যমিত হইয়া অনুষঙ্গ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই প্রেম প্রাপ্ত্যবস্থার প্রথম ক্রম।

লঙ্ক-সাধু-সঙ্গ পুরুষ হরিকথা শ্রবণ কীর্তন ও হরিনাম, রূপ, গুণ, লীলা স্মরণ প্রভৃতি ভজন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। পূর্বোক্ত বৈধ পঞ্চ-প্রকার অমুশীলন করিতে করিতে অনর্থ মূল যে ইন্দ্রিয়ার্থ ও বাসনা তাহার ভক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়ে। অনর্থ দেখ-গত থাকিলেও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। ভজন ক্রিয়া প্রেমলাভের দ্বিতীয় ক্রম।

বিষয়াসক্তি, পাপাচরণ, হিংসা লোভাদি ক্রমশঃ ভগবদমুশীলন ক্রমে ধ্বংসিত হইয়া জীবকে নিরলোভ করে। ইহাকে অনর্থ নিবৃত্তি রূপ তৃতীয় ক্রম বলে।

নিরলোভ হইলে অন্য নিষ্ঠা দূর হয়। শ্রদ্ধা তখন ভগবন্নিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অনর্থ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধা একনিষ্ঠ হইতে পারে না। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে শ্রদ্ধার নামই নিষ্ঠা হইয়া পড়ে। নিষ্ঠা প্রেমলাভের চতুর্থ ক্রম।

নিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবদমুশীলন অধিকতর যত্নের সহিত হইতেছে। সাধু সঙ্গ আরও অধিক যত্নের সহিত হইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়া ক্রমে নিষ্ঠা উল্লাস লাভ করে। উল্লাস-ভাব-প্রাপ্ত নিষ্ঠার নাম কৃতি। রচিই পঞ্চম ক্রম। কৃষ্ণে কৃতি হইলে সর্বত্র অকৃতি হইতে থাকে।

নুতন তত্ত্ব নয় । চিত্তস্বরূপ জীবের নিজ বিশেষায়নস্বারে আমি অমুক লক্ষণ ভগবদাস বলিয়া একটা শুদ্ধ অভিমান ছিল । সেই অভিমান জীবের চিন্তিত শুদ্ধ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াছিল ! চিত্তস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত বুদ্ধিও ছিল । চিত্তস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধি স্থান রূপ শুদ্ধ বুদ্ধি ছিল । অন্য পদার্থ ও অন্য জীব ও পরম পুরুষ ভগবানকে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল । জড় বস্তু হইলে সেই চিন্তিত বুদ্ধি সমূহ জড় সঙ্গ ক্রমে স্থূল রূপে পরিণত হইয়া তত্ত্বদহকৃতি রূপ অশুদ্ধ বুদ্ধি সকল প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব যে রস চিদ্রসর করিয়াছিল, তাহার অশুদ্ধ প্রতিকৃতি রূপ আলঙ্কারিকদিগের বিচ্ছিন্ন রসের উদয় হইয়াছে । রস একই বস্তু, নিত্যাবস্থায় নিত্যানন্দ স্বরূপ এবং জড় বদ্ধাবস্থায় জড়ানন্দ বা জড় দুঃখ স্বরূপ প্রকাশমান হয় । এতদ্বিষয়ক আলঙ্কারিক দিগের প্রদত্ত নাম, সম্বন্ধ, ব্যবহার, প্রক্রিয়া ও ফল বাহা বাহা জড় রসে লক্ষিত হইবে সেই সমুদায়ই চিত্রসে শুদ্ধ রূপে আছে । জড়রসের প্রকার ভেদ স্বীকার করা যায় না, কেবল প্রকৃতি ভেদ স্বীকার করা যায় । চিত্রস নিত্য, জড়রস অনিত্য । চিত্রস উপাদেয়, জড়রস হেয় । চিত্রসের বিষয় ও আশ্রয় ভগবান ও শুদ্ধ জীব, জড় রসের বিষয় ও আশ্রয় জড়দেহ-গত হেয়-সৌন্দর্য্য এবং জড়-লিঙ্গ-ময় চিত্ত । চিত্রসের স্বরূপ আনন্দ এবং জড় রসের স্বরূপ দুঃখ ।

রস নিরূপণ করিতে বাক্যের লক্ষণা বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয় না । অভিধা বুদ্ধিধারা সেইকার্য্য সম্পন্ন হয় । তাহা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পরম রসকে সাকুল্যে কুকলীলা রূপে বর্ণন করিতে পারিতেন না । জগতে বিকৃত রূপে নায়ক নায়িকা শৃঙ্গার পদ্ধতিতে, পিতা পুত্রের সাংসারিক ব্যবহারে, সখাদিগের পরস্পর আচরণে এবং প্রভু দাসের পরস্পর কার্য্যে প্রতিভাত হইয়া রস আপনার সমস্ত লক্ষণ, আবশ্যকীয় উপকরণ ও কার্য্য বিধি ও প্রক্রিয়া বন্ধ-জীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন । স্বপ্রকাশ বস্তু নিজে প্রকাশিত না হইলে কে তাহাকে প্রকাশ করিত ? পরমানন্দ তত্ত্ব বিকৃত হইয়াও তাহার স্বরূপ গুণ ও লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ করিতেছে । অতএব অভিধাবুদ্ধি দ্বারা রস বর্ণনে কিছু মাত্র কষ্ট নাই । বাহারা ঐ বর্ণন শুনিয়া নিজের চিত্রসের উদয় করিতে বাসনা করেন তাঁহারা কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন, যে জড় রসের যে সমুদায় হেয়ত্ব তাহা যেন তাঁহাদের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ না করিতে পায় । কোন

কোন লোক চিত্তবল আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিভান্ত বিপথ মগন মাত্র। তাহাতে জীবের বারম্বার পতন সম্ভব। জীবের সিদ্ধ দেহেতেই রসোক্তাবন করা কর্তব্য, কোন ক্রমে এই জড়-বন্ধনেহে তাহার সম্বন্ধ না আছে। শূদ্রের রস উত্তাবন করণায়ের সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ী লোক স্থীলোক সঙ্গ দ্বারা যে সকল চেষ্টা করে, তাহা কেবল তাহাদের দুর্ভাগ্য মাত্র। যাহা নয়, তাহাই করে। অবশেষে অধঃপতন রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে রসসাধকেরা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। ইন্দ্রিয় প্রিয় বর্ষ ধ্বজীদিগের কোন রূপরামর্শ শুনিবেন না। জ্ঞাত-প্রেম লোকেরাই রসসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ রতি লাভ করে নাই তাহাদের রসসাধিকার চেষ্টা বিফল। চেষ্টা করিতে গেলে রসকে সাধন বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে। জ্ঞাতপ্রেম পুরুষের যে ভাব সহজেই হইরাছে, তাহাই রস। রস বিচার কেবল ঐ রূপে কি কি ভাব কি প্রকারে সংযোজিত আছে তাহার বিবৃতি মাত্র। রস সাধনাক্ষ নয়, অতএব যদি কেহ বলেন, আইস তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দিই, সে কেবল তাহার ধূর্ততা বা মুখতা মাত্র।

রসরূপ ব্যাপারে নিম্নলিখিত পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ ভাব লক্ষিত হয়।

১। স্থায়ী ভাব।

৪। সাত্ত্বিক ভাব।

২। বিভাব।

৫। সঞ্চারি বা ব্যভিচারী ভাব।

৩। অস্থাবর ভাব।

স্থায়ীভাবই রসের মূল। বিভাব রসের ছেহু। অস্থাবর রসের কার্য। সাত্ত্বিক ভাব ও রসের কার্য বিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারীভাব সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অস্থাবর, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীভাব সমূহ স্থায়ীভাবকে সাদৃশ্য অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে। বিস্মৃতি স্থলে এই সব বিষয় উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইবে কিন্তু যে পর্য্যন্ত সাধক, রসকে আশ্বাদন না করেন, সে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটি আশ্র-গত হইতে পারিবে না। রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আশ্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটি জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আশ্বাদন তাহা হয় না। আমরা যাহাকে সামান্যতঃ জ্ঞান বলি সে হয়ত জিজ্ঞাসা বা সংগ্রহ। আশ্বাদন নয়। আশ্বাদন ব্যতীত রসের স্ফূর্তি হয় না।

আদৌ স্বামীভাবের বিচার করা যাকিঙ্গ। জাত-ভাব পুরুষের যে রতি নক্ষিত হইয়াছে তাহাই কৃষ্ণে অনন্য সময়তঃ সংযুক্ত ও কিং পরিমাণে গাঢ় হইবে, হইতেই রোগোপযোগী স্বামীভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নিখিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিস্মিত একতাবৎ অভিক্রম করিয়া প্রেম প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে, যেহেতু প্রেম অসীমতঃ প্রসুখ সর্বাবস্থায় রতিতঃ দশার পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আক্ৰমণ করিয়া পরিচিত হয়। অতএব স্বামীভাব বলিতে রতিই অঙ্গস্বরূপ হইবে। উৎপন্ন রতি পুরুষগণ সাধকই হউন বা সিদ্ধই হউন রসাস্বাদনের অধিকারী। এখানে সাধক শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে কোন ব্যক্তির রতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিষয় পরিসমাপ্ত হয় নাই, তিনি প্রেম পদার্থের সাধক পক্ষ বাচ্য। প্রেমোদয়ের ক্রম বিচারে যে অনর্থ নিবৃত্তির কথা লিখিত হইয়াছে, বিব্রত সে অনর্থ নয়। জড়শক্তিকেই অনর্থ বলে। তাহা নিষ্ঠা, কুচি ও আসক্তি উদ্ভিত হইলেই সম্পূর্ণ রূপে বিগত হয়। আসক্তি গত হইলেও জড় সান্নিধ্য থাকে। তাহা প্রাপ্ত-রতি পুরুষের দুল লিঙ্গ-দেহ দ্বয়ের উচ্ছেদ অপেক্ষা করে। কৃষ্ণ-কৃপা ক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। এই জড় সান্নিধ্যের নাম বিষয়। যত দিন বিষয় আছে তত দিন জীব সিদ্ধ হন না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত-রতি হইলেই রস লাভের যোগ্য হয়।

স্বামীভাব-নাম-প্রাপ্ত-রতি, বিভাব, অহভাব, সাধিক ও ব্যতিচারী এই ভাব চতুষ্টয় দ্বারা স্বাদাত্ম অবস্থায় নীত হইতে হইতেই বিভাবের পঞ্চ প্রকার স্বভাবভেদে স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ প্রকার স্বভাব স্বীকার করে। পঞ্চ প্রকার স্বভাব যথা:—

১। শাস্ত্র স্বভাব।

৪। বাৎসল্য স্বভাব

২। দাস্য স্বভাব।

৫। মধুর স্বভাব।

৩। সখ্য স্বভাব।

এই পঞ্চ প্রকার স্বভাব আদৌ বিভাবেতেই থাকে। বিষয় ও আশ্রয় (তন্মধ্যে রতি কার্য্য করে) এই দুইটী বিভাগ আলম্বনের অন্তর্গত। উক্ত স্বভাব পাঁচটী বিষয় ও আশ্রয় দৃষ্ট। রতি, স্বীয় আশ্বাদনরূপ রস ক্রিয়াতে বিষয় ও আশ্রয়ের স্বভাব স্বীকার করে। অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের বিশেষনামা বিক্রম

কারাই এই পাঁচটি স্বভাব বিষয় ও আশ্রয় সত্ত্ব হইয়া রসের বিচিত্রতা সম্পাদন করে । এই পাঁচটি স্বভাবকে স্বীকার করায় রসি পঞ্চ বিধ ।

১। শান্তি রসি ।

৪। বাৎসল্য বা অমুকুল্য রসি ।

২। হাস্য বা ঐর্ষ্য রসি ।

৫। ক্রোধ বা মধুরা রসি ।

৩। সখ্য বা প্রেম রসি ।

বিভাবের স্বভাবক্রমে রসি-পঞ্চ বিধ । রস ক্রিয়ার বিভাব প্রধান বা মুখ্য সামগ্রী । এতদ্রিবেদন এই পঞ্চ প্রকার রসিকে মুখ্য রসি বলা হইয়াছে । রসের সহায় স্বরূপ গৌণ সামগ্রী রূপে সঞ্চারি ভাব সকল পরিচিত । সেই সঞ্চারি ভাব-গত আর সাতটি স্বভাব যখন রসির স্বভাবে প্রবেশ করত রসিকে ভেদ করে, তখন গৌণ স্বভাব-গত রসি সাত প্রকার হয় যথা:—

১। হাস্য।—হাস্যরসি

৬। রৌদ্ৰ।—ক্রোধ রসি ।

২। অমুকুল্য।—বিস্ময় রসি ।

৭। ভয়ানক।—ভয় রসি ।

৩। বীর।—উৎসাহ রসি ।

৮। বীভৎস।—জুগুপ্সা রসি ।

৪। করুণ।—শোক রসি ।

বস্তুতঃ রসির মুখ্য স্বভাব পাঁচটি মাত্র । এই মুখ্য স্বভাবের যে সমস্ত বিচিত্র ক্রিয়া তাহাদের সহায় রূপে উক্ত সাতটি রসি গৌণরূপে কার্য করে । যে স্থলে মুখ্য ভক্তিরস কার্য করিতেছে, সেস্থলে কখন এক কখন বা অধিক সংখ্যক গৌণ রসও কার্য করিয়া থাকে । গৌণ রসদিগের স্বতন্ত্র স্থিতি না থাকিলেও তাহাদের বিচার স্থলে স্বতন্ত্র রস লক্ষণ আছে, অতএব হাস্যাদি সপ্ত প্রকার গৌণ রসের প্রত্যেক রসেই স্থায়ীভাব, বিভাব, অমুভাব ও সঞ্চারি ভাবের মিলিত-ক্রিয়া-গত আশ্বাদন লক্ষিত হয় । জড়-রসবিৎ আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা উৎসাহাদিকে রস বলিয়া মুখ্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল রস চিন্তিতে গৌণরূপে প্রকাশমান । জড়ত্বে তাহাদের মুখ্যতা থাকাই স্বাভাবিক । শ্রীভক্তিরসামৃত সিদ্ধু গ্রন্থে উত্তর বিভাগে তাহাদের স্থিতি ও ক্রিয়া যথেষ্ট পর্যালোচিত হইয়াছে । কৃষ্ণভক্তি রসে উক্ত সাত প্রকার গৌণ রসও উপাদেয়, বেহেতু তাহার। শ্রীকৃষ্ণলীলা রসকে পুষ্টি করিয়া থাকে । ব্যভিচারী বা সঞ্চারি ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তি রসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত । তাহার উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস

সমুদ্রের উর্ধ্বের ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসভবের অপ্রাকৃতত্ব অনুসন্ধান করিতে সক্ষম না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে হান, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা ইহারা কি প্রকারে অমৃত স্বরূপ, অশোক স্বরূপ, অভয় স্বরূপ, অক্লোভ স্বরূপ রসের ভিতর হিতিলাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে? উত্তর এই যে পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক। জড়-দুঃখমূলক নয়। জড়জগতে যে শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা নিম্নিত হইয়াছে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? জড়জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা চিহ্নজগতের হয়ে প্রতিকলন মাত্র। আদর্শতে যে সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিব স্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গল ময় রূপে প্রতিকলিত হইতেছে। যে যে ধর্ম্ম সেখানে অশ্রয় রূপে নিত্য মঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিকলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে যে ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেক রূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিকলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে ও পাপ রূপে গণিত। যথা ভয় ও শোক তথায় কৃষ্ণ সন্থকে অতি দুরায় কোন এক অনির্দেয় মঙ্গল প্রদান করে ও আনন্দরূপ রসেরই পুষ্টি করে। সেই ভয় এখানে প্রতিকলিত হইয়া জীবের ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করে। তাৎপর্য্য এই যে তথায় সমস্ত ধর্ম্মের নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক মাত্র অবসান স্থল। এখানে ইন্দ্রিয় ভৃগুই তাহাদের প্রতিকলিত ভাব সকলের অবসান ভূমি। এখানকার অবসান যেই অমঙ্গল প্রসূ ও অনিত্য, অতএব বাহারা তথায় ব্যতিরেক ভাবে শ্রুত পুষ্টি করে, তাহাদের প্রতিকলিত তত্ত্ব এখানে সাক্ষাৎ দুঃখ উৎপত্তি করে। বাহাদের স্বরূপে চিত্তশ্রুত স্বরূপ অনুভূতি নিম্নিত, তাহারা ইহার তাৎপর্য্য সহসা বুঝিতে পারে না। আমরা গোণরসের অধিক বিচার করিব না বলিয়া, এই স্থলেই এ বিষয়ের বিচার সমাপ্ত করিলাম। এখন মুখ্য রসের বিষয় আলোচনা করিব।

জীবের শুদ্ধা রতি অনেক দিন আশ্রয়ের সহিত জড়কৃষ্ণতা ও বিস্মৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ হইতে উদ্ধীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থার বিশ্রাম লাভ করে। সেই সময় শাস্তিরূপ একটা আশ্রয়-গ-তাব তাহাকে স্পর্শ করিলে রতি তখন শাস্তি রতি হয়।

রক্তিতে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত রতি হয়। তখন ভগবানকে প্রভু বোধ করত জীব আপনাকে তাহার নিত্য দাস বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্য রতি দুই প্রকার, সঙ্কম-গত ও গৌরব-গত। সঙ্কম-গত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরব-গত দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সকল সঙ্কম-গত দাস্যের আশ্রয়। পুত্র সকল গৌরব-গত দাস্যের আশ্রয়। দাস্য-গত রসে স্থায়ী ভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতা দ্বারা পুষ্ট হইয়া প্রেম হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেম রূপ লক্ষণদ্বয় যুক্ত স্থায়ীভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগও কিছু কিছু থাকে।

সখ্য বা প্রেম ভক্তি রসে স্থায়ী ভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সঙ্কম ও গৌরব ছিল তাহা পরিপাক হইয়া সখে বিশ্রান্ত বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।

বৎসল রসে ঐ বিশ্রান্ত পরিপাক হইয়া অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল। রাগও থাকে।

শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তি রসে কামীয়ত্ব প্রবল হইয়া সঙ্কম, গৌরব, বিশ্রান্ত ও অনুকম্পাকে সঙ্গতায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়ীভাব যে রতি তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদ্ভিত হয়।

যে জীবের যেরূপ বাগনা সাধনকালে থাকে, তদনুসারে তাহার রতি হয়।

স্বার্থ পরার্থভেদ, সামান্য স্বচ্ছা ও শাস্তি ভেদ, কেবলা শঙ্কলা ভেদ এবম্বিধ যে সকল ভেদ রতি সম্বন্ধে বিচারিত হইয়াছে তাহা এস্থলে লিখিত হইল না। এই গ্রন্থে সমুদায় বিষয়ের শিক্ষা হইবে এমনত ইহার তাৎপর্য্য নয়। কেবল স্কুল বিষয় বিবৃত হইয়া রস তত্ব যে কি পদার্থ তাহাই দর্শিত হইবে।

বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিবিধ, আশ্রয় ও বিষয়। রতি বাহ্যতে থাকে তিনি তাহার আধার রূপে আশ্রয়। রতি বাহ্যর প্রতি থাকিত হয় তিনি ঐ রত্নের বিষয়। জীব রত্নের আশ্রয়। কৃষ্ণ রত্নের বিষয়। এতন্নিবন্ধন আমাদের বিচার্য্য রত্নকে কৃষ্ণ রত্ন বলা যায়। সেই রত্ন রসতা প্রাপ্ত হইলে ঐ রসকে কৃষ্ণ ভক্তি রস বলিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য, রূপ, চেষ্টি, বসন, ভূষণ, শ্রিত, সৌরভ, মুরলী, শঙ্খ, পদাঙ্ক ক্ষেত্র, বৃক্ষ ও ভক্ত ইহার রসের উদ্দীপন।

যে সকল কার্য দৃষ্টে রূপের অবস্থিতি অনুভূত হয় সেই সকলকে অনুভাব বলে । অনুভাব তেরটী যথা: —

- | | |
|----------------|---------------------|
| ১। নৃত্য । | ৮। শ্বাস বৃদ্ধি । |
| ২। ঝিকুঠিত । | ৯। লোকাপেক্ষা ভাগ । |
| ৩। গীত । | ১০। লাল্য ভাব । |
| ৪। ক্রোশন । | ১১। অট্টহাস । |
| ৫। তন্ন যোচন । | ১২। ঘূর্ণা । |
| ৬। হস্তার । | ১৩। হিঙ্কা । |
| ৭। জন্তন । | |

এক কালেই যে, সমস্ত অনুভাব লক্ষণ উদ্ভূত হয় তাহা নয় । যখন যে রূপ রস কার্য অস্তরে হইতে থাকে, তদনুরূপ এক কি অধিক প্রকার অনুভাব হইয়া থাকে ।

সাহিত্যিক ভাব অষ্ট প্রকার । সকল প্রকার ভাবই স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুদ্ধ ভাতি ভেদে ত্রিবিধ ।

- | | |
|--------------|---------------------|
| ১। স্তম্ভ । | ৫। কম্প (বেপথু) । |
| ২। বেদন । | ৬। বৈবর্ণ্য । |
| ৩। রোমাঞ্চ । | ৭। অশ্রু । |
| ৪। স্বরভেদ । | ৮। প্রলয়। মুচ্ছা । |

ইহাদিগকে সাহিত্যিক বিকার বলে । ইহাদিগকেও অনুভাব মধ্যে কেহ কেহ গণনা করিয়াছেন । ভেদ করিবার হেতু এই যে পূর্বোক্ত তেরটী অনুভাব সমুদায় আঙ্গিক অর্থাৎ এক একটী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয় । সাহিত্যিক বিকার সমূহ সমস্ত সত্যকে অবলম্বন করত বাহ্যে ব্যাপ্ত হয় । বাহ্য কোভাই অনুভাব এবং অন্তরের কোভাই ভাব । সাহিত্যিক বিকার গুলিতে দুই প্রকারই আছে বলিয়া তাহাদের অনুভাবও ভাবও সিদ্ধ হইয়াছে । এই অষ্ট প্রকার সাহিত্যিক ভাব, স্থল বিশেষে ধূমাইত, জলিত, দীপ্ত ও উদীপ্ত হইয়া প্রকাশ হয় । কোন কোন ব্যক্তিতে এই সকল বিকার লক্ষিত হইলেও তাহাকে সাহিত্যিক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না । সেই সেই স্থলে ঐ সকল বিকারকে ছেদ রত্যাভাস, সন্ধ্যাভাস, নিঃসন্ধ্যা বা প্রতীপ বলিতে হইবে । যে সকল লোকেরা মুক্তির জন্য দীর্ঘরের উপাসনা করে তাহাদের যে পুলকাস্র

তাঁহা রত্নাভাস হইতে হয় । যাহাদের জন্ম প্রথ তাহাদের স্বকরে অকারণ আক্লাপ ও বিশ্বয়াদির আভাস উদ্ভিত হয় । সেই আভাস হইতে যে সকল বিকার হয় সে সমুদায় সঘাভাস জনিত । যাহাদের অন্তঃকরণ শিঞ্জিল অথবা বাহ্যরা স্তম্ভ, পুলক, অঙ্গ প্রভৃতি বিকার সকল অভ্যাস করে তাহাদের পুলকান্ত্র নিঃস্রাৱ । ভগবানের প্রেতি বিরুদ্ধ ভাবক্রমে যাহাদের বিকার প্রকাশ পায় তাহাদের বিকারকে প্রতীপ কহে । এ সমুদায় তুচ্ছ । শাবিক লোকদিগের সদস্য পরীক্ষার জন্য এই সঘাভাবের উল্লেখ করিতে হয় । ইহার দ্বারা আর কোন উপকার নাই ।

সংখ্যার বা ব্যাভিচারী ভাব তেরিশটি আছে যথা:—

১ । নির্কোদ ।	১২ । অপস্মার ।	২৩ । মতি ।
২ । বিবাদ ।	১৩ । বাধি ।	২৪ । বৃতি ।
৩ । দৈন্য ।	১৪ । মোহ ।	২৫ । হর্ষ ।
৪ । মানি ।	১৫ । মূতি ।	২৬ । ঔৎসুক্য ।
৫ । শ্রম ।	১৬ । আলস্য ।	২৭ । অমর্ষ ।
৬ । মদ ।	১৭ । জাভ্য ।	২৮ । অমৃগা ।
৭ । গর্ক ।	১৮ । ক্রীড়া ।	২৯ । চাপল্য ।
৮ । শঙ্কা ।	১৯ । অবহিষ্টা । ভাব গোপনকরা ।	৩০ । নিদ্রা ।
৯ । ত্রাশ ।	২০ । স্মৃতি ।	৩১ । বোধ ।
১০ । আবেগ ।	২১ । বিতর্ক ।	৩২ । উগ্রতা ।
১১ । উন্মাদ ।	২২ । চিন্তা ।	৩৩ । স্মৃতি ।

এই সমস্ত ভাব কখন একা কখন অন্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাব যে রতি তাহার সহায় রূপে তাহার রসতা প্রাপ্তির উপকার করে । ইহার দ্বারা সঙ্গ ও অঙ্গকে স্মৃতি করিয়া গৌণ রতির ন্যায় মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে ।

জীব ও ভগবান উভয়েই রসের আশ্বাদক । যখন জীব আশ্বাদক হন তখন ভগবান আশ্বাদ্য । যখন ভগবান আশ্বাদক হন তখন জীব আশ্বাদ্য । প্রত্যা ত রসই আশ্বাদ্য বস্তু । রসের প্রক্রিয়াই আশ্বাদন ও চেতন বস্তুই ইহার আশ্বাদক । রস নিতা, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দ স্বরূপ । শুদ্ধ রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উৎকৃষ্ট । শুদ্ধ রতির নীচ গতিতে ঐ রস জড়-গত মোহ

পর্যন্ত বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধি ব্যক্তিরাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কেবল বুদ্ধি দ্বারা রসভব অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিত্তরস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড় রসও বিচারিত হইতে পারে না।

বিভাব, অনুভাব, দায়িক ও ব্যতিচারী ভাব চকুটয়ের যথাযোগ্য যোজনাক্রমে রসভবের প্রকটাবস্থা। যাহারা আশ্বাদনের যোগ্য তাঁহারা ইহা রসভব অবগত হইবেন। জড় রসপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরম রসের অধিকারী নন। এই গ্রন্থ প্রায় সকল প্রকার অধিকারীর হস্তে পড়িবে। এতদ্বিস্বকন এই গ্রন্থে রসের গুহ্যভিগুহ্য প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারি না। সাধারণতঃ ব্যক্তিগণ বোধ জন্মাইবার জন্য শাস্ত্র ও দাস্য রসের কিয়ৎ পরিমাণ আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় ধারা—উপাসনা মাত্রেরই রসভববিচার।

যে সকল লোক ঈশ্বর উপাসনা করেন তাঁহাদের বিচার করা উচিত যে উপাসনা কার্যটি কি? ইহা কি জড়ময় কার্য বা চিন্তাময় কার্য অথবা ইহা অন্য কোন প্রক্রিয়া বিশেষ? যদিও উপাসনা কার্যে অনেকটা জড়ের আশ্রয় লইতে হয় তথাপি ঈ কার্য কেবল জড়ানুশীলন কার্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে কি চিন্তাময় কার্য? তাহাই বা কি প্রকার হইতে পারে? কেননা চিন্তা জড়কে অতিক্রম করিতে পারে না। উপাসনাকে চিন্তা বলিলে কেবল জড় গ্রন্থত কল্পনাকেই উপাসনা বলিতে হয়। যদি জড় না হইল এবং চিন্তাও না হইল তবে উপাসনা কি? সামান্য মানব সম্ভায় জড় ও চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তবে কি নাস্তিক হইতে হইল বা নির্কিশেষবাদ স্বীকার করিতে হইল? জড় ও জড়চিন্তার সাক্ষাৎ বিপরীত অবস্থাকে নির্কিশেষ অবস্থা বলি। তাহা আশ্রয় করিয়া নীরস ব্রহ্মবাদ স্বীকার পূর্বক নাস্তিকতার জপর লক্ষণকে আশ্রয় করিব! উপাসনা রহিল না। যাহার জন্য সরল জীব এত ব্যস্ত তাহা আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা হইল!! কি দুর্ভাগ্য!!

জড়, জড়চিন্তা ও অজড়চিন্তা রূপ নির্কিশেষ ভাব এই তিনটি সামান্যতঃ লক্ষিত তত্ত্বকে ভেদ করিয়া জীবের সিদ্ধ সন্তার অনুসন্ধান কর ভেদ করিবার অনুসন্ধান করিতে এই জন্য বলিলাম যে আপাততঃ ঈ চিন্তাকর তোমাকে আবদ্ধ করিয়া তোমার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। ভেদ না

করিলে কিরূপে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে? যেমত তোমার চক্ষুর উপর যদি তিনটা ইঁলি দেওয়া যায় এবং তোমার দৃষ্টি রোধ হয়, তখন এই বলা যায় যে ঐ ইঁলিগুলি ভেদ করিয়া আপনাদের চক্ষু বাহির কর। করিয়া পদার্থ দৃষ্টি কর। সেইরূপ তোমার সিদ্ধ সত্তা যীর চক্ষু বরূপ তাহাকে জড়, অড়চিন্তা ও অড়াভাব চিন্তা রূপ তিনটা ইঁলিতে আবৃত করিয়াছে। ঐ ইঁলি ত্রয়ই তোমার অনর্থ। তাহা দূর করিয়া নিষ্কর সহজ চক্ষু বাহির কর। জীবের সহজ চক্ষু বাহির হইলে আর অড়ময়, অড়চিন্তাময় ও অড়-বিপরীত চিন্তাময় উপাসনা থাকিবে না। তখন চিন্তার উপাসনা লক্ষিত হইবে। সেই চিন্তার উপাসনার নাম রস। বাহ্য উপাসনা করেন তাঁহার রসেরই অল্পশীলন করেন।

উপাসকগণ দ্বিবিধ। রসতত্ত্ববিৎ উপাসক ও রস বিচারশূন্য উপাসক। রস বিচার শূন্য হইলেও কার্য্যভঃ তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন তাহাকেই তৎ জ্ঞানাভাবে চিন্তা-গত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, প্রার্থনা, এবাদৎ, পূজা, প্রেরার (Prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে সময়ে উপাসক, পূজা, প্রেরার (Prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিহ্যৎ গতির ন্যায় একটা ভাব তাঁহার অন্তরাঙ্গ হইতে উঠিয়া মনকে কণ্ঠিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতি কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয় ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়ী রূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। ভাই সে ভাবটী কি? তাহা কি জড়ের ধর্ম, না চিন্তার ধর্ম, না অড়-বিপরীত ধর্ম? সমস্ত জগৎ অনুযয় কর কোথাও জড়ে সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (Electricity) বা চৌম্বক (Magnetism) বাহ্য জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে ভাব নাই। অড় বিপরীত চিন্তাতেও কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল? গভীর রূপে বিচার করিয়া দেখ অড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধ সত্তা হইতেই সেই ভাব আবিষ্কৃত হয়। উপাসনা কালেই তাহা উপলব্ধি কর, কিন্তু তাহার সত্তার পূর্বাঙ্গপূর্বা বিচার কর না। আইস আমরা বিচার করিয়া দেখি।

সেই অচিন্ত্য ভাব একটা বৃত্তি বিশেষ। বৃত্তি আশ্রয় ব্যতীত থাকে না। জড়দেহ ও জড়ীয় চিন্তাময় মন বাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে সেই শুদ্ধ আত্মারূপ জীবই ঐ বৃত্তির আশ্রয়। যীর ক্ষুদ্রতা ও অন্য বৃহত্ত্বের অধীনতা

রূপ আলোচনার উদয় হইয়া মাত্র দেশান্যই স্বর্ণ বা চক্ৰমণি তাঁকার পর অগ্নি নির্গমনের ন্যায় ঐ বৃত্তি সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাহার প্রতি ধাবিত হয় তিনিই তাহার এক নান্দ বিষয়। উপাসনা কালে যে বিষয়ের গান্ধি হওয়ার, ঐ বৃত্তি আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া বিষয় প্রতি ধাবিত হয়। বৃত্তিই স্থায়ীভাবে। সাধক ও সাধা ইহারা আলম্বন এবং বিষয়ের বিলকিত জ্ঞান সমূহ উহার উদ্দীপন, এবড়ুত বিভাগ তাহাতে লক্ষিত হইতেছে। বৃত্তি, আশ্রয় ও বিষয়কে যে কণে সংযোজিত করিল তৎকথা আশ্রয়ে কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষণ রূপ অন্তর্য বিলকিত হইল। পূর্বোক্ত তেরটা অন্তর্যাবের মধ্যে একটী বা কএকটী অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। তৎকালেই হয় স্বর্ষ বা দৈন্য বা নির্বেদ ইত্যাদি তেজস্বী ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে কোন কোন ভাব আসিয়া ঐ বৃত্তির যে ক্রিয়া তাহার সহায়তা করিবে। পূলক অঙ্গ প্রভৃতি সাধিক বিকারের কেহ না কেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, উপাসনা কি? উপাসনার অঙ্গ সমূহ আমি পৃথক করিয়া দেখাইলাম। এখন ভূমি বৃত্তিতে পারিলে যে, যে রসের বিষয় আমি পূর্বে কহিতে ছিলাম তাহাই উপাসনা। বিভাব, অন্তর্যাব, সাধিক ও ব্যভিচারী ভাব চতুষ্টয়ের দ্বারা স্থায়ীভাবে অবস্থা প্রাপ্তিই উপাসনায় লক্ষিত হইল। অতএব উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া, বা চিন্তা বা জড়বিপরীত নির্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়। সেই সকল ক্রিয়া সর্বদা নীরস। বিশেষ কথা এই যে সমস্ত উপাসক সম্প্রদায়ই রসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা রস-বিজ্ঞান অভাবে তাঁহাদের ক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিক রূপে বুঝাইতে পারেন না।

রস-ভাব-গত-উপাসনা ত্রিবিধ যথা:—

১। কুণ্ঠিত।

৩। বিকচিত।

২। স্বল্পবিকচিত।

কুণ্ঠিত উপাসকের উপাসনা কালে রসকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত রূপে অন্তর্যাব করেন। উপাসনা কার্য ত্যাগ করিয়া মাত্র রসের অপ্রাপ্তি হয়। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল লোক জড়-রস সন্তোষ করেন। রস ব্যতীত জীবন থাকে না। তাঁহাদের জীবন সর্বদা জড়-রস ময়। চিত্তস তাঁহাদের জীবনে বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার বিশেষ। সদগুরু লাভ ক্রমে ও সাধু সঙ্গ

বলে এই অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিত অবস্থা হয়। সাধু বাক্য অভাবে এবং নাস্তিক উপদেশ ও নির্কিশেষ উপদেশ ক্রমে এই কৃষ্টিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কৃষ্টিত, অত্যন্ত কৃষ্টিত ও বিলুপ্ত প্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

যন্ত্রবিকচিত্ত অবস্থার উপাসনা জীবনের অনেকটা অংশে ব্যাপ্ত থাকে। যেখানে রস-কথা প্রভৃতি হওয়া যায়, সেইখানেই তাহার প্রীতি। সে অবস্থার নাস্তিক ও নির্কিশেষ বাদীর নিত্যস্ত উদাসীন্য উপস্থিত হয়।

উপাসনার বিকচিত্ত অবস্থার রস প্রকৃত প্রস্তাবে পরিজ্ঞাত হয়। পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় কার্য্য অপ্রতিহত রূপে করিতে থাকে। এই বিকচিত্ত অবস্থার রস শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটি আকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী সন্ন সংখ্যক। বহু ভাগ্য ক্রমে এই সকল রসে জীবের কৃতি হয়। সেই সকল প্রধান রস এ প্রকৃতি বিচারিত হইবে না, যেহেতু এই প্রকৃতি সাধারণ উপাসকদিগের তত্ত্ব বিজ্ঞানের জন্য প্রণীত হইল। শাস্ত ও দাস্য এই দুইটি রস সর্ব সাধারণের উপদেশযোগ্য, অতএব এই দুই রসের কিছু বিচার করিতেছি।

তৃতীয় ধারা—শাস্ত রস বিচার।

উপাস্য বস্তু নির্কিশেষ (Universal) নয় কিন্তু সর্বিশেষ (Personal)। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবন্তের সদ্ধক্তি বুদ্ধিকে বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হয়, তখন তাহার রতিকে শাস্তি রতি বলি। শাস্ত দীর্ঘই শাস্তি রত্নের আশ্রয়। সর্বিশেষ (Personal God) ভগবানই সেই রত্নের বিষয়। আশ্রয় রূপ শাস্তজীব ভগবন্তকে ভক্ত-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিত্তস্থ প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ। বিষয়োন্মুক্ততা পরিত্যাগ পূর্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা সর্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রত্নের বিষয় হন। নিত্যস্ত নির্কিশেষ ব্রহ্ম চিন্তায় রতি নাই। উৎপন্ন রতি পুরুষের যে ব্রহ্ম তাহাও সর্বিশেষ প্রায়। কিন্তু ব্রহ্মের যে কি নিত্য বিশেষ তাহাতে সিদ্ধান্ত কতকটা অস্থির থাকে। অতএব কখন চতুর্ভূজ স্বরূপ, কখন ঐশ্বর্য্যগত কৃষ্ণ

আকৰ্ষণ করেন, যিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, পরমাৰাধ্য, সৰ্বজ্ঞ, সৃষ্টকর্তা, কৰ্মাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, মতঃ স্বৰূপ, সৰ্ব দক্ষ, সৰ্ব শুভকর, প্রভাপী, শুভ, ন্যায়শীল, ভক্ত-সুহৃৎ, বদাম্য, সৰ্ব ভোজোন্নয়, সৰ্ব বলশালী পরম কীৰ্ত্তিমান, কৃতজ্ঞ ও প্রেম বশ্য ঈকৃষ্ণ স্বৰূপ পরাৎপর" বস্তু, তিনিই এই রসের বিষয় রূপ আলম্বন ।

২। আশ্রয় রূপ আলম্বন ।

অবিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অন্নগ এই চারি প্রকার দাসেরাই এই রসের আশ্রয় রূপ আলম্বন । ইহারা সকলেই রসোপযোগী জীব ।

(ক) ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ রূপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অধিকৃত দাস হইয়াছেন ।

(খ) শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিত দাস । কালিয়, জরাসন্ধ ও বন্ধ-নৃপসকল শরণ্য আশ্রিত দাস । শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস হইয়াছিলেন । চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহলাংশ, ইক্ষ্বাকু, ঋতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাধি ভক্তনাসক্ত থাকায় সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাসের মধ্যে গণ্য ।

(গ) উদ্ধব, দাক্ষক, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্রক প্রভৃতি পারিষদ দাস । তাঁহারা সময়ে সময়ে পরিচর্যা করিয়া থাকেন ।

(ঘ) অন্নগ দাস, পুরস্ব ও ব্রজস্ব ভেদে, দুই প্রকার । ইহারা সৰ্বদা পরিচর্যা করিয়া থাকেন । সচন্দ্র, মণ্ডন, শুভ, স্মৃতনা প্রভৃতি পুরস্ব দাস । রক্তক, পত্রক, পত্নী, মধুকঠ, মধুব্রত, রসাল, স্মবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দ আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়দ, বকুল, রসদ, শারদাদি ব্রজস্ব অন্নগদাস ।

সমস্ত দাসগণ আশ্রিত, নিদেশ বন্তী, বিশ্বস্ত ও প্রভুতাজ্ঞান দ্বারা নম্রবুদ্ধি । ইহারা কেহ ধূর্য্যদাস, কেহ ধীরদাস কেহ বীরদাস । পূৰ্ব্বোক্ত চারি প্রকার দাসের মধ্যে আশ্রিত, পারিষদ ও অন্নগগণ কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ সিদ্ধ ও কেহ সাধক ।

৩। উদ্দীপন ।

কৃষ্ণের মুরলী শব্দ, শৃঙ্গধ্বনি, সহান্যাবলোক, শুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ, অঙ্গ সৌরভ ইহারা সাধারণ উদ্দীপন । কৃষ্ণানুগ্রহ, চরণধূলি, চরণতুলনী, প্রসাদাম্র, চরণামৃত, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ, ইহারা দাস ভক্ত গণের বিশেষ উদ্দীপন ।

দাস্যরসের বিভাব বিচারিত হইল । এই রসের অমুভাব লক্ষ্যে বক্তব্য এই যে সাধারণতঃ রসের যে তেরটি অমুভাব লিখিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত দাস্য ভক্তের নিম্ন লিখিত কএকটি অমুভাব লক্ষিত হয় যথা:—

- ১। সৰ্ব্বতোভাবে আত্মপালন । ৩। কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা ।
- ২। ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষা শূন্যতা । ৪। প্রীতি-মাত্র নিষ্ঠা ।

দাস্য রসে শুভাদি অষ্ট প্রকার সাধিক বিকারই লক্ষিত হয় ।

এই রসে হর্ষ, গৰ্ব্ব, স্মৃতি, নির্বেদ, বিষমতা, দৈন্য, চিন্তা, শঙ্কা, মতি, ভ্রংশুকা, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিখা, বোধ, স্বপ্ন, ক্রম, ব্যাধি এবং মৃতি এই কয়েকটি ব্যতিচারী ভাব কার্য্য করে ।

এই রসে প্রভুতা জ্ঞান নিমিত্ত সঙ্কম, কম্প ও চিন্ত মধ্যে আদর ইহারা প্রেমের সহিত একাত্ম প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী ভাবরূপে কার্য্য করে । আশ্রিত দিগের পক্ষে পূর্বোক্ত ক্রম অনুসারে রতি উৎপন্ন হয় । পারিষদ ও অহুগদিগের পক্ষে সংস্কারই রতির উত্তেজক । এই দাস্য প্রীতিতে প্রেম, মেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় । আমরা যে কএকটি উচ্চ রসের বিচার লিখিতে অস্বীকার করিলাম সেসকল রস উত্তরোত্তর উচ্চ, উৎকৃষ্ট ও চমৎকার । সাধকের যদি লোভ হয় তবে সেই সকল রসের অধিকার জন্মে । সাধন সময়ে তাঁহার যে রসে লোভ হয়, সিদ্ধ কালে তাঁহার সেই রসে নিত্য স্থিতি লাভ হয় । রস-গত-ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায় । সাধনাদ্বে যে রাগানুগ ভক্তির পরিচয় আছে সে এই রাগাত্মিকা ভক্তির অহুকরণ । রাগানুগ সাধক ভক্ত রসস্থ সিদ্ধ ভক্ত জনের চরিত্র ও বাবহাব অহুকরণ করিবেন । যে রস ভক্তের জীবন, এবং তাঁহার উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাঁহার অহুকরণীয় । সিদ্ধ সময়ে সেই রূপ জীবন লাভ করিবেন ।

রস লক্ষ্যে আর একটা কথা আছে । পঞ্চবিধ রসের মধ্যে কোন রস কোন রসের মিত্র কোন রস কোন রসের শত্রু হয় । তাহা বিচার করা সাধকের উচিত হয় । রস গণের শত্রু মিত্র বিবেচনা না করিলে বৈরস্যা ও রসাতাপ হইতে পারে, তাহাতে রসের বিশেষ হানি হয় । আমি একটা উদাহরণ দিই, তদৃষ্টে সৰ্ব্বত্র বিচার করিয়া লইবেন । শাস্ত রসের যে বিভাব, অমুভাব ও আশয় সে সকল অন্য সমস্ত রসের বৈরস্যতা বিধান করে । দাস্যতেই দেখা যাইতেছে, যে শাস্ত রসের বিষয় রূপ আলম্বনটী দাস্য রসে নিতান্ত বিরস ।

শাস্ত্র রসের উদ্ভাপন সকল দাপ দিগের পক্ষে অত্যাশঙ্কন ও পরিহার্য্য । ভক্তগণ
বাৎসল্য-গত-অনেকগুলি ভাব মধুর ভাবের বিরোধী । এসকল বিশেষ রূপে
বিচার করার প্রয়োজন নাই, যেহেতু যে রসে ঘাহার কৃতি সেই রসের উপযোগী
বা মিত্র ভাব সকল অন্যত্র দেখিলে আদর ও তাহার অত্যাশঙ্কন ও শঙ্ক ভাব
সকল সর্বদা অকৃতিকর হয় । কৃতিই তন্মধ্যে যোগ্যযোগ্য বিচার করিয়া
লইয়া থাকে ।

রসিক জীবনই জীবনের চরম প্রয়োজন । পাঠক বর্গ ! যদি এই গ্রন্থের
আভ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া যত প্রকার জীবন আছে সমুদায় পর্যালোচন পূর্বক
রসিক জীবন আপনাদের কৃতিকর বোধ হয়, তবে আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ না
করিয়া রস প্রাপ্তির যেক্রম লিখিলাম তাহাই অবলম্বন করুন । যদি সে কৃতি
হয় তবে জানিব যে আপনাদের ভাগ্যোদয় হইল, আপনারা পরম সাধু
আপনাদের চরণ ধূলি আমাদের শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রদত্ত হউক ।

অষ্টম বার্ষিকী ।

—::—

উপসংহার ।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানিকে বিচার গ্রন্থ বলিয়া জানিবেন । ইহাকে আশ্বাদন গ্রন্থ বলিয়া মনে করিবেন না । আশ্বাদন গ্রন্থ হইলে ইহাতে সৰ্ব্ব রসোৎকৃষ্ট মধুর রসের প্রক্রিয়া সকল অনায়াসে লিখিত হইত । মধুর রসতত্ত্বে যে ফ্লাদিনী সারভূতা পরমানন্দ রূপিণী শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দের অন্তর্ভূতা মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহাও স্পষ্ট রূপে সন্নিবেশিত হইত । সে সমুদায় বিষয় রসাস্বাদন রূপ বহুল গ্রন্থে লিখিত আছে । অধিকন্তু সে সমুদায় তত্ত্ব কেবল আশ্বাদনের বিষয় বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে লেখা দুঃসাধ্য । এই গ্রন্থ খানি কেবল বিশুদ্ধ বিচার পরায়ণ ।

পণ্ডিতগণ বলেন যে বিচারের পাঁচটি অবয়ব থাকে যথা—১। বিষয় ২। সংশয় ৩। সঙ্গতি ৪। পূর্বপক্ষ ৫। সিদ্ধান্ত । আমাদের বিচারের বিষয় কি ? এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে । আমরা উত্তর করি যে জীবের জীবনই এই বিচারের বিষয় । সংশয় কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে জীবন কি ও ইহার উদ্দেশ্য কি ? আমাদের সঙ্গতি এই যে জীবের জীবন দ্বিবিধ ১। শুদ্ধ জীবন ২। বদ্ধ জীবন । শুদ্ধ জীবন শুদ্ধ চিন্তামে আছে, তাহা নিত্য পবিত্র ও আনন্দময় । তাহাতে অভাব, শোক, ভয় ও মৃত্যু নাই । বদ্ধ জীবন এই জড় জগতে বর্তমান । তাহাও দুই প্রকার ১। বহিমুখ ২। অন্তিমুখ । বহিমুখ জীবন চিন্তামকে লক্ষ্য করে না, তাহার প্রতি সামুখ্য নাই । অন্তিমুখ জীবন বহিমুখ জীবনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াও চিন্তামের প্রতি সামুখ্যের আদর করে, ও তাহাকেই মুখ্য রূপে সন্ধান করে । বহিমুখ বদ্ধ জীবন চারি প্রকার যথা:—

১। নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন ।

২। নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন ।

৩। নৈতিক সেশ্বর বদ্ধ জীবন ।

৪। নির্বিশেষ-চিন্তা-বিকৃত জীবন ।

নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন দুই প্রকার। ১। নরেন্তর জীবন ২। নর জীবন। পশু পক্ষী ইত্যাদির জীবন নরেন্তর জীবন। সে জীবনে বুদ্ধি বৃত্তি লুপ্ত প্রায় থাকে। নীতি বুদ্ধি রহিত নরজীবন পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত। আদৌ অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় মানবের আদিম বন্য লক্ষণ জীবন। বন্য লক্ষণ জীবনে পশুদের ন্যায় মানবের ইচ্ছামত ক্রিয়া। ভয় ও আশা দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি চাকচিক্য বিশিষ্ট জড় বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর মনে করে। এই অবস্থায় নীতি নাই, বাস্তব ঈশ্বর নাই। জীবের সিদ্ধ-সত্তা-গত-ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত লুপ্ত প্রায় হইয়াও তাহার সত্তার পরিচয় দেয়, এই মাত্র। যিনি দ্রব্য ও দ্রব্যশক্তি জ্ঞান লাভ করত যুক্তির-চালনা দ্বারা অনেক পদার্থ বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করিয়া ইন্দ্রিয় স্রব্ধের পরিচর্যা করেন, অথচ নীতি ও ঈশ্বরকে মানেন না, তিনি নীতি বুদ্ধি রহিত নর জীবনের দ্বিতীয় ভাগে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর ও নীতির প্রতি তাঁহাদের লক্ষ নাই।

শেযোক্ত জীবন, নীতির আদর যুক্ত হইলেই, নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন হয়। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার বদ্ধ জীবন। শেযোক্ত জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাস সংযুক্ত হইলেই নৈতিক সেখর বদ্ধ জীবন হয়। এই জীবনে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্ম নীতির অধীন থাকায় তদ্বারা বহিমুখতা দূর হয় না। ইহাই তৃতীয় প্রকার বদ্ধ জীবন।

যে স্থলে ঐ জীবনে অত্যন্ত নির্কীর্ষে চিন্তা আসিয়া স্থল লাভ করে এবং তাহার অধীনে জীবনকে গ্রহণ করিয়া নীতির হাত হইতে ছাড়াইয়া লয়, এবং ক্রমশঃ ঈশ্বর বিশ্বাসকে কেবল অদৈত বিশ্বাসে পরিণত করে, সেইস্থলে নির্কীর্ষ চিন্তা-বিস্তৃত বহিমুখ জীবন লক্ষিত হয়। ইহাই চতুর্থ প্রকার বহিমুখ বদ্ধ জীবন।

পরমেশ্বরকে জীবন সর্ব্বত্র আনিয়া ধাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বর-বাদ ও চিন্তাকে দেশভক্তির অধীন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন তাঁহাদের জীবন, বদ্ধ হইলেও, অন্তর্মুখ। এই অন্তর্মুখ জীবনকে গাধন-ভক্ত-জীবন বলে।

অশেষ জড়-সম্বন্ধ বিমাশ পূর্কক প্রোদীপিত নির্খল স্বধর্ম্মের সহিত জীবের চিত্রপ্রে অবস্থিতিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাই অন্তর্মুখ জীবনের ফল।

আমাদের এই সজ্জিত জীবন করত পূর্বোক্ত-চতুর্বিধ-বহিমুখ-বদ্ধ-জীবন-স্থিত কুসংস্কারাপন্ন জীবগণ আপন আপন নির্ভা হইতে একটা একটা পূর্বপক্ষ করিয়া

থাকেন। আপন আপন কোঠে বসিয়া তত্ত্ববস্থার জীবগণ যুক্তির সাহায্যে বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূৰ্ণপক্ষ বিচার করত একটা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্তগুলিই আমাদের নিকট পূৰ্ণপক্ষ রূপে প্রসারিত হয়। ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে জীবনস্থ হইয়া জীব পূৰ্ণপক্ষ করেন সেই জীবনের অব্যবহিত উচ্চ জীবনস্থ জীবই সেই পূৰ্ণপক্ষ নিরন্ত পূৰ্ণক আপন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিলেই নিম্নস্থ জীবনের সিদ্ধান্ত নিরন্ত হয়। আমাদের অব্যবহিত নিম্নে যে জীবন লক্ষিত হয়, সেই জীবনস্থ সিদ্ধান্ত নিরসনই আমাদের নিজ কার্য্য। আমরা সেই রূপই কার্য্য করিব। আমাদের গ্রন্থ মধ্যে স্থলে স্থলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সহজ করিবার জন্য সংক্ষেপে তাহাদের পুনরালোচন করিব।

নীতি শূন্য বহিমুখ জীব এইরূপ যুক্তি করিয়া থাকেন। পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগ ক্রমে এই বিচিত্র জগৎ, প্রকৃতির অনাদি বিধি অল্পসারে, উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহার সৃষ্টিকর্তা নাই। আমরা পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে বিশ্বাস করি সে বিশ্বাস কুসংস্কার হইতে উদ্ভূত। যদি পরমেশ্বর বলিয়া কোন প্রকাণ্ড চৈতন্যের প্রয়োজন হয়, তবে সেই চৈতন্যের আর একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহাতেও পরমেশ্বর-বিশ্বাস হিরতর থাকে না। জড় শরীরে যে জড়ময় মস্তিষ্ক আছে, তাহারই গঠন প্রশালী হইতে বুদ্ধি উদ্ভিত হয়। সেই গঠন ভগ্ন হইলে আর বুদ্ধিরও অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা বলিয়া যাহাকে মনে করি, তাহা অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। শরীর পতন হইলে অস্তিত্বের অভাব হইবে, অথবা মূল ভেদে প্রবেশ করিতে হইবে। এই জীবনে অবস্থিত হইয়া মরণ পর্য্যন্ত যতদূর সুখ ভোগ করিতে পার তাহা কর। কেবল এই পর্য্যন্ত মনে রাখিবে যে সুখ ভোগ কার্য্যে যেন কোন ঐহিক ভাবী অসুখ উদয় না হয়। রাজদণ্ড, প্রাণবধ, পরের সহিত শত্রুতা, পীড়া, অযশ এই সকল ভাবী ঐহিক অসুখ। দৈহিক সুখই প্রয়োজন, যে হেতু তদতিরিক্ত সুখ নাই। জীবনের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞান, শিল্প, ও কারুকার্য্য যতদূর বৃদ্ধি করিতে পার, যুক্তি ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা কর। জীবনের বন্য অবস্থা দূরকরত পরিচ্ছদের, গার্হস্থ্য দ্রব্য সমূহের ও শরীরের চাকচিক্য ও বাহ্য সভ্যতা বৃদ্ধি কর। সুখাদ্য, সুগন্ধদ্রব্য, সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্র, সুদৃশ্য প্রতিকৃতি ও সুধস্পর্শ বিস্তরণ ইত্যাদি স্বজন করত সুখভোগ কর। উৎকৃষ্ট অটালিকা, নানাবিধ যানাদি নির্মাণ করত

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকর ও ব্যবহার করিতে থাক। সভ্যতাই নরজীবনের পারিপাট্য। জীবনের উপকারের জন্য ইতিহাস সংগ্রহ কর। অহুসন্ধান দ্বারা যে সকল তথ্য আবিষ্কার কর, সে সমুদায়কে প্রকৃত রূপে সংরক্ষণ কর। অলৌকিক ও অমূল্য কিছুই বিশ্বাস করিও না। যে খানে সাধারণ মুখ ও নিজ মুখ পরস্পর বিরোধ করে সে খানে সাধারণ মুখকে বিসর্জন দিয়া নিজ মুখের উন্নতি কর। এই প্রকার প্রবল যুক্তিবৃত্ত বাক্য সকল শুনিবা মাত্র অসভ্য ও অপ্রাপ্ত-জ্ঞান বন্য জাতীয় মহুসাগণ আপনাদের পূর্ব কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্বক জীবনের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের স্বর্ধ্য চক্ষু বিশ্বাস, পশুবৎ পূর্বক জীবন নির্বাহ, ও বন মধ্যে পশুদিগের ন্যায় কাল যাপন প্রভৃতি কার্য্য সকল দূরীভূত হইয়া যায়। নীতিশূন্য যুক্তবাদী বহিমুখ মহুসাগণ তাহাতে নিজ গৌরবের দ্বারা ক্ষীণ হইতে থাকেন। চার্লস, সরডেনেল্লা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মুখ বাদীদিগের জীবনই এই জীবনের উদাহরণ।

নৈতিক বহিমুখ জীব অধিকতর বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া নীতি শূন্য বহিমুখকে শীঘ্রই পরাজয় করেন। তিনি বলেন, ভাই! তোমার সকল কথাই মানি, কেবল তোমার স্বেচ্ছাচারকে ভাল বলিয়া স্থির করি না। ভূমি জীবনের মুখ অনুেষণ করিতেছ কিন্তু নীতি*ব্যতীত জীবনের মুখ কিরূপে হইবে? তোমার জীবনকেই কেবল জীবন বলিয়া মনে করিও না। সামাজিক জীবনকে জীবন বল। যে বিধি সামাজিক জীবনের মুখ সমৃদ্ধি করিতে সক্ষম তাহাই শ্রেয় ও তাহারই নাম নীতি। সেই নীতিক্রমে মুখভোগ করাই মানবের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা। যেখানে আপনার দুঃখ দ্বারা সমাজের মুখ ও সেখানে আপনার দুঃখ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত পুরুষের কর্তব্য। ইহা নাম নিষ্কাম নীতি। ইহাই একমাত্র মানব ধর্ম্ম। সামাজিক মুখ সমষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেম, মৈত্রী, দৃপ্য ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাব সকলের অহুশীলন কর। তাহা হইলে হিংসা ঘেদাদি হুঁষ্ট ভাব সকল আর মানব চিত্তকে দূষিত করিতে পারিবে না। বিশ্ব প্রেমই বিশ্ব মুখ। তাহার সমৃদ্ধি করিবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন কর। এইটা পজিটিবিষ্ট (Positivist) অর্থাৎ নিশ্চয়বাদী কমিউ ও মিল এবং সোসিয়াलिষ্ট (Socialist) অর্থাৎ সমাজবাদী হারবার্টস্পেন্সার প্রভৃতি এবং সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও নাস্তিকদিগের নিগূঢ় মত।

কিন্তু পেশের নৈতিকগণ উক্ত মতের সমস্ত কথাই স্বীকার করত এই মাত্র

যলেন যে ঈশ্বর বিশ্বাসও একটা প্রধান নীতি । যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না কর সে পর্য্যন্ত নীতি অসম্পূর্ণ থাকে । পরমেশ্বর বিশ্বাস করার কএকটা নৈতিক উপকার স্পষ্ট প্রতীত হয় ।

১। নীতি বুদ্ধি প্রবল হইলেও, ইঞ্জিয়ের বিবয়াকর্ষণ, সময়ে সময়ে বৃহৎ নীতিজ্ঞ দিগের পক্ষেও অধিক প্রবল হইয়া থাকে । যদি অলক্ষিত রূপে ইঞ্জিয় বিষয় সংযোগের বিশেষ সুবিধা হয়, তখন ঈশ্বর বিশ্বাসই একমাত্র তাহার উপযুক্ত প্রতিবন্ধক হইতে পারে । কোন মনুষ্য যাহা দেখিতে সক্ষম নয়, পরমেশ্বর তাহা দেখিতে পান, এরূপ যাহাদের মনে আছে, তাহারা অত্যন্ত গোপনেও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে সমর্থ হইবে না ।

২। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে মরণ সময় বিশ্বাস জনিত-সুখ দ্বারা অনেক কষ্ট নিবারণ হয় ।

৩। সাধারণতঃ নীতি বুদ্ধি অপেক্ষা ঈশ্বর বিশ্বাস অধিকতর ঐহিক পুণ্য প্রবৃত্তি জনক ইহা সকলেই স্বীকার করেন ।

৪। ঈশ্বর বিশ্বাসে কেবল-নীতিজ্ঞ ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা অধিক শান্তি আছে ।

৫। যদি ঈশ্বর থাকেন তাঁহার বিশ্বাস দ্বারা প্রচুর লাভ হইবে । যদি না থাকেন তবুও বিশ্বাসের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না । পক্ষান্তরে যদি থাকেন, তবে অবিশ্বাসী দিগের প্রচুর ক্ষতি । অতএব গভীর নীতিজ্ঞ দিগের পক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাস নিতান্ত কর্তব্য ।

৬। ঈশ্বর উপাসনাতঃ সুখ আছে । সে সুখ অন্যান্য সদোষ সুখ অপেক্ষা নির্মল । ঈশ্বরসুখে উৎপাত নাই অন্য সমস্ত বিষয়-সুখে উৎপাত আছে ।

৭। ঈশ্বর-বিশ্বাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের সৎপথ গমনের প্রবৃত্তি, অন্যান্য নীতি অপেক্ষা অতি শীঘ্র পুষ্ট হয় ।

৮। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে দয়া ও ক্ষমা অধিক বল প্রাপ্ত হয় ।

৯। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে নিষ্কাম কৰ্ম্মে অধিক উৎসাহ হয় ।

১০। ঈশ্বর-বিশ্বাস থাকিলে পরলোক-বুদ্ধি উদিত হয় । পরলোক-বুদ্ধি উদিত হইলে কোন সময়েই কোন ঘটনা দ্বারা নৈরাশ্য লাভ করিতে হয় না ।

ভাই হে ! যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তথাপি উপরোক্ত হেতুবশতঃ এবং আর আর কারণবশতঃ একটা ঈশ্বর মানাই উচিত । এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নিরীশ্বর ব্যক্তি, কল্পিত সেখর বাদীর নিকটে পরাজিত হন । অবশেষে

কমটির ন্যায় একটা কল্পিত উপাসনা তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লন। জৈমিনির কর্মকাণ্ড, পাতঞ্জলের ঈশ্বর প্রবিধান, কমটির কল্পিত উপাসনা যদিও কোন কোন বিষয়ে উহাদের ভেদ আছে, তথাপি ইহারা কলে এক। কমটি নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। জৈমিনি প্রভৃতি কর্মবাদীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক সতর্ক, অতএব হৃদয় ভাবকে প্রকাশ করেন নাই।

কল্পিত সেশ্বর বাদ প্রবল হইলে বাস্তব সেশ্বরবাদ তর্ক যুদ্ধে অগ্রসর হয়। বাস্তব সেশ্বরবাদী বলেন, ভাই! ঈশ্বরকে কল্পিততত্ত্ব মনে করিবে না। তিনি যথার্থই আছেন। নিম্ন লিখিত কএকটা নিগূঢ় যুক্তি ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখ।

১। জগতের নিয়ম যে রূপ পরিপাটী তাহাতে কোন বিভূ চৈতন্য কর্তৃক যে এই জগৎ সৃষ্ট ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানবের যুক্তি শক্তি সর্বাঙ্গের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি যথার্থ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোন স্থলে সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদ্ভূত হয়। যুক্তির কার্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূর যাইতে সক্ষম হয় না। যে দুইটা পক্ষ অবলম্বন করত সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিবে, সেই দুইটা পক্ষ আদৌ শুদ্ধ হওয়া চাই। যথা পর্ত্তে যে বহুমান তাহা ধূম দৃষ্টে অনুমিত হয়। এস্থলে যেখানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে এইটা শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধূম দেখিতেছে সেটা বাস্তবিক ধূম হওয়া চাই, কুজ্বাটিকা প্রভৃতি না হয়। দুইটা পক্ষ শুদ্ধ হইলে সাধ্য (যে পর্ত্তে অগ্নি আছে) তাহা, অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তি গত অনুমানের এইটা প্রধান প্রক্রিয়া। জগদ্ব্যাপারে যে রূপ সৌন্দর্য্য ও সুষ্টু সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম পক্ষ করিয়া, অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে ঘটনা ক্রমে যাহা যাহা হয় তাহাতে এত সুষ্টুতা থাকে না; এত সুষ্টুতা কেবল বিচার পূর্ণ কোন চৈতন্য কর্তৃকই হইয়া থাকে। এই দুই পক্ষ দ্বারা স্থির কর যে কোন বৃহৎ চৈতন্য কর্তৃক এই জগৎ নিষ্কৃত হইয়াছে।

২। কর্ত্তা ব্যতীত কোন কর্ম হয় না। যদি বল কর্ত্তারও কর্ত্তা থাকে, তাহাতে সূক্ষ্মতাই এই যে জড়ীয় কর্ত্তা মাত্রেরই কর্ত্তার প্রয়োজন। বুদ্ধি শক্তি দ্বারা আকৃতি আদৌ কল্পিত হয়, পরে ঐ আকৃতি কার্য্যে পরিণত হইলেই একটা জড়ীয় ব্যাপার হয়। চৈতন্য লক্ষণ বস্তুই জড়ের

আদি কর্তা। কিন্তু ঐ বুদ্ধির কর্তা দেখা যায় না, তখন চৈতন্যের কর্তার প্রয়োজন নাই। অড়ের কর্তা চাই বলিয়াই যে চৈতন্যের কর্তার আবশ্যক হইবে এ কথা তোমাকে কে বলে? অড় দৃষ্টি করিয়া তোমার যে সংস্কার হইয়াছে, তাহার অন্যান্য রূপ ব্যাপ্তি দ্বারা তুমি যে চৈতন্যের কর্তার অনেবণ কর, তাহা তোমার কুসংস্কার মাত্র। কুসংস্কার ত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস কর।

৩। যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সংযোগ ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি হইত, তবে তাহার উৎপত্তির একটা একটা উদাহরণ কোন দেশে না কোন দেশের ইতিহাসে লেখা থাকিত। মাতৃ গর্ভে মানবের উৎপত্তি। অন কোন উপায়ে তাহার উৎপত্তি দেখি না। বিজ্ঞান পুষ্টি হইয়াও কএক হাজার বৎসরে কিছু দেখাইতে পারিল না। যদি বল ঘটনা ক্রমে কোন সময় মানব হইয়া ছিল, এখন মাতৃ-গর্ভ-জন্ম-রূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। উত্তর এই যে তাহা হইলে প্রথম ঘটনার ন্যায় অন্য ঘটনা দেখা যাইত। এখনও হুই একটা স্বয়ম্ভূ উদয় হইতে দেখা যাইত। অতএব প্রথম মাতা পিতার সৃষ্টি সেই বিধু চৈতন্য ব্যতীত আর কোন উপায়ে, যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৪। যেখানে মানব আছে, সেইখানেই ঈশ্বর বিশ্বাসও আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস মানব প্রকৃতির সত্তা নির্ভর্য্য। যদি বল যে মূর্ত্তা বশতঃ প্রথম অবস্থায় জাতি নিচয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে, পরে যুক্তি ক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে ভ্রম সর্বত্র এক প্রকার হয় না। সত্যই সর্বত্র এক। যথা দশে দশ মিলিত করিলে কুড়ি হইবে। সর্ব দেশেই ঐ মিলনের ফল এক, যে হেতু তাহা সত্য। দশে দশ মিলিত করিলে পঁচিশ হইবে এরূপ মিথ্যা ফল সার্বজনিক হইতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস দূরদীপ নিবাসী দিগের মধ্যেও লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কুসংস্কার শিক্ষা ক্রমে ব্যাপ্তি হওয়ার যে বাদ আছে তাহা এস্থলে প্রযোজ্য নয়।

৫। মানব জীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। যে জীবন কএক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা ভরসা দৃঢ় হয় না। মানব প্রকৃতিতে ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাব সিদ্ধার্থ হওয়ার, মানবের এতদূর উচ্চ আশা, ভরসা ও

দূরলোক থাকে। ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত মানব প্রকৃতি সর্বতোভাবে ক্ষুদ্রাশয় যুক্ত।

৬। যুক্তি দ্বারা স্থাপিত বাস্তব পরমেশ্বর বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা রূপ ধর্মালোচনা না করিলে সকল নীতির রাজ্য স্বরূপ ঈশ-পূজার অভাব হইয়া পড়ে। তাহাতে জীবন অসম্পূর্ণ ও মূল কর্তব্যাব্যভাবে পাপিষ্ঠ হয়।

এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ কর, এবং সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা তোমার জীবনকে উন্নত কর ও অগতির মঙ্গল সাধন কর। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে পরলোকে সুখ ও শান্তি দান করিবেন। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা করিবে তদ্বারা তুমি যথেষ্ট পারলৌকিক সুখ লাভ করিতে পারিবে না। দেখ ভাই! তুমি কল্পিত ঈশ্বরের নিকট কত আশা করিয়াছিলে, বাস্তব ঈশ্বর তোমাকে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ মঙ্গল অর্পণ করিবেন। বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরজ্ঞান অমুশীলন করাই কর্তব্য কিন্তু এ সব অমুশীলন দুই প্রকার অর্থাৎ অবৈধ অমুশীলন ও বৈধ অমুশীলন। অবৈধ অমুশীলন তাহাকেই বলি যাহাতে অধিকার বিচারকে অপেক্ষা না করিয়া অসময়ে, ও অযোগ্য রূপে ঐ সব অমুশীলন হয়। যে ব্যক্তি যে অমুশীলনের যতটা যোগ্য তাহার ততটাই ভাল। অধিক বা অল্প হইলে সফল হয় না। যোগ্যতা স্বভাবানুসারেই হয়। স্বভাব ও প্রাথমিক স্থিতি, শিক্ষা ও মঙ্গল-ক্রমে উদ্ভূত হয়। ভ্রাত! তুমি স্বভাব বিচার পূর্বক বর্ণাশ্রম রূপ যে বৈজ্ঞানিক ধর্ম ভারতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিলে তোমার সমস্ত অধিকার অমুরূপ কার্য ও উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধ হইবে। আরও বল তুমি যুক্তি দ্বারা এবং নিজ-সত্তা-গত-বিশ্বাস দ্বারা আপনার আত্মাকে অমর বলিয়া জ্ঞান। তাহা হইলে তোমার বৈধ জীবন সর্বদা সুন্দর হইবে। আত্মাকে মাতৃ গর্ভ জাত হইতে লক্ষ করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দিব্য যুক্তি দ্বারা তাহাকে আরও উন্নত ভাব দ্বারা ভূষিত কর। এই জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে ও এ জন্মের পরেও থাকিবে এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস পবিত্র হইবে না। তুমি দেখ কোন ব্যক্তি সাধু লোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করায় তাহার সাধুতা গ্রহণ সহজ হইল। কোন ব্যক্তি অসাধু গৃহে জন্ম গ্রহণ করায় তাহার অসাধু স্বভাব হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল। তাহাদের লভ্য শিক্ষা ও মঙ্গল তাহাদের পক্ষে অমুকূল ও প্রতিকূল হইতে লাগিল। যখন তাহারা

প্রাপ্ত বুদ্ধি হইল তখন তাহাদের স্বভাব স্থির হইয়া গিয়াছে । তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া এক জীবনই যদি অনন্ত কল পায়, তাহা হইলে একজন অগত্যা স্বর্ণ ও একজন অগত্যা নরক লাভ করিবে । ইহা কি সৰ্ব্ব শক্তিমান, পরমদয়ালু সৰ্ব্ব বিচারসম্পন্ন ঈশ্বরের উপযুক্ত কার্য্য হয় ? যে সকল ক্ষুদ্র ধৰ্ম্মে এক-জীবন-গত কৰ্ম্মই স্বীকৃত হইয়াছে সে সকল ধৰ্ম্ম নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অযুক্ত । তুমি তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের উন্নত ভাব স্বীকার কর, এবং বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম অবলম্বন কর; তোমার যথার্থ সুখ হইবে । কৰ্ম্মই প্রধান কর্তব্য । কৰ্ম্ম দুই প্রকার, সকাম ও নিকাম । সকাম কৰ্ম্ম কেবল মাফাৎ ইচ্ছিয় পোষক, তাহাতে তোমার কুচি হওয়া উচিত নয় । নিকাম কৰ্ম্মের নাম কর্তব্যাহুষ্ঠান কর্তব্যাহুষ্ঠানে ইচ্ছিয় সুখ হউক বা না হউক, কাম নাই, যে হেতু স্বার্থপর-তাকেই কাম বলা যায় । কর্তব্য উদ্দেশ্যে কৃত কৰ্ম্মে কাম থাকে না । কর্তব্যাহুষ্ঠান দ্বারা হরিতোষণ সংস্কৃত হয় । হরি সন্তুষ্ট হইলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লভ্য হয় ।

এই রূপ যুক্তি দ্বারা বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম সংস্থাপন পূর্বক সেখর নৈতিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন । জীবনের উদ্দেশ্য উত্তম রূপে নির্ণয় করিতে তাঁহার যত্ন উদিত হইতে থাকে । তখন জীব ও ঈশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহার বিচার আরম্ভ হয় । এই অবস্থাই সেখর নৈতিকের নবজীবন । সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূল ভবের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কএকটি প্রশ্ন উদয় হয় । আমি কে ? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায় ?

এই সংশয়গুলির আলোচনা করিতে করিতে তিন প্রকার সঙ্গতি উপস্থিত হয়, তাহাদের নাম ১। সমুখপ্রযোজক কৰ্ম্ম সঙ্গতি, ২। স্বার্থ বিনাশরূপ নির্বিশেষ জ্ঞান সঙ্গতি ৩। শুদ্ধ স্বধৰ্ম্মালোচন রূপ ভক্তি সঙ্গতি ।

প্রথম সঙ্গতি ক্রমে সেখর নৈতিক বলেন যে আমি ক্ষুদ্র জীব, ধৰ্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত, সৰ্ব্বদা সুখাভিলাষী । জগতের সহিত আমার ভোগ্য ভোক্তৃ সম্বন্ধ । আমি ভোক্তা জগৎ ভোগ্য । জগতের কোন অংশ নির্খল ভোগের পীঠ স্বরূপ আছে । তথায় গমন করিয়া নির্খল সুখ ভোগ করিব । ঈশ্বরের সহিত আমার এই সব সম্বন্ধ । ঈশ্বর স্রষ্টা আমি সৃষ্ট । ঈশ্বরদাতা আমি গৃহীতা, ঈশ্বর পাতা আমি পালিত, ঈশ্বর রক্ষক আমি রক্ষিত, ঈশ্বর শক্তিমান, আমি

হৰ্ষল, ঈশ্বৰ লয়কৰ্ত্তা আমি নষ্ট হইবার ষোগ্য, ঈশ্বৰ বিধাতা আমি বিধির অধীন, ঈশ্বৰ বিচাৰক আমি বিচাৰিত হইবার পাত্ৰ। ঈশ্বৰ প্ৰেম হইলে চরমে আমার দুঃখহানি ও সুখ প্ৰাপ্তির ষোগ্য স্থান লাভ হইবে। অধ্যাত্ম ষোগ সংগতিও কিয়দংশে এই সংগতির অন্তৰ্গত। অষ্টাঙ্গ ষোগ লভ্য অধ্যাত্ম সমাধি তাহার উদাহরণ, যে হেতু যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, ধ্যান, ধাৰণা ইহারা কৰ্ম্মাঙ্গ। প্ৰত্যাহাৰ কল লাভের চেষ্টা। সমাধি সেই দুঃখ হানি সুখপ্ৰাপ্তি-ৰূপ চরম লাভ।

দ্বিতীয় সঙ্গতি প্ৰাপ্ত হইয়া সেখৰ নৈতিক কৰ্ম্ম ভাগ পূৰ্ণ। বিশেষ চিন্তাকৰ্ত্তা হন। তখন তিনি বলেন আমি জ্ঞানময় বস্তু, ব্ৰহ্মও জ্ঞানময়। আমি তাঁহার অংশ বিশেষ। জড় সমুদায় আমার দ্বৰ্গতি। জড়ের নান্দ্যং বিপৰীত পদার্থই ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্ম স্বৰূপ আমি কেবল ক্ৰম বশতঃ জীবোপাৰ্থি লাভ করিয়াছি। ব্ৰহ্ম অতিরিক্ত বস্তু নাই, তবে যে জগৎ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আমার অবিদ্যা। কল্পিত। আমি ব্ৰহ্ম এইৰূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই আমার নিৰ্কাণ ৰূপ পৰম লাভ হইবে। নিৰ্কাণই আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

তৃতীয় সঙ্গতি ক্ৰমে সেখৰ নৈতিক বলেন যে আমি বস্তুতঃ চিং কিন্তু আমি অণুচৈতন্য এবং ভগবান বৃহচ্চৈতন্য। জড় জগৎ মিথ্যা নয়। জড় জগতে যে আমিও স্বীকাৰ করিয়াছি তাহাই আমার জ্ঞান দৌৰ্দ্ধল্য। আমি নিত্য ভগবদাস। জড় জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য। সেই সম্বন্ধ ভগবৎ-ইচ্ছা ক্ৰমেই ঘটিয়াছে। আমার ভগবদৈমুখ্য যত খৰ্চ হইবে, আমার ততই জড় সম্বন্ধ শিথিল হইবে এবং চিং সম্বন্ধ প্ৰবল হইবে। আমার সন্তায় যে ভগবদাস্য ৰূপ একটা নিত্য বৃত্তি আছে তাহাই আমার স্বধৰ্ম্ম। সেই স্বধৰ্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে অবাস্তবফল স্বৰূপ জড়-মুক্তি হইবে এবং নিত্য ফল স্বৰূপ প্ৰেম লাভ হইবে। ভগবানের সহিত আমার নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধ।

প্ৰথম সঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কৰ্ম্মকেই প্ৰধান জানিয়া ভগবানকে কৰ্ম্মাঙ্গ বলিয়া প্ৰতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দোষ নয়। তাঁহাদের জীবনে ভগবানের স্বাধীন ক্ষুৰ্ণ নাই। বিধির অধীনতাই সৰ্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে কৰ্ম্মী বলে।

দ্বিতীয় সঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ্য

করিয়া কষ্ট বৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের নাঞগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন দিগ্ধ তত্ত্ব লাভ হইল। কতকগুলি ব্যক্তিকে চিন্তা লইয়া তাঁহাদের জীবনটা বুঝা অপব্যয়িত হইল। ইহাদিগকে জ্ঞান কাণ্ডী বলে।

প্রথম সঙ্গতিতে ষাঁহারা আবদ্ধ তাঁহারা তৃতীয় সঙ্গতির অল্পগত জীবনকে এই রূপ পূৰ্ণপক্ষ করিয়া থাকেন। ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি এই জগতের সকল বস্তু ও বস্তুগত স্বথকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আবার আমাদের আশার স্থল যে স্বস্থখ প্রাপ্তির জন্য ভোগপীঠ রূপ স্বর্গাদি তাহাও তুমি হেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ। তোমার যখন স্থল ব্রহ্ম হইতে স্বাবর পর্য্যন্ত এতদূর বৈরাগ্য তখন তুমি জগতের উন্নতি চেষ্টা করিবে না এবং জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে! এই জগৎই আমাদের কর্মক্ষেত্র এখানে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকালে সুখলাভ করি। তুমি সে সমুদায় নষ্ট করিয়া সকলের সুখ লাভের ব্যাঘাত করিবে।

ভক্ত জগৎ হইতে ইহার এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যুত্তর স্বরূপে প্রদত্ত হয়। তাই! এ জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি তাহা জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে এ জগতের যে কিছু মঙ্গলসাধন হইবে তাহা কেবল ভক্ত কর্তৃক হইবে। তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর প্রয়াস করিতে পার কর। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্বারা ভক্তি অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই। আমরা অহুরাগী। আমরা এই মাত্র বলি যে সমস্ত কর্মই ভগবৎ সামুখ্য স্বীকার কর্তৃক। কর্ম সকলের অবাস্তর ফল যে স্বার্থ সুখ তাহা দ্বারা কর্ম সকল চালিত না হউক। ভগবন্তের উন্নতির উদ্দেশে কর্ম সকল কৃত হউক। কার্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে তুমি কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা কার্য করিবে, আমি ভগবন্তাব মিশ্রিত করিয়া কার্য করিব। কোন সময়ে আমার বিরক্তি ক্রমে কর্ম চেষ্টা খর্ব্বিত হয়। তাহাও তোমার কোন অবস্থায় কর্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবন্তের ক্রমে কর্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ তোমার পক্ষে কর্ম ক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি সাধন ক্ষেত্র। তোমার অহুষ্ঠিত সমস্ত কর্মকে আমি বহিস্থখ বলিয়া জানি, যেহেতু তুমি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম কর না। তোমার নাম সেখর নৈতিক বা কর্মী আমার নাম ভক্ত।

সেখর নৈতিক ও ভগবন্তের জীবনে কার্য সকল অনেক স্থলেই একই

প্রকার, কেবল নির্ভা ভেদে তাঁহাদের প্রকৃতি ভেদ হইয়াছে । যে সেখর নৈতিক কেবল কর্মজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু লক্ষ্য করেন, সে নিভান্ত হয় । ঈশ্বর মানিলেও তাঁহার ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ ও জীবের গতি বোধ নাই । তাহাদের কর্ম চক্র হইতে উদ্ধার নাই । যে সকল সেখর নৈতিক জড়জগৎকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া চিহ্নজগতের আশা করেন তাঁহারা জড় কর্ম বদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনটি উপায় স্থির করিয়া থাকেন যথা:—

- ১। জড় কর্মাভ্যাসকে ক্রমশঃ লঘু করিয়া চিহ্নজগৎ অবস্থিত হওয়া ।
- ২। চিহ্নস্বরূপ বিষ্মতে কর্মার্পণ করা । সমস্ত কর্ম করিবার সময় বিষ্ম প্রীতি সংকল্প করা এবং কর্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা ।
- ৩। যে কর্ম না করিলে নয় তাহাতে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিকে মিশ্রিত করা । যাহা না করিলেও দেহ যাত্রা নির্বাহ হয় তাহা পরিত্যাগ করা ।

যাঁহারা প্রথম উপায় অবলম্বন করেন তাঁহারা তাপস বা যোগী । তাপসেরা অনেক কষ্ট সহকারে কর্ম গ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে । বৈদিক পঞ্চাঙ্গি বিদ্যা ও নিদিধ্যাসন রূপ বৈদিক যোগ তাপসদিগের প্রক্রিয়া । অষ্টাঙ্গযোগ বড়াঙ্গযোগ, দত্তাঙ্গেরীযোগ ও গোরক্ষনাথীযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠ যোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে । পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগ সর্ব প্রধান । ঐ যোগের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম বদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ এই রূপ পাঁচটি যম অভ্যাস করিবে এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এইরূপ পাঁচটি নিয়ম অভ্যাস করিবে তদ্বারা অসৎ কর্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম অভ্যাস্ত হইলে, আসন অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করত জিত-শ্বাস হইবে । জিত-শ্বাস হইয়া বিষ্মমুর্ত্তির ধ্যান, পরে ধারণা করিবে । সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্বেই করিবে । পরে চিত্ত নিশ্চল হইলে সমাধি করিবে । এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্য এই যে অভ্যাস ক্রমে কর্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম শূন্য হইবে । ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয় ।

যাঁহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, চিত্ত যে বিষয়ে অম্লরক্ত তাহার আলোচনা করিবার সময় প্রথমে বিষ্মপ্রীতি কামনা ও শেষে কৃষ্ণার্পণ কর্তব্য । এই ব্যাপারটী স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য । বিষয়রাগ দ্বারা

চালিত চিত্ত কি স্বভাবতঃ বিষ্ণুপ্রীতিকাম সংকল্প করিতে পারে ? যদি লোক রক্ষার জন্যই ঐ সংকল্প করে, তবে চিত্তের নিজ কার্য বলিয়া তাহা পরিগণিত হয় না, এবং তাহা কেবল মনকে 'চোকঠেরা' হয় এই মাত্র । তাবীজ্ঞে প্রচুর অল্প পাইবার আশায় যে ১৮ জীলোক অল্পপূর্ণ পূজা করে, তাহাদের বিষ্ণুপ্রীতি কাম বলিয়া সংকল্প কেবল বাক্য মাত্র । এই রূপ সংকল্প বিধি ও অর্পণ বিধি যে কর্ম বন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সক্ষম নয় তাহা বলা বাহুল্য ।

তৃতীয় উপায়টী সমীচিন । যে হেতু চিত্তের যে বিষয় প্রতি রাগ তাহার অল্পকূলে কার্য্য হয় । চিত্ত সুখাদ্যে অহুরক্ত, সুখাদ্যই ভগবৎ প্রসাদ রূপে গৃহীত হইলে ভগবদ্ভাবের প্রভূত অহুশীলন ও বিষয় রাগ এক কালেই কার্য্য করিতে লাগিল । ইহাতে উচ্চ রসের আবাদনক্রমে নীচ রাগ অতি অল্প দিনের মধ্যেই উচ্চ রসে পর্য্যবসিত হইয়া যায় । ইহাকেই গোণী-ভক্তি বলিয়া কর্মকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয় । ফলে কর্ম সবেও কর্মের সত্তালোপি ইহাতেই স্বভাবতঃ সম্ভব । সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য যখন এই প্রবৃত্তি ক্রমে কৃত হয়, তখন কর্ম গোণী ভক্তিরূপ দানীয়ে বৃত্ত হইয়া মুখ্য ভক্তিকে সর্ব্বতো-ভাবে সেবা করে । সেখর নৈতিকের মধ্যে ষাঁহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহারই জীবন অন্তিমুখ । অপর সমস্ত সেখর নৈতিকের জীবন বহিমুখ ।

এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিই যে জীবের একমাত্র অহুঠেয় তাহা সিদ্ধান্ত স্থলে প্রদর্শিত হইল । ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ । ইহা, জগতের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের অবিরোধী এবং শাস্তি ও নিঃখলানন্দের দ্বারা জীবের নিত্য প্রদান করে । ভক্ত জীবনই যথার্থ নর জীবন । ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গল ময় । ইহাই এই জগতের মধ্যে এক মাত্র বৈধুত্ব তত্ত্ব ।

ভক্ত জীবন সাধন ভক্তির অহুশীলন করিতে করিতে ভাব জীবন অতিক্রম করত যখন প্রেম জীবনে পদার্পণ করে, তখন সর্ব্ব মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-পতি ভগবান ত্রিনিবাস তাহার পরম রসভাণ্ডার খুলিয়া আস্থান করিয়া বলেন সুখে ! এই ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি, তুমিই ইহার এক মাত্র অধিকারী । তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মায়া শক্তির কুহকে পড়িয়া ছিলে । তোমার নিমিত্ত আমি অহরহ যত্ন প্রকাশ করিয়াছি । তুমি তোমার নিজ-যত্নে এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে, আমি তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিলাম । তুমি আমার নিত্য নূতন প্রীতিময় বিগ্রহ সেবা করত

অপার আনন্দ সমুদ্রে আমার সাহত জাড়া কর । তোমার ভয় নাই, শোক
নাই তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ । তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন
করিলে । আমি তোমার প্রীতিধ্বজ শোধ করিতে পারি নাই । তুমি নিজ
কার্যের দ্বারা স্বয়ং সন্তুষ্ট হও ।

—D::D—

চারিশত চৈতন্যক্ষেপে দত্তজ কেদার ।
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত করিল প্রচার ।
বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থ করিয়া অর্পণ ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করে নিবেদন ॥
কাকালের উপহার করিয়া গ্রহণ ।
কৃষ্ণভক্তি-সুধা-বিন্দু করহ অর্পণ ।
ভক্তি বিতরণে প্রভু শক্তি ধরে যত ।
প্রভুর কৃপায় ভক্ত শক্তি ধরে তত ।
শ্রীচৈতন্য প্রভু মোর, আমি তাঁর দাস ।
এই অভিমান যাত্রা এ দাসের আশ ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত ।

—:◉❀◉:—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণ মন্ত্ৰ ।

—(:::)—

কয়েকটি প্রধান প্রধান অশুদ্ধ শোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৫	যে	যে
৫	১০	উপযোগী ।	উপযোগী
৬	৪	আবহা	অবহা
৬	১১	গনের	গণের
৬	২১	সন্ধান	সন্ধান
৬	৩০	করযোড়	করযোড়
৮	৯	যুক্ত	যুক্ত
৮	১৬	নারায়ণ	নারায়ণ
১৩	২	পুনরার	পুনরার
১৪	১০	উপলব্ধি	উপলব্ধি
১৫	২৬	সম্বন্ধ	সম্বন্ধ
১৯	৩	দেওয়া	দেওয়া
৩৫	২১	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
৩৫	২২	সর্বভূত	সর্বভূত
৩৬	৯	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
৩০	২	উচ্চারণ	উচ্চারণ
৪০	২২।২৩	ল্যাম্পট্য	ল্যাম্পট্য
৪২	২৬	উৎপাত	উৎপাত
৪৮	৭	পূর্ব	পূর্ব
৪৮	২৬	ব্যাঘাত	ব্যাঘাত
৫০	২৯	বিধ	বিধ
৫৮	৯	৪	৫
৬১	২৭	সম্প্রদায়ে	সম্প্রদায়ে
৬২	১৪	খাদ	খাদ্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	১০	পৃথক	পৃথক্
৬৬	৭	জন্মে	জন্মে
৬৭	১৭	শতা	শততা
৭৫	৪	হইয়	হইয়া
৭৮	৬	পূর্ণাক	পূর্ণাক
৮৬	৬	যাঁহাবা	যাঁহার
৮৬	২৫	উদ্ভূত	উদ্ভূত
৮৮	১৬	বস্ত	বস্ত
১০৪	২৫	কর্ম	কর্ম
১০৮	১১	মুক্তি	মুক্তি
১০৮	২০	নাস্তিত্বকে	নাস্তিত্বকে
১১৫	৮	ভগবচ্ছদ্মা	ভগবচ্ছদ্মা
১২৫	২	দেখা	দেখা
১২৮	৮	যে	যে
১২৯	৫	সম্প্রদায়ী	সম্প্রদায়ী
১২৯	* ১৬	নিম্নলিখিত	নিম্নলিখিত
১৩২	২৫	বিষয়ের	বিষয়ের

বর্ণক্রমাবিত সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অকর্মফলাহুভব	... ১০৫	আত্মিক	... ৩৫, ৩৬
অধিকার নির্ণয়	... ২৭, ২৮	ইজ্য	... ২৭
অনর্থ নিবৃত্তি	... ১২৫	ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান	... ৮৪, ৮৫
অনর্থ বিচার	... ৫৭	ঈশ্বর জ্ঞান	... ৮৫
অনুবন্ধ	... ৫৯	ঈশ্বর ভজনের বয়স বিচার	... ৩
অনুভাব	... ১১৯-৩৪	ঈশ্বর ভজনের হেতু চতুষ্টয়	... ৩
অন্তর্মুখ জীবন	... ১৫৭	ঈশ্বর বিশ্বাসের সার্বজনিকতা	... ৫
অন্য দেবতার অবজ্ঞা	... ৬২	উপসনামাত্রই রস স্বরূপ	... ১৩৬
অন্যায় যুদ্ধ	... ৪৩	ঔপাধিক বৈরাগী	... ৮২
অপরিগ্রহ	... ২৫	কপট রতি	... ১২১
অপাবিত্র্য	... ৪১	কপট বৈরাগী	... ৮২
অপচয়	... ৪৩	কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা ভজন	... ৩
অবস্থা হইতে আশ্রম চতুষ্টয়	... ১৬	কর্ম ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক	
অব্যর্থকালত্ব	... ৮০	পার্থক্য	... ১০৭
অশিষ্টোচিত	... ৪২	কর্ম ও ভক্তির বৈজ্ঞানিক	
অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও		পার্থক্য	... ৪৫, ৭১
প্রয়োজন বস্তু মাঝেই		কর্মজ্ঞান উভয় প্রধানীভূত	
থাকে	... ৯৪, ৯৫	অনুভব	... ৯২
অকস্মিকী প্রথা	... ৪৭	কর্মত্যাগভ্যাস রূপ	
আচ্ছাদিত চেতন	... ১০০	যোগাদি	... ১৫৬
আতিথ্য	... ২০	কর্ম প্রধানীভূত অনুভব	... ৯২
আত্মগত অনুশীলন	... ৫৩	কর্মফলাহুভব	... ১০৫, ৬
আর্জব	... ২৫	কর্মার্ণ বিচার	... ১৫৬, ৫৭
আর্থিক ধর্ম	... ৪৪	কর্মের অনাদিত্ব ও অন্ত-	
আশাধারা ভজন	... ৩	বস্তার বিচার	... ৯৮
আশাবন্ধ	... ৮২	কর্মে রাগ মিশ্র পূরক	
আসক্তি	... ১২৬	তাহার জড়তাবিনাশ	... ১৫৭
আত্মদান	... ১১৬	কল্পিত দেশধর্মত নিরসন	... ১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কামরূপা ...	৭৫	ছায়া রতি ...	১১৯
কার্পণ্য ...	৬০	জগন্নাশকার্য ...	৪২
কাহারি আশ্রমের অযোগ্য ...	৩৪	জগৎজি ...	২৪
কুষ্ঠিত রস ...	১৩৮	জড়রতি ...	১২০
কুসংস্কার ...	৭১	জড় বস্তু ...	১০২
কৃতজ্ঞতা ...	২৪	জিজ্ঞাসা ...	১১৬
কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ...	৮৩	জীব-ধর্ম ...	১০৩
কৃষ্ণ তত্ত্ব ...	৮, ১০	জীবের সিদ্ধ সরূপ ...	৯৭
কৃষ্ণতত্ত্বের তারতম্য ...	১০	জ্ঞান প্রধানীভূত অহুভব ...	৯২
কৃষ্ণ প্রেমই বিমল প্রেম ...	৮	জ্ঞান ফলাহুভব ...	১০৭
কৃষ্ণপ্রেম নিরপেক্ষ ও		জ্ঞান বিচার ...	৮৩
বাদশূন্য ...	৮৯	জ্ঞান সংগ্রহ ...	১১৬
কৃষ্ণ বসতি স্থলে প্রীতি ...	৮৩	তীর্থ ভ্রমণ ...	২৬
কেবল বৈনতিক জীবন ...	১০১	দয়া (সর্বজন প্রতি) ...	২৫
কেবল প্রেম ...	১২৩	দান ...	১৯, ২০
কেবলাহুভব ...	৯২	ধর্ম ধ্বংসীতা ...	৪৩
কোন অবস্থায় পঞ্চোপাসক		ধর্ম বিষয়ে স্বভাবতঃ যে যে	
দিগের কৃষ্ণ ভক্তি		প্রকার ভেদ হয় ...	৬
লাভ হয় ...	১২০	ধর্ম প্রকৃত দোষ থাকিলে	
ক্রমোন্নতি প্রথা ...	৪৬	কি কর্তব্য ...	৭, ৮
ক্রিয়াগত ভগবদহুশীলন ...	৯৩	ধর্মের গোণভেদস্থলে কি	
ক্রোধ ...	৩৮, ৩৯	কর্তব্য ...	৭
গুরুজন সেবা ...	১৮	মর জীবন ...	১০০
গুরুবজ্রা ...	৪০	নামাপরাধ ...	৬৪-৬৮
গৃহস্থশ্রম ...	৩৩	নাস্তিক ...	২২
গোণবিধি ...	১১	নিত্য ধর্ম কি ? ...	৮
গোণবিধির সহিত মুখ্য		নিরাকার ...	২
বিধির সম্বন্ধ ...	৬৮	নির্কিশেষ ...	১০৮
চারি প্রকার অবৈধ		নির্কিশেষ মতের দ্বিচার ...	৮৭-৯০
বৈরাগ্য বিচার ...	৮২	নিষ্ঠা ...	১২৫
চিহ্নগৎ ...	৯৭	নীতিশূন্য জীবন ...	১০১
চিত্তবিভ্রম ...	৩৯	নীতিশূন্য নাস্তিক মত	
চিহ্ন ...	১০, ২, ৩	নিরসন ...	১৪৮
		নৈতিক জ্ঞান ...	৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নৈতিক নাস্তিক মত		ব্রহ্মজ্ঞান	... ৮৬, ৮৭
নিরসন	... ১৫০	ব্রহ্মচারী	... ৩৩
নৈষ্ঠ্য	... ৩৮	ব্রহ্মাহুতব	... ৯০
ন্যায়াচরণ	... ২৪	ভক্তজীবন	... ৭১, ৭২
পঞ্চপ্রকার মুখ্য রস	... ১৩০	ভক্ত প্রভি অপরাধক্রমে	
পদার্থতত্ত্ব	... ১	রতি কয় হয়	... ১১৭
পরমাধ্বাহুতব	... ৯০	ভক্তসঙ্গে রতির পুষ্টি	... ১১৮
পরলোক নির্ভ বিধি	... ১৬	ভক্তি	... ৪৯
পরেশ্বররূপ বিরোধাহুতব	... ১০৯	ভক্তি ফলাহুতব	... ১০৯
পরেশাহুতব	... ৯০	ভগবদহুশীলন	... ৪৯
পরোপকার	... ১৮	ভক্তিসঙ্গতিকে সমস্ত	
পশুপালন	... ২৩	পূর্ব, পক্ষনিরসন	
পাপ	... ৩৭	পূর্বক চূড়ান্ত	
পারমার্থিক ধর্ম	... ৪৪, ৪৫	সিদ্ধান্ত বলিয়া	
পাবিত্র্য	... ২১	সংস্থাপন	... ১৫৫-৫৭
পুণ্যকর্ম	... ১৭	ভক্তির অধিকারী নির্ণয়	... ৭০
পূর্ণ বিকচিত্ত চেষ্টন	... ১০০	ভগবদহুতব	... ৯১
প্রকৃত বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ		ভগবদ্ভিন্দা ও ভাগবত	
সেবা	... ৫৫	নিন্দার অহুমোহন	
প্রকৃতিগত অহুশীলন	... ৫৪	বা সহায়তা করণ	... ৬৮
প্রতিবিশিত রতি	... ১১৯	ভজন ক্রিয়া	... ১২৫
প্রসাদজ ভাব	... ৭৮	ভয়দ্বারা ভজন	... ৩
প্রসাদোপ প্রেম	... ১২২	ভাব	... ৭৮
প্রীতরস	... ১৩১	ভাব জীবন ও বৈধ	
প্রেম	... ৭৭	জীবনের সম্বন্ধ	... ৮০
প্রেম প্রাদুর্ভাবের ক্রম	... ১২৩, ২৪	ভাব ভক্ত জীবন	... ১০১
প্রেমরস	... ১৩২	ভাবুক জীবন	... ৮০
ফলস্বরূপ বিরোধাহুতব	... ১১৫	ভাবোপ প্রেম	... ১২২
ফলাহুতব	... ৯০	ভূত সকলকে উদ্বেগ দান	... ৬২
ফল্ট বৈরাগ্য	... ৪২	মতান্তরে যে সকল	
বন্ধজীব	... ৯৮, ৯৯	নিরাকার ইত্যাদি	
বলদেব স্বরূপ	... ৯৯, ১০০	পরেশ স্বরূপনিরূ-	
বহুগ্রন্থ কলাভাষ ও		পিত আছে তাহাদের	
ব্যাক্যবাদ	... ৬০	নিত্য ধর্মের সহিত	
		বিরোধ	... ১১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মধুর রস	১৩৩	লিঙ্গ বন্ধ স্বরূপ	২৭
মনোগত অহুশীলন	৫২	বর্ণাশ্রম ধর্মের কেন	
মর্কট বৈরাগী	৮২	অবনতি হইয়াছে	২৯-৩৩
মর্যাদা	২৬	বশবর্তীতা	৬১
মহারাজাদির উদ্যম	৬০	বস্ত্রধর্ম	১০১
মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম	১২৩	বস্ত্রধর্মের গুণাবস্থা	১০২
মহোৎসব	২২	বস্ত্রধর্মের জাগ্রতাবস্থা	১০২
মানব প্রকৃতির মুখ্য		বস্ত্র ধর্মের বিকৃতাবস্থা	১০২
অংশেঐক্য	৬	বহিমুখজনসঙ্গ	৫৮
মানব প্রকৃতি বিচার	৫	বানপ্রস্থ	৩৪
মানব প্রকৃতির গৌণ		বাস্তব সেন্সর নৈতিক মত	
অংশে ভেদ	৬	নিরসন	১৫৫
মান শূন্যতা	৮১	বিকচিতচেতন	১০০
মিথ্যা	৪০	বিকচিতরস	১৩৮
মুক্ত জীব	৯৮	বিকর্ষ ফলাহুভব	১০৪
মুকুলিত চেতন	১০০	বিচারের পঞ্চ অবয়ব	১৪৫
মুখ্যবিধি	১১	বিদ্বৎ প্রতীতি	৯
যুক্তির অক্ষমতা	৯	বিরক্তি	৮০
রতি	৭৮	বিরোধাহুভব	৯০
রতির সহিত শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা,		বিশেষ	৯৫
কুচি ও আসক্তির		বৈকুণ্ঠ ধাম	২
সম্বন্ধ বিচার	৭৯	বৈধ ধর্ম	৮
রসিক জীবন	১৪৪	বৈধী ভক্তি	১৯
রসের মিত্র বৈরাগি সম্বন্ধ	১৪৩	বৈধসাধনাভি নিবেশজ	
রাগ ও বিধির সম্বন্ধ	৭৩	ভাব	১৮
রাগ দ্বারা ভজন	৩৪	বৈরাগ্য	২৫
রাগাহুগাভক্তি	৭৩	বৈষ্ণব মর্যাদা	৫৫-৫৭
রাগাত্মিকা ভক্তি	৭৪	বৈষ্ণব পক্ষীরের মর্যাদা	৫৫
রাগাহুগা সাধনাভি-		বৈষ্ণব সঙ্গ	৪৫
নিবেশজ ভাব	৭৮	ব্রত	২২-২৩
রাধিকা স্বরূপ	৯৯	শক্তিগত ভগবদহুভব	২৫
কুচি	১২৫	শরীরগত অহুশীলন	৫০, ৫১
লাম্পট্য	৪০	শাস্ত রস	১৩১
লিঙ্গ জগৎ	৯৭	শিষ্টাচার	২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শুদ্ধজ্ঞান	৯০	সেবাপরাধ	৬৩
শুদ্ধারতি	১১৯	সেবুর নৈতিক জীবন	১০১
শ্রদ্ধা	১২৫	সোপানত্যাগ	৪৮
ঈশ্বর্ত্তি সেবা ও পৌত্তলিক-		সোপাননিষ্ঠা	৩৪, ৩৫
তার বৈজ্ঞানিক পার্থক্য	১১১-১৩	স্রীলোকের আশ্রম	৩৪, ৩৫
সংকোচিত চেতন	১০০	স্বামীভাব	১২৯
সংস্কারি বা ব্যাভিচারী ভাব	১২৯, ৩৫	স্থূলজগৎ	৯৭
সৎ কার্য ব্যাঘাত	৪২	স্থূলবদ্ধ স্বরূপ	৯৭
সৎশাস্ত্র সম্মান	২৫	স্বধর্ম্মানুভব	৯০
সত্য কথন	২৫	স্বধর্ম্ম স্বরূপ বিরোধানুভব	১১৫
সদা নামগানে রুচি	৮২	স্বভাব হইতে বর্ণ চতুষ্টয়	১৬
সদিচার	২৬	স্বরূপ	২
সন্ন্যাস	৩৫	স্বরূপগত পুণ্য	১৭
সন্ত প্রকার গোণরস	১৩১	স্বরূপবিরোধীপাপ	১৭
সমাজনিষ্ঠ বিধি	১৪	স্বল্পবিকচিত রস	১৩৮
সমাজ গত অনুশীলন	৫৫	স্বস্বরূপ বিরোধানুভব	১১৩, ১৪
সমুৎ কণ্ঠা	৮২	স্বাত্ত্বিকভাব	১২৯, ৩৪
সম্বন্ধরূপা	৭৬	স্বানুভব	৯০
সাধন ভক্ত জীবন	১০১	স্বার্থসর্কস্বতা	৪১
সাধনাভিনিবেশজভাব	৭৮	হিংসা	৩৭
সাধুসঙ্গ	১২৫	ক্ষমা	২৪
সাংস্কৃতিক পাপ	১৭	ক্ষান্তি	৮০
সাংস্কৃতিক পুণ্য	১৭		

কতকগুলি দুর্ভাষ শব্দের অর্থ ।

~~সংস্কৃত~~

অতিবাড়ী, উৎকল দেশীয় জগন্নাথ দাস প্রচারিত জ্ঞান মার্গাবলম্বী ।

অনাত্মবাদ, জড়বাদ, কর্মকাণ্ড । Gross Ritualism.

অনুসৃত, অনুপ্রবিষ্ট, প্রথিত । Interwoven.

অপরায়ুষ্ট, অলিপ্ত । Free.

অবাস্তব, মধ্যবর্তী, আনুসঙ্গিক । Intermediate, Collateral.

অবিদ্যে প্রতীতি, অবিদ্যা বা জড় কুণ্ঠিত জ্ঞান দ্বারা যে প্রতীতি । Gross idea.

অমুগ্ধা, হিংসা, অবজ্ঞা । Hate.

অন্তেষ, চৌধ্যভাগ । Moral acquisition.

আকস্মিকী, যাহার কারণ লক্ষিত হয় না । Accidental, Inexplicable.

আল্লিক, দৈনিক কর্তব্য কর্ম । Every day duty.

ইজ্জা, পূজা । Worship.

ইষ্টাপূর্ত, কুপ তড়াগাদি দান রূপ পুণ্যকর্ম । Virtuous act.

ঈশিতা, ঐশ্বরিক শক্তি । Power of God.

উচ্ছিন্নি, নাশ । Annihilation.

উপরতি, বিরক্তি । Dislike of inferior pleasure.

কর্তাভজা, আউলেচাঁদ প্রবর্তিত গুপ্তধর্ম বিশেষ । (এই মত কাঁচড়াপাড়ার
নিকট ঘোষপাড়ায় চলিত)

ক্রমোন্নতি, নিয়ম ক্রমে যাহা উন্নত হয় । Improvement according to laws.

কেবলীভূত, অমিশ্র । Unmixed, Pure.

গৌণ, দূরসম্বন্ধ । Indirect or distant.

চাতুর্মাস্য, শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চারিমাস ।

জড়বাদ, যেমতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি । Materialism.

জুগুপ্সা, ঘৃণা ।

তত্ত্ব, বস্তুস্বরূপ । Essential truth.

তাদাত্ম্যবোধ, তৎস্বরূপ বুদ্ধি। Indentification.

ত্রিসবন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সন্ধ্যাকাল।

নাস্তিকবাদ, যেমতে চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর নাই। Atheism.

নির্কিংশেববাদ, যেমত চরমে বিশেষের সত্তা মানে না। That doctrine which denies personality of the Deity.

পায়গম্বর, মুসলমানদের আচার্য। Mahammad..

পারতম্য, সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতা। Transcendental superiority.

পুলিন্দ, বন্যজাতি বিশেষ।

প্রতিধান, মনন। Contemplation, Devotion.

প্রত্যবায়, পাপ। Sin.

প্রাক্তন, পূর্বতন। Relating to a former stage.

প্রাপঞ্চিক, মায়াবৃত্তিত। Gross.

ভাঙ, মিথ্যা, কপট। False.

মুখ্য, সাক্ষাৎ। Direct, immediate.

বায়, মার্গ, পন্থা। Way.

বহুঈশ্বর বাদ, অনেক ঈশ্বর যেমতে স্বীকার। Politheism.

বিদ্যৎ প্রতীতি, বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানশক্তি দ্বারা যে প্রতীতি। Pure impression.

বিবদমান, পরস্পর বিরুদ্ধ। Conflicting.

বিষমসাময়িক, অনির্দিষ্ট সময়ে বাহ্য কর্তব্য হয়। Irregular.

সন্দেহবাদ, যে মতে অন্যমত নিরসন করিয়াও নিজে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেনা। Scepticism.

সৃষ্টি, স্বরূপ শক্তির সেই প্রভাব যদ্বারা দ্রব্য সৃষ্টি হয়।

সহিত, স্বরূপ শক্তির সেই প্রভাব যদ্বারা জ্ঞান ও সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়।

সোপ ধিক, উপাধি সহিত। Mixed with some lower principle.

স্বাভাববাদ, যে মতে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্তা বলে। Atheism tracing every thing to law of nature and denying God.